ইসলাম কি মানবতার সমাধান?

ISLAM IS THE SOLUTION FOR HUMANITY

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

আছাদুল হক

বি এস এস (সম্মান) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Contents

ইসলাম কি মানবতার সমাধান

ISLAM IS THE SOLUTION FOR HUMANITY

ডা. জাকির নায়েক

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক ঃ কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন

৪/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা

০১৭১৫-৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984–70256–33

মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র

ISLAM IS THE SOLUTION FOR HUMANITY : Dr. Zakir Naik
Translated By Abdur Rahman Published By
Md. Rafiqul Islam, Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 60.00 Only.

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কোলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কোলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়।

কোলকাতা বইমেলা– ২০০৮-এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। তবে প্রকাশকরা বইগুলোর অনুবাদে যথাযথ মান রক্ষা করতে সক্ষম হন নি। সে যাই হোক, ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। তবে যারাই তাঁর বইগুলো প্রকাশ করেন তারা যেন তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি বজায় রাখতে প্রয়াসী হন, সেটাই কাম্য।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দিনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি।

অক্টোবর ২০০৯ — প্রকাশক

Contents

সূচিপত্র

প্রাক কথন	৭
পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও এর উৎস	৮
পানিচক্রের বর্ণনা	১৩
বর্তমানে মুসলিমদের ঘাড়ে মৌলবাদের আখ্যা	২৪
ইজ ইসলাম দি সলিউশন ফর হিউম্যানিটি?	২৭
ইসলামে ধর্ষণ করার শাস্তি	৩৫
একটি ভ্রান্ত ধারনার অপনোদন	৩৯
মিডিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার	৪১
প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাক কথন

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াসসালাতু আস্‌সালাম আলা রাসুলিল্লাহি ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহাবায়ে আজমাঈন আম্মাবাদ। আউজুবিল্লাহী মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাদদ্বিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। রাব্বিস রাহলি সাদরী ওয়াইয়াসিরলি আমরি ওহলুল ওকদাতাম মিল লিসানি ইয়াফকাহু কাওলী।

ইসলাম এটা এসেছে আরবি শব্দ সালাম থেকে। যার অর্থ শান্তি। শব্দটার আরো একটা উৎস আরবি শব্দ। যার অর্থ আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। এক কথায় ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা। তাহলে আজকের এই আলোচনার বিষয়বস্তু হল যে, নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পণ করা এটা কি মানবতার জন্য সমাধান?

আপনারা যদি অন্য ধর্মগুলোতে দেখেন অন্য জীবন দর্শন। সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় শুধুমাত্র শরীরের বস্তুগত চাহিদাকে অথবা আত্মিক চাহিদাকে। বেশির ভাগ ধর্মই মানুষের আত্মিক চাহিদার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। আর কিছু ইজম যেমন মেটারিলিজম ইত্যাদি অথবা কমিউনিজম এগুলো প্রধানত মানুষের বস্তুগত চাহিদার উপর গুরুত্ব দেয়। ইসলাম আল হামদুলিল্লাহ দুটোকেই গুরুত্ব দেয়। ইসলাম মানুষের আত্মিক ও বস্তুগত দুই ধরনের চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দেয়। ইসলাম দুটো দায়িত্বই পালন করে।

পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও এর উৎস

আর মানবতার সমাধান সম্পর্কে যদি বলা হয় পবিত্র কুরআন হল এই পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে পজেটিভ গ্রন্থ। কুরআন হল মানবতার একটি ইজতেহাদ। কুরআন হল দয়া আর জ্ঞানের ফলগুধারা। অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণী, বিশ্বাসীদের পথপ্রদর্শক, কুরআন সন্দেহবাদীদের জন্য নিশ্চয়তা, দুঃখী মানুষের সান্ত্বনার বাণী এবং কুরআন হল নৈরাশ্যবাদীদের জন্য আশার বাণী। এই পবিত্র কুরআন এতে মানবতা আর মানুষ জাতির জন্য সমাধান রয়েছে। এভাবে যদি আমরা কোন সমাধান পাই তখন আমরা উৎস জানতে চাই, এর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই। যেমন ধরুন আপনার 'জ্বর' হয়েছে। তখন কেউ আপনাকে প্রেসক্রিপশন দিলে আপনি জানতে চাইবেন যে, প্রেসক্রিপসনটা কে লিখেছে? সে কি একজন ডাক্তার? সেই লোকটার যোগ্যতা কি? একইভাবে মানুষজন জানতে চাইবে যে এই পবিত্র কুরআনের কথাগুলোর সত্যতা কতখানি। তবে এইখানে আমার দেয়া সমাধানের কোন মূল্য নেই। এখানে আমি মূল্যহীন। যিনি মানবতার জন্য এই সমাধান দিয়েছেন। তিনি এই মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা, তিনি সব জীবজন্তুর স্রষ্টা, তিনি এই পৃথিবীর স্রষ্টা, তিনি এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। মানবতার সমাধান যিনি দিতে পারেন তিনি হলেন এই মানুষ জাতির পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। এছাড়াও তিনি এই বিশ্ব জগতের রক্ষাকর্তা। আজকের এই আলোচনা শুরু করার আগে আমি প্রথমেই দর্শক শ্রোতাদের বলব পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং এর উৎস সম্পর্কে।

আমি সংক্ষেপে এটাই প্রমাণ করব যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। এছাড়াও সেই সব লোকজন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাদের সামনে আমি এটাই প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করব যে, আল্লাহ অবশ্যই আছেন। যখন কোন নাস্তিক আমার কাছে আসে, আর আমাকে বলে যে, সে কোন রকম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। প্রথমেই আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা ভাবতে পারেন আমি কেন নাস্তিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি যেই কারণে নাস্তিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি সেটা হল সে চিন্তা করে বেশির ভাগ মানুষই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। উনি খ্রিস্টান, কারণ ওনার বাবা খ্রিস্টান, উনি হিন্দু কারণ ওনার বাবা হিন্দু, উনি মুসলিম কারণ ওনার বাবা একজন মুসলিম। এই নাস্তিক সে চিন্তা করেছে অবশ্যই তার একটা ধর্মীয় পরিচয়

Contents

আছে। কিন্তু সে তা মানে না। যে ঈশ্বরকে তার বাবা-মা উপাসনা করে সে তেমন ঈশ্বরকে মানে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সে অস্বীকার করে।

আমি যে কারণে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সেটা হল সে অলরেডি ইসলামিক শাহাদাত প্রথম অংশটা বলে ফেলেছে। ইসলামিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রথম কথার প্রথম অংশটা সে বলে ফেলেছে 'লা ইলাহা' কোন উপাস্য নেই। আমাকে যেটা করতে হবে প্রমাণ করতে হবে ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত। সেটা আমি করব ইনশাআল্লাহ। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রথমে তাদেরকে এটা বুঝানো লাগবে, তারা যে ঈশ্বরের উপাসনা করে সে সত্যিকারের ঈশ্বর নয়। এখানে আমার কাজের অর্ধেকটা হয়ে গেছে। সে নাস্তিক মেনে নিয়েছে কোন উপাস্য নেই। তাহলে এখন আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে হবে, তাহলেই হল। সেটাও আমি করব ইনশাআল্লাহ।

বেশিরভাগ নাস্তিক, তারা ভাবে যে বিজ্ঞান হল সবার উপরে বর্তমানের সময়টা বিজ্ঞানের প্রযুক্তির যুগ, তারা ভাবে যে বিজ্ঞান সবার উপরে। আপনি যদি কোন নাস্তিককে প্রশ্ন করেন যে, ধরুন কোন একটা যন্ত্র, ধরেন এটা মেশিন যেটা পৃথিবীর কোন মানুষই আগে দেখেনি, যেটার কথা কেউ শুনেওনি। তারপরও যদি সে মেশিনটা নাস্তিকের সামনে আনা হয় এবং তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, প্রথমে কোন মানুষটা আপনাকে ঠিকভাবে বলতে পারবে এই যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে, এই মেশিনটা কিভাবে কাজ করে। সে নাস্তিক তখন বলবে মেশিনটার স্রষ্টা বলতে পারবে। কেউ বলবে উৎপাদনকারী, কেউ বলবে প্রস্তুতকারী, কেউ হয়ত বলবে আবিষ্কারক, কেউ বলবে নির্মাতা। তারা যাই বলুক উত্তরটা এমনি হবে একটা। হয় তারা বলবে স্রষ্টা, উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী অথবা বলবে আবিষ্কারক উত্তরটা এই রকমই একটা হবে।

এখন উত্তর যেটাই হোক সেটার উত্তর আপনি মাথার ভেতর রেখে দেন। তারপর প্রশ্ন করেন যে, আমাদের এই বিশ্ব জগতের কিভাবে সৃষ্টি হল। সে আপনাকে বলবে যে, প্রথমে বিশ্বজগত ছিল একটা বিন্দু। পরবর্তীতে সব উপাদানগুলো আলাদা হয়ে যায়। এইটাই বিগ ব্যাং (Big bang) এখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, সূর্য বিভিন্ন গ্রহ। আর সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। এটাকেই বিজ্ঞানীরা বলে Big Bang। সেই নাস্তিককে প্রশ্ন করেন যে মানুষ কবে এই Big Bang সম্পর্কে জানতে পেরেছে? সে আপনাকে বলবে আমরা জেনেছি কিছুদিন

আগে। তিরিশ বছর আগে চলিশ বছর আগে। আমি তাকে বলব বিশ্ব জগত সৃষ্টি হওয়ার সম্পর্কে তথ্যটা পবিত্র কুরআনে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয়েছে। এখন থেকে ১৪শত বছর আগে। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এক সাথে মিশেছিল আমি পৃথক করেছিলাম।"

আপনি যে Big Bang এর কথা বলতেছেন সেটা পবিত্র কুরআনে ১৪শত বছর আগেই বলেছে। এই কথা কুরআনে কে বলতে পারে? সেই নাস্তিক বলবে হতে পারে আন্দাজ লেগে গেছে। তর্ক করবেন না বলে যাক।

আমাদের এই পৃথিবীর আকার কি? সেই নাস্তিক বলবে আগেকার দিনে মানুষ ভাবত যে, আমাদের এই পৃথিবী একেবারে সমতল, এরপর ১৫৫৭ সালে Sir Francis Drake জাহাজে করে পুরো পৃথিবী ঘুরে এসে প্রমাণ করলেন যে পৃথিবী বর্তুলাকার। বিজ্ঞান যেটা জানতে পেরেছে ১৫৫৭ সালে সেটা পবিত্র কুরআন ১৪শত বছর আগেই বলেছে সূরা নাজিয়াতের ৩০ নম্বর আয়াতে–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ـ

"এবং পৃথিবীকে আমি বানিয়েছি ডিমের আকৃতির মত"।

আরবি শব্দ দাহাহা এর একটা অর্থ হল বিস্তীর্ণ অথবা বিস্তৃত করা। আরেকটা অর্থ যেটা এসেছে আরবি শব্দ দুহইয়া থেকে যার অর্থ হল ডিম। আর আমরা জানি যে, আমাদের এই পৃথিবী একেবারে বলের মত গোলাকার না। এটার উপর এবং নিচে চাপা এবং দুপাশ প্রসারিত। আমাদের পৃথিবী আসলে বর্তুলাকার। এই আরবি শব্দ "দাহাহা" এটা দিয়ে সাধারণ কোন ডিম বুঝাচ্ছে না। এইখানে বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে উট পাখির ডিমের কথা। আর আপনারা যদি কোন উট পাখির ডিম দেখেন এই ডিমটাও আসলে বর্তুলাকার। ১৪শত বছর আগে এটা কে বলতে পারেন যে আমাদের পৃথিবী আসলে বর্তুলাকার। সেই নাস্তিক বলতে পারেন আপনাদের নবী মুহাম্মদ (স) খুব বুদ্ধিমান ছিলেন- তর্ক করবেন না- বলে যাক। চাঁদের যে আলো

Contents

এটা কি তাঁর নিজের আলো নাকি প্রতিফলিত আলো? সেই নাস্তিক তখন বলবে- আগেকার দিনের মানুষ ভাবত চাঁদের যে আলো দেখি সে তার নিজস্ব আলো। কিছুদিন আগে আমরা জানতে পেরেছি একশ বছর আগে দুইশ বছর আগে, তিনশ বছর আগে আমরা জানতে পেরেছি চাঁদের যে আলো আমরা দেখি সেটা তার নিজস্ব আলো না, প্রতিফলিত আলো। পবিত্র কুরআনে সূরা "ফুরকানের ৬১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে"

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

তিনি কত মহান যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র সেখানে স্থাপন করেছেন সূর্যকে যার আলো তার নিজস্ব এবং চাঁদকে যার রয়েছে প্রতিফলিত আলো, ধার করা আলো।

সূর্যের আরবি শব্দ "শামস"। সূর্যের আলোকে বলা হয় সিরাজ বা ওয়াহাজ অর্থাৎ মশাল বা জ্বলন্ত প্রদীপ। পবিত্র কুরআনে চাঁদের আরবি শব্দটা হলো "কামার"। আর চাঁদের আলোকে বলা হয় "মুনির বা নূর" যার অর্থ ধার করা আলো বা প্রতিফলিত আলো। কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো। ১৪শত বছর আগে কুরআনে এই কথাগুলো কে বলতে পারেন? সেই নাস্তিক হয়ত তখন বলতে পারে হয়তবা আপনাদের নবী তিনি খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন, তর্ক করবেন না বলে যাক।

আমি যখন স্কুলে ছিলাম। আমি মেট্রিক পাস করেছি ১৯৮২ সালে। তখন বিজ্ঞান আর ভূগোল বইতে পড়েছিলাম যে, সূর্য প্রদক্ষিণ করে কিন্তু নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরে না। সেই নাস্তিক বলবে কুরআনে কি এই কথাটা লেখা আছে? আমি তখন বলব না না। আমি এই কথাটা পড়েছিলাম স্কুলে। পঁচিশ বছরের সময়ের আগে স্কুলের বইতে এটা পড়েছিলাম আমি। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এখানে বলছে সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

Contents

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন।" সূর্য এবং চাঁদ এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের কক্ষপথে বিচরণ করে"।

এখানে আরবি শব্দ "ইয়াসবাহুন" অর্থ হচ্ছে কক্ষপথে ঘুরে বেড়ানো। অর্থাৎ সূর্য প্রদক্ষিণ করা ছাড়াও নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো। আর বিজ্ঞান এখন আমাদের বলে নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরতে সূর্যের আনুমানিক পঁচিশ দিন লাগে। পবিত্র কুরআনে ১৪শত বছর আগে এই কথাগুলো কে বলতে পারেন যেটা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সেদিন। যেটা জেনেছে মাত্র কয়েক দশক আগে। আমি স্কুলে থাকার সময় বিজ্ঞান এটা জানত না। এখন পাঠ্য বইতে দেখবেন একেবারে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে সূর্য প্রদক্ষিণ করার পাশাপাশি নিজ অক্ষের চারপাশেও ঘুরে। কুরআনে এই কথাটি কে বলতে পারেন? আর তখন দেখবেন সেই নাস্তিক একেবারে চুপ হয়ে যাবে। আপনি থামবেন না বলে যান।

বিজ্ঞান এখন আমাদেরকে বলে যে আমাদের এই বিশ্বজগত ক্রমবর্ধমান যেটা আমরা জানতে পেরেছি মোটামুটি ১০০ বছর আগে। পবিত্র কুরআনে সূরা "জারিয়াতের ৪৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ -

"আমি এই আকাশকে বানিয়েছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি মহা সম্প্রসারণশীল।

বিশ্ব জগত সম্প্রসারণশীল। আরবি শব্দ "মুসিউন" এর অর্থ সম্প্রসারিত বিশ্বজগত, ক্রমবর্ধমান বিশ্বজগত। ইসলাম ধর্মের অনেক সমালোচকরা হয়ত বলবেন এইটা কোন বিশাল ব্যাপার না যে, ইসলাম জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে কথা বলছে। কারণ সেই সময় আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই উন্নত ছিল। আমিও তাদের সঙ্গে একমত। যে আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুব উন্নত ছিল। তবে তাদের মনে করিয়ে দেয় পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার কয়েকশত বছর পরে আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় উন্নত হয়েছিল। তাহলে কুরআন থেকেই এই আরবরা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জেনেছিল এর উল্টোটা হয়।

পানিচক্রের বর্ণনা

এরপর হাইড্রোলজির ক্ষেত্রে তাকে প্রশ্ন করেন যে, মানুষ পানিচক্র সম্পর্কে কবে জেনেছে। সে আপনাকে বলবে যে, স্যার বার্নাড পেলেছি ১৫৮০ সালে ইতিহাসে প্রথমবারের মত পানিচক্রের বর্ণনা দেন। সমুদ্র হতে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তারপর সেটা মেঘ হয়। সেই মেঘ আকাশে ঘুরে বেড়ায়, তারপর বৃষ্টিপাত এভাবেই পানিচক্র চলতে থাকে। এই পানি চক্র পবিত্র কুরআনে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে ১৪শত বছর আগে। পবিত্র কুরআনও আমাদেরকে বলবে– পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় তারপর মেঘ হয় সেই মেঘ আকাশে ঘুরে বেড়ায়, তারপর বৃষ্টিপাত এভাবেই পানি চক্র চলতে থাকে। পবিত্র কুরআন হাইড্রোলজি আর পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছে অনেক আয়াতেই। সূরা জুমারের ২১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা রুমের ২৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা মুমীনুনের ১৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা হিজরের ২২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা নূরের ৪৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা রুমের ৪৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা আরাফের ৫৭ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা র'দ-এর ১৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ফুরকানের ৪৮-৪৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ফাতিরের ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ইয়াসিনের ৩৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা গাফিরের ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা জাছিয়ার ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ক্বাফ-এর ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা ওয়াকিয়ার ৬৮ থেকে ৭০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর সূরা মূলকের ৩০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা তারেকের ১১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এভাবে আমি সারাদিন ধরে শুধু রেফারেন্সগুলোই বলে যেতে পারি। পবিত্র কুরআনে পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই কথাগুলো কে বলতে পারেন ১৪শত বছর আগে? আপনি কিন্তু থামবেন না বলে যান।

কুরআন এর পরে বলেছে ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে। যে পাহাড় পর্বত এগুলো কিলকের মত, যাতে পৃথিবী ঢলে না পড়ে। পবিত্র কুরআনে সূরা নাবার ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে

একথা বলা হয়েছে। এরপরে কুরআন বলছে 'সমুদ্র বিদ্যা' সম্পর্কে। আমরা জানি যে পানি দুই প্রকার লোনা আর মিষ্টি কিন্তু কুরআনে এই সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৫৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে –

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا .

"আল্লাহ তায়ালাই দুই দরিয়াকে মিলিত বাহিত করেছেন একটা মিষ্ট ও সুপেয় আর অন্যটা নোনা ও খর। তারা মিলিত হলেও মিশে যায় না। তাদের মধ্যে রয়েছে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

এখন আমরা জানি যে এই বারজাক (Barzakh) পবিত্র কুরআন যেটা বলছে বর্তমানে যারা সমুদ্র বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করেছেন তারা বলেন যে এটা হল একটা অদৃশ্য অন্তরাল। কুরআন এরপরে বলেছে জীববিদ্যা সম্পর্কে সূরা আম্বিয়ার ১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে "প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে" ১৪শত বছর আরবের সেই মরুভূমিতে এই কথা কে বলতে পারে আগে যেখানে পানির প্রচণ্ড অভাব যে প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। আর এখন বিজ্ঞান সেটা প্রমাণ করেছে। এরপর উদ্ভিদ বিদ্যার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হার ৫৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমি উদ্ভিদদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ এবং স্ত্রী"। এটা আমরা আগে জানতাম না যে গাছপালারও লিঙ্গ থাকে। পবিত্র কুরআনে সূরা র'দের ৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে "প্রত্যেকটা ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়"।

এরপর প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখবেন। কুরআন বলছে সূরা আনামের ৩৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বিভিন্ন পশু এবং পাখি তারাও মানুষের মত সম্প্রদায় বিজ্ঞান এটা জানতে পেরেছে কিছু দিন আগে। পবিত্র কুরআনে মৌমাছির জীবনযাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে সূরা না'হলের ৬৮ এবং ৬৯ নম্বর আয়াতে।

পবিত্র কুরআনে মাকড়সার জীবন যাত্রা সম্পর্কেও বলা হয়েছে। সূরা আনকাবুতের ৪১ আয়াতে। পবিত্র কুরআনে পিঁপড়ার জীবন যাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সূরা না'মলের ১৭ এবং ১৮ নম্বর আয়াতে। আর বিজ্ঞান এইগুলো জানতে পেরেছে কিছুদিন আগে। পঞ্চাশ বছর আগে একশ বছর আগে দুইশ বছর আগে।

Contents

এরপর মেডিসিনের ক্ষেত্রে দেখবেন পবিত্র কুরআনে সূরা না'হলের ৬৮ নম্বর ও ৬৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে দান করি বিভিন্ন রকমের এক পানীয়। যেটা নির্গত হয় মৌমাছির পেট থেকে, যেটাতে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য। আমাদের বিজ্ঞান কিছুদিন আগে জানতে পেরেছে যে, মধু উৎপন্ন হয় মৌমাছির পেট থেকে। আর এই মধুর মধ্যে কিছু Antiseptic বৈশিষ্ট আছে। তাই যুদ্ধে রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের ক্ষত স্থানে মধু লাগিয়ে দিত। আমরা জেনেছি কিছুদিন আগে।

এরপর শরীর বিদ্যার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন সংক্ষেপে গবাদি পশুর রক্ত চলাচল ও দুধ উৎপাদন সম্পর্কে বলেছে "সূরা না'হলের ৬৬ নম্বর আয়াতে। এরপর জেনেটিকসের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সূরা নাজমের ৪৫ এবং ৪৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এছাড়াও কুরআনের সূরা কিয়ামাহ-এর ৩৭ থেকে ৩৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে "পুরুষের স্খলিত শুক্রবিন্দুই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। যেটা আমরা জানতে পেরেছি কিছুদিন আগে। পবিত্র কুরআন ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলেছে সূরা আলাকের ২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক থেকে। জোকের মত কোন বস্তু যেটা কেথাও ঝুলে থাকে। এছাড়াও এইটার আরেকটা অর্থ হল রক্তপিণ্ড। পবিত্র কুরআন মানব ভ্রূণের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছে বিস্তারিত যেটা বিজ্ঞান জানতে পেরেছে কিছুদিন আগে। সূরা মু'মীনুনের ১২-১৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে। আমি এ রকম আরো কয়েকটা উদাহরণ দিব। সাধারণত অবিশ্বাসীরা এটাই বলে থাকে যে আল্লাহ তায়ালা এটা কিভাবে করবেন? আমরা মরে গেলে আমাদের সবার দেহতো মাটির সাথে মিশে যাবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আবার কিভাবে জীবিত করবেন? সব হাড় গোড়তো ধুলো হয়ে গেছে। তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কিভাবে আমাদের হাড়গোড়কে একত্রিত করবেন?

আর আল্লাহ বলেছেন সুরা কিয়ামার ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে "তিনি শুধু অস্থি গুলোকেই একত্রিত করবেন তা না। বস্তুত তিনি প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্তও পুনর্বিন্যাস করবেন।" আপনারা জানেন তো ১৯৮০ সালে স্যার ফ্রান্সিস গোল্ড ফিঙ্গার প্রিন্টিং মেথোড আবিষ্কার করেন এবং বলেন যে, লাখ লাখ মানুষের মধ্যেও দুইজনের হাতের আঙ্গুলের ছাপ মিলবে না। দেখবেন যে CIA পুলিশ CRB, FBI দ্বারা অপরাধিদের ধরার জন্য ফিংগার প্রিন্টিং মেথোড

ব্যবহার করেন। কুরআন ১৪শত বছর আগেই বলেছে তিনি শুধু অস্থিকেই একত্রিত করবেন না, তিনি প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্তও পুর্নর্বিন্যাস করবেন। এবার সেই নাস্তিককে প্রশ্ন করেন যে, কুরআনে এই কথাগুলো কে বলতে পারেন? একমাত্র উত্তরটা সে দিতে পারে যে বলতে পারেন স্রষ্টা অথবা উৎপাদনকারী অথবা আবিষ্কারক অথবা নির্মাতা অথবা প্রস্তুতকারী। এই স্রষ্টা এই উৎপাদনকারী এই আবিষ্কারক এই নির্মাতা এই প্রস্তুতকারী আমরা মুসলিমরা তাকে বলি আল্লাহ।

আমি এইখানে দুই ঘণ্টার লেকচার মাত্র ১৫ মিনিটেই সেরে ফেললাম। যাতে করে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য বেশি করে সময় পাই। অনেক লোকই এসেছেন তাদের জন্যও উপভোগ্য হবে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন যে "বিজ্ঞান যদি ধর্ম ছাড়া হয় সেটা পঙ্গু, আর ধর্ম যদি বিজ্ঞান ছাড়া হয় সেটা অন্ধ।" আপনাদের মনে করিয়ে দেয় পবিত্র কুরআন এটা কোন সায়েন্সের বই না। S-C-I-E-N-C-E এটা হলো সাইনের বই। SIGNS এতে রয়েছে আয়াত। আর পবিত্র কুরআনে ছয় হাজার এরও বেশি এরকম সাইন আছে। ৬০০০ এরও বেশি আয়াত যাদের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি আয়াত সায়েন্সের ব্যাপারে বলেছে। আমি কিন্তু এখানে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্যে পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করছি না। মুসলিমদের কাছে পবিত্র কুরআন সবার উপরে। তবে অমুসলিমের কাছে, কোন নাস্তিকের কাছে বিজ্ঞান সবার উপরে। আমি তাদের বিজ্ঞানের সাথে কুরআনকে তুলনা করছি। আর প্রমাণ করছি যে আপনাদের বিজ্ঞান যেটা বলেছে কিছুদিন আগে পঞ্চাশ বছর আগে, একশ বছর আগে, দুইশত বছর আগে। আমাদের এই পবিত্র কুরআন একথা বলেছে ১৪ শত বছর আগে। আর সেজন্যই এখন বিজ্ঞান ঈশ্বরকে বাতিল করে দিচ্ছে না। ঈশ্বরের বিভিন্ন ধারণাকে বাতিল করে দিচ্ছে। লা ইলাহা ইল্লাললাহ। এই পবিত্র কুরআন এতে পুরো মানুষ জাতির সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। আর এর লেখক হলেন স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা পুরো মানুষ জাতির আর পুরা বিশ্বজগতের।

অনেক আসমানী কিতাবই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব কুরআনের আগে যে কিতাবগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলো ছিল নির্দিষ্ট একটা জাতির জন্য। আর সেগুলো ছিল নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য। আর যেহেতু কুরআন হল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব। আল্লাহ তায়ালার শেষ আসমানী কিতাব এটা শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্য পাঠানো হয়নি। কুরআন পাঠানো হয়েছে

পুরো মানুষ জাতির জন্য। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে "রমজানে এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী রূপে, পুরো মানুষ জাতির দিশারী ও সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে। শুধুমাত্র মুসলিম বা আরদের জন্য নয়, পুরো মানুষ জাতির জন্য"। এই একই কথা আবারও সূরা ইব্রাহিমের ১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইব্রাহীমের ৫২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা আল জুমার ৪১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে পুরো মানুষ জাতির জন্য।"

একইভাবে সেই সব নবী রাসূল যারা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (স) এর আগে এসেছিলেন। তারা এসেছিলেন একটা নির্দিষ্ট একটা জাতির জন্য। আর তারা যা কিছু করেছিলেন সেটা ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। আর যেহেতু নবী মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। তিনি শুধুমাত্র মুসলিম বা আরবদের জন্য আসেন নি। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমিই তোমাকে প্রেরণ করেছি কেবল মানুষ জাতির প্রতি রহমত হিসাবে। পুরো জীবজগতের রহমত হিসাবে। বিশ্বজগতের রহমত হিসাবে।" একই কথা আবারও আছে সূরা "সাবার" ২৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে "আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানুষ জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এ সম্পর্কে জানে না।"। আর যেহেতু বেশির ভাগ মানুষ এই সম্পর্কে জানেন না সেজন্য আমরা এই রকম কনফারেন্স আর লেকচারের আয়োজন করেছি।

কিন্তু এখন যদি আপনারা একটু ভালোভাবে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দিকে চোখ রাখেন, সেখানে দেখবেন ইসলাম সম্পর্কে তীব্রভবে মিথ্যা খবর প্রচার করা হচ্ছে। এটা দেখবেন আন্তর্জাতিক নিউজ পেপারে, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন রেডিও স্টেশন, বিভিন্ন টিভি স্টেশনে, আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেলে। আপনারা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় দেখবেন তারা ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল আর মিথ্যা খবর প্রচার করছে। আর নিউজ উইক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় একটি আর্টিকেল ১৯৭৯ সালের ১৬ই জুলাই-এর সংখ্যা। সেটা বলছে গত ১৫০ বছর সময়ের মধ্যে ১৮০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ষাট হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে। যদি হিসাব করে দেখেন এই বইয়ের সংখ্যাকে দিনের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেন,

ইসলামের বিরুদ্ধে একটারও বেশি বই লেখা হয়েছে প্রত্যেক দিন। আর ৯/১১ এর পরে অর্থাৎ ২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরে বই জিনিসটা আরো অনেক বেড়ে গেছে। প্রত্যেক দিন ইসলামের বিরুদ্ধে কয়েকটা বই লেখা হচ্ছে। যদি আপনি নজর কাটতে চান তাহলে ইসলামরে বিরুদ্ধে বই লিখেন, বাজার কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর আপনারা দেখবেন যে আনন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে এইগুলো প্রচার করার সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। "

এক নম্বরটা হচ্ছে তারা বিভিন্ন কুলঙ্গারদেরকে মিডিয়ার সামনে তুলে ধরে। আর প্রচার করে যে এরাই হল আদর্শ মুসলিম। সবগোত্রেই কিছু কুলঙ্গার থাকে। মিডিয়া যেটা করে তা হল মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু কুলাঙ্গার বেছে নেয়। যারা আসলে ইসলাম ধর্ম পালন করে না, যারা শুধু নামেই মুসলিম। এদের তুলে ধরে মিডিয়া প্রচার করে যে, তারাই হচ্ছে আদর্শ মুসলিম। যদি জানতে চান মার্সিডিজ গাড়ি কতটা ভালো। আর সেখানে যদি ড্রাইভার হিসাবে যে আছে সে আসলেই গাড়ি চালাতেই জানে না। তারপর গাড়িটা যদি এক্সিডেন্ট করে, গাড়িটা যদি দুর্ঘটনায় পড়ে আপনি কাকে দোষ দিবেন? গাড়িটাকে না ড্রাইভার কে? দোষ দিবেন ড্রাইভারকে। যদি জানতে চান গাড়িটা কতটা ভালো তাহলে কিছু জিনিস জেনে নিতে হবে। গাড়িটা কি পরিমাণ তেল খায়, গাড়িটার স্পিড কেমন, গাড়িটার গিয়ার রশ্মির কেমন, নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলো কেমন। এইসব কিছু জেনে নেওয়ার পর। তারপর বলতে পারবেন গাড়িটা কতটা ভালো।

আর গাড়িটা যদি চালিয়ে পরীক্ষা করতে চান, তাহলে ড্রাইভার হিসাবে এমন কাউকে বসান যে খুব দক্ষ ড্রাইভার। আর ইসলাম ধর্মকে পরীক্ষা করতে চাইলে যে, ইসলাম কতটা ভালো, আর যদি আপনারা আদর্শ মুসলিমকে পরীক্ষা করতে চান "এখানে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (স)। তাঁর দৃষ্টান্ত গুলো দেখেন, নবীজীর জীবন কাহিনী পড়েন তাহলে নিশ্চিত হবেন। আপনারাও মেনে নিবেন যে, এই ধর্ম আর নবীজী মুহাম্মদ (স) তিনি সবসময় মানুষের জন্য শান্তি প্রচার করেছেন। তাদের দ্বিতীয় কৌশলটা হচ্ছে প্রায় দেখা যায় তারা কুরআন এবং ইসলামের অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয় কোন প্রসঙ্গ ছাড়া। আর দেখবেন অনেক সমালোচক তাদের বইগুলো পড়লে বা ইন্টারনেটে গেলে দেখবেন ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক সাইট আছে, তারা সেখানে কুরআনের বিভিন্ন রেফারেন্স দিয়ে উদ্ধৃতিগুলো করে থাকে। এই রকম যে উদ্ধৃতিটা সমালোচকগণ বেশি ব্যবহার করে থাকে সেটা পবিত্র

কুরআনে সূরা ত্বাওবার ৫ নম্বর আয়াত। এই উদ্ধৃতিটা দিয়েছেন "Arun Shourie" তিনি ইন্ডিয়াতে ইসলামের একজন তীব্র সমালোচক তার নাম অরুন শুরী। তিনি একটা বই লিখেছেন The World of Fatowa. সেখানে রেফারেন্সও দিয়েছেন যে, কুরআন বলছে সূরা ত্বাওবার ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিমদেরকে নাকি বলা হয়েছে যেখানেই তোমরা কাফিরদেরকে দেখবে, আর গুলি ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছেন হিন্দু। তার কথা অনুযায়ী সূরা তাওবার ৫ নম্বর আয়াত বলছে যেখানে তোমরা কাফিরদেরকে দেখবে তাদের মেরে ফেল।"

যদি আপনারা কুরআন পড়েন, যদি কুরআনটা খুলেন, তারপর অনুবাদটা পড়লে দেখবেন তিনি যা বলেছেন সেটা ঠিক। সূরা তাওবার ৫ নম্বর আয়াতে এই কথা বলা হয়েছে "যেখানে কাফিরদেরকে দেখবে মেরে ফেলবে" কিন্তু এইটা প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। প্রসঙ্গ জানতে আপনাকে সূরা তাওবার ১ নম্বর আয়াত থেকে পড়ে আসতে হবে। প্রসঙ্গটা পড়লেই আপনি জানতে পারবেন যে, আয়াতটা কেন নাযিল হয়েছিল। এভাবে জানতে পারবেন যে, সেসময় একটা শান্তি চুক্তি হয়েছিল মুসলিমদের সাথে মক্কা শহরের মুশরিকদের। এর কিছু দিন পর মক্কায় মুশরিকরা এই শান্তি চুক্তির শর্তগুলো ভঙ্গ করল। যখন মক্কার মুশরিকরা এই শান্তি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করল আল্লাহ তায়ালা তখন পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবার ২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে জানালেন যে, তিনি সেখানে চার মাসের সময় দিলেন, নিষ্পত্তি না হলে তখন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে।"

আর সূরা ত্বওবার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে এই নিষিদ্ধ চার মাসের পরে মুসলিমদের বলা হচ্ছে তোমরা যুদ্ধ কর, হত্যা কর পৌত্তলিকদের। অর্থাৎ তোমাদের শত্রুদের। যেখানে তাদের পাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাক।" তাহলে প্রসঙ্গ পড়লে জানতে পারি যুদ্ধের সময়ে যে যুদ্ধের ময়দানে শান্তি চুক্তির শর্ত ভেঙ্গে শত্রুরা যখন যুদ্ধ করতে আসে তখন ভয় পেয়ো না যুদ্ধ কর। আর তাদের দেখলে হত্যা কর। আর দেখবেন কোন আর্মি জেনারেল যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের মনোবল বাড়ানোর জন্য সৈন্যদেরকে যুদ্ধ করতেই বলবেন।

মনে করেন যখন আমেরিকা ও ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল তখন আমেরিকার কোন আর্মি জেনারেল যদি বলেন যেখানেই তোমরা ভিয়েতনামী দেখ মেরে ফেল। এটা বলেছেন সেই সময়ের জন্য। কিন্তু আমি যদি প্রসঙ্গ ছাড়াই উদ্ধৃতি দিয়ে বলি যে, আজকে আমেরিকার এক আর্মি জেনারেল বলছেন যেখানেই তোমরা

ভিয়েতনামীদেরকে দেখবে তাদের মেরে ফেল। আমার কথাটা শুনাবে কসাই-এর মত। মনোবল বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই বলবেন না, ঠিক আছে পালিয়ে যাও। মনোবল বাড়ানের জন্য তিনি মুসলিমদেরকে বলছেন যুদ্ধ কর জিহাদ কর। এটা হচ্ছে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ। এরকম কথা আপনারা বাইবেলেও দেখবেন। বাইবেলের Gospel of Multhew ৩৪ অনুচ্ছেদেও দেখবেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে দেখবেন ভগবত গীতা। ভগবত গীতা যুদ্ধ নিয়েই কথা বলেছেন। যে প্রভু কৃষ্ণ তিনি সেখানে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপদেশ দিচ্ছেন। এটা ভগবত গীতার ১ নম্বর অধ্যায়ে আছে এটা ৪৬ থেকে ৪৮ অনুচ্ছেদে যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুন তার অস্ত্র রেখে বলল আমি এখানে নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাব। তবুও কিন্তু আমি আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করব না। শ্রী কৃষ্ণ তখন বললেন পরের অধ্যায়ে ভগবত গীতার দুই নম্বর অধ্যায় দুই ও তিন নম্বর অনুচ্ছেদে আছে যে, হে অর্জুন তুমি এতটা কাপুরুষ হলে কিভাবে? যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করা এটা একজন ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধার দায়িত্ব।

এখানে যুদ্ধ করলে তাহলেই তুমি মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে পারবে। এরকম আরো কথা আমার ভিডিও ক্যাসেটে দেখবেন জিহাদ সম্পর্কে সেখানে আমি বিস্তারিত বলেছি। কিন্তু কুরআনে এমন কথা বললে অমুসলিমদের তখন সমস্যা হয়। যদি এখানে আমি বলি ভগবত গীতা বলছেন আত্মীয়দের মেরে ফেল। এটা শয়তানী হয়ে যাবে। কিন্তু ভগবত গীতা এটাতো বলেছে। প্রসঙ্গ পড়লে দেখবেন যে, বলা হচ্ছে যদি অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও, যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও, যদি সত্যের পক্ষে দাঁড়াও। এমনকি তোমার আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ কর। আর ভগবত গীতার এই কথার সাথে আমরা সবাই একমত। কুরআনও একই কথাই বলছে।

সেজন্য অমুসলিমরা যাতে ইসলাম ধর্মকে বুঝতে পারে আমার মত অনুযায়ী সেটার চাবিকাঠি আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের সূরা ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সেই কথা যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এক।" ইসলাম ও কুরআনকে অমুসলিমদের সামনে তুলে ধরতে আপনি যেটা বলতেন সেটা হল সেই কথা যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এক- প্রথম সাদৃশ্য কি? যে আমরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করি না। আর অরুন শূরী সূরা- তাওবার ৫ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার পরে লাফ দিয়ে চলে গেলেন ৭ নম্বর আয়াতে। এর কারণটা জানেন। ৬ নম্বর আয়াতে এর উত্তরটা দেওয়া আছে। সূরা- তাওবার ৬ নম্বর

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে "যদি পৌত্তলিকদের মধ্যে কেউ যদি অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ, তোমাদের শক্রদের মধ্যে কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করে, যদি শান্তি চায়, তাদের শান্তি দাও। যাতে করে তারা আল্লাহর বাণীগুলো শুনতে পায়। তারপর তোমরা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও। কারণ এই লোকগুলো তারা কোন কিছুই জানে না। একথা কুরআন বলছেনা তাদের ছেড়ে দাও। বর্তমানে শত্রু শান্তি চাইলে কোন আর্মি জেনারেল বেশি হলে বলবে আচ্ছা তাদের যেতে দাও। কুরআন কিন্তু এইকথা বলছে না, কুরআন বলছে তাদের নিরাপদ কোন স্থানে পৌছে দাও। কারণ তারা একেবারেই অজ্ঞ।

কয়েক মাস আগে একটা লেকচারে আমি এই কথাটা বলেছি সেখানে এক অমুসলিম ভাই আমাকে বললেন ভাই জাকির আপনিও তো প্রসঙ্গ ছাড়াই বলছেন। আপনি তো সুরা ত্বাওবার ৫ নম্বর আয়াতের পুরোটা বললেন না। পুরো আয়াতটা বলছে মুসলিমদের যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফিরদেরকে হত্যা করবে, মেরে ফেলবে। আর যুদ্ধের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি থাকবে। এরপর সেখানে বলা হয়েছে কিন্তু যদি তারা তাওবা করে আর যদি তারা নামাজ পড়ে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত দেয় তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। কারণ আল্লাহ্ অনেক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি বললেন তারা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের ছেড়ে দাও। অনেক সময় ব্যাখ্যা করাটা কঠিন, হয়ত কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে।

যদি সবাই বলেন- আমি তাহলে বলতে পারি। কিন্তু আমি তখন সেই ভাইকে বললাম আরো কিছু সময় ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। সূরা তাওবার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা যদি তাওবা করে আর সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় অর্থাৎ সে যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু ৬ নম্বর আয়াতে কি বলছে যদি সেই অবিশ্বাসীরা আশ্রয় প্রার্থনা করে, শান্তি চায় তাদের শুধু ছেড়েই দিও না, নিরাপদ কোন স্থানে পৌছে দাও। কিন্তু তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে। আর শান্তি চায় তাকে শুধু ছেড়েই দিওনা নিরাপদ কোন স্থানে পৌছে দাও কারণ হতে পারে সেই অমুসলিম হয়ত কোন বিপদে পড়তে পারে। যে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে তো মুসলিম হয়ে গেছে। সে এখন শান্তি চায়, কোন অমুসলিম তাকে মেরে ফেলতে পারে, কোন অমুসলিম তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে কেন সে মুসলিমদের সাহায্য নিল। তাই আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন তাদের শুধু ছেড়েই দিও না তাদের নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও। এই জন্য

সমালোচনা করা যেমন অরুন শূরী তারা নিজেদের মত করে প্রসঙ্গ ছাড়া বলতে পারে, ইন্টারনেটে দেখবেন অনেক অমুসলিম কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন ইন্টারনেটে। এই ক্ষেত্রে ইন্টারনেটে বলা খুব সহজ। তাই এই বিষয়ে অনেক বই লেখা হচ্ছে। ইন্টারনেট এখানে ভালো খারাপ সবই প্রথমে যখন শুরু হয়েছিল ইসলামের পক্ষের চেয়ে বিপক্ষের ওয়েবসাইট বেশি ছিল। এখন মুসলিমরা উত্তর দিচ্ছে। এখন ইসলামের পক্ষেরও ওয়েবসাইট আছে। তবে কুরআনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ জানতে আপনাকে অনেক বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। আর উত্তর দেয়াটা খুব কঠিন। একটা উত্তর দিলে আরেকটা প্রশ্ন আসে সেই জন্য আমরা উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব আয়োজন করেছি।

তাহলে দ্বিতীয় কৌশলটা হচ্ছে তারা প্রসঙ্গ ছাড়াই কুরআন ও ইসলামের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতে থাকে।

আর তৃতীয় কৌশল হচ্ছে তারা ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে যেটা আসলে ইসলামেই নেই। ইসলাম ধর্মে সেটার কোন অস্তিত্বই নেই। যেমন ধরেন অনেক সমালোচক বলেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটা অবৈজ্ঞানিক ধর্ম। আমাদের হাতে সময় কম তাই আপনাদের সামনে মাত্র একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

একজন লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে তিনি বলেছেন যে, কুরআনে নাকি বলা হয়েছে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বা প্রদক্ষিণ করে। আর এরকম কাল্পনিক বিষয়ে বিশ্বাস করলে মুসলিমরা কিভাবে সামনের দিকে এগুবে। আমি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছি। কুরআনের কোন একটা আয়াত দেখান যেটা বলছে যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কয়েক বছর আগে একটা বির্তকে আমি একই কথা বলেছিলাম। বোম্বের জার্নালিস্টদের ইউনিয়নে। উনি এখানে যেটা বলছেন আমি তা আগে বলেছি। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

"আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন, সূর্য এবং চাঁদ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে।"

তাহলে কুরআন এখানে বলছে যে সূর্য প্রদক্ষিণ করে গতিশীল। কোথাও এমন কথা বলা হয়নি সূর্য পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। তিনি আসলেই এইভাবে

Contents

বুঝেছেন, ব্যাখ্যাটা তার নিজের। এই আয়াতে পৃথিবী শব্দটা উচ্চারণও হয়নি। কুরআন বলছে সূর্য প্রদক্ষিণ করে একথা আগেও আপনাদের বলেছি। এর পাশাপাশি সূর্য তার নিজের অক্ষের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। আমি স্কুলে পড়ার সময় এইটা জানতাম না। তবে এখন বিজ্ঞানেও এইটা প্রমাণিত। তাহলে প্রায় দেখা যায় যে, ইসলামের সমালোচকরা তারা ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে যা ইসলামে নেই। এটা হরহামেশাই।

চতুর্থ কৌশলটা তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করে। আর এরপরে তারা বলে যে, "এইসব কারণের জন্য ইসলাম ধর্ম মানুষ জাতির জন্য একটা সমস্যা।" এখন আমরা পৃথিবীতে যত সমস্যা দেখি তার প্রধান কারণ হলো ইসলাম। তারা বলে যে, মুসলিমরা সন্ত্রাসী, তাঁরা মৌলবাদী, তাঁরা চরমপন্থী ইসলাম একটা অচরিত্র ধর্ম। আর এইসব কারণে আজ ইসলাম মানুষ জাতির জন্য সমস্যা। আপনারাই দেখবেন মুসলিমরা লজ্জা পাই। এখানে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলব।

বর্তমানে মুসলিমদের ঘাড়ে মৌলবাদের আখ্যা

এবার দাবার চালটা ঘুরিয়ে দিন। বর্তমানে মুসলিমদের বলা হয় মৌলবাদী। এখন এই মৌলবাদী শব্দটার অর্থ কি? মৌলবাদী শব্দটার অর্থ হচ্ছে– কোন ব্যক্তি যে মেনে চলে কোন বিশেষ মূলনীতি। যেমন ধরেন যদি কোন লোক সে ভাল গণিতজ্ঞ হতে চায়, তাহলে তাকে গণিতের মূলনীতিগুলো জানতে হবে। মানতে হবে। যদি এই গণিতের ক্ষেত্রে সে মৌলবাদী না হয় তাহলে সে ভাল গণিতজ্ঞ হবে না। কেউ যদি ভাল বিজ্ঞানী হতে চায় তাহলে তাকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মূলনীতি জানতে হবে এবং মানতে হবে। আর যদি এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে মৌলবাদী না হয় তাহলে সে ভালো বিজ্ঞানী হবে না। তাহলে আপনি সব মৌলবাদীকে এক পাল্লায় মাপতে পারেন না যে, সবাই ভালো বা সবাই খারাপ। কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মৌলবাদী সেটা দেখে তার পর বলতে হবে। যেমন ধরেন একটা লোক হলো মৌলবাদী চোর। যার পেশা হচ্ছে চুরি করা। চুরি হচ্ছে সমাজের জন্য খারাপ। সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

আর অন্য দিকে দেখেন আরেকজন লোক মৌলবাদী যে অনাথ ও অসুস্থ মানুষের জীবন বাঁচান। সে সমাজের জন্য উপকারী। আপনি সব মৌলবাদীকে এক পাল্লায় মাপতে পারেন না যে, সবাই ভালো বা সবাই খারাপ। একজন লোক কোন ক্ষেত্রে মৌলবাদী সেটা দেখে তারপর আমরা বলব যে সে ভাল না খারাপ। এখন আমি এখানে আমার কথা বলি "আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম। আর মৌলবাদী মুসলিম হয়ে আমি গর্ববোধ করি। কারণ আমি ইসলামের সব মূলনীতিগুলো জেনে মেনে চলার চেষ্টা করি। আর আমি জানি ইসলাম ধর্মে এমন একটা নীতিও নেই, ইসলামে এমন একটা কথাও নেই যেটা সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে।

ইসলামে এমন কিছু যদি থাকতে পারে যেগুলো দেখে অমুসলিমরা ভাবতে পারে, এটাতো মানবতার বিরুদ্ধে। কিন্তু আপনি যদি তাদের বুঝিয়ে বলেন, ব্যাখ্যা করেন, ব্যাপারটা আসলে এই, তাহলে এমন কোন মানুষ পাবেন না যে, নিরপেক্ষ সে ইসলাম ধর্মে এমন কিছুই পাবে না যেটা সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে। আর এই

মৌলবাদী শব্দটা প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল Webster's ডিকশনারি অনুসারে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আমেরিকার Protestant খ্রিস্টানদেরকে বুঝাতে। তাহলে শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে, Protestant খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে। কারণ তারা চার্চের বিরুদ্ধে Protest করেছিল। চার্চ বিশ্বাস করে পবিত্র বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বরের বাণী। এই Protestant খ্রিস্টানরা তারা বলেছিল বাইবেলের কথাগুলোই শুধু ঈশ্বরের বাণী নয় বাইবেলের প্রত্যেকেটা অক্ষর ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। যদি কেউ প্রমাণ করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটা অক্ষর ঈশ্বর এর কাছ থেকে এসেছে। এই মৌলবাদী আন্দোলন-আন্দোলনটা ভালো। আর অন্য দিকে কেউ যদি প্রমাণ করে যে বাইবেলের প্রত্যেকটা অক্ষর ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি, তাহলে সেই আন্দোলনটা ভালো আন্দোলন না।

আমরা অক্সফোর্ড ডিকশনারি খুললে দেখব সেখানে আছে মৌলবাদী হচ্ছে সেই লোক যে খুব কঠোরভাবে কোন ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো মেনে চলে। কিন্তু এর পরে আমি অক্সফোর্ড ডিকশনারির নতুন এডিশনটা দেখেছি একটা পরিবর্তন আছে। এটা বলছে যে, মৌলবাদী হল সেই লোক যে খুব কঠোরভাবে কোন ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো মেনে চলে, বিশেষ করে ইসলাম। বিশেষ করে ইসলাম এই কথাটা নতুন এডিশনে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই কোন মুসলিমকে দেখবেন, আপনার মনে হবে মৌলবাদী, আর মুসলিমরা লজ্জা পেয়ে বলে আমি মৌলবাদী নই, আমি বলি আমি একজন মুসলিম, সমস্যা কোথায়। মৌলবাদী মুসলিম না হলে আপনি ভালো মুসলিম হতে পারবেন না। মিডিয়া বলে যে, মুসলিমরা চরমপন্থী। আমি বলেছি যে আমি একজন চরমপন্থী। আমি চরম দয়ালু, চরম পরোপকারী, চরমভাবে ক্ষমাশীল, চরমভাবে সৎ, আমি চরমভাবে ন্যায়বান। এতে সমস্যা কি? যদি চরমভাবে দয়ালু হই, ক্ষমাশীল হই, পরপোকারী হই, ন্যায় ও চরম সৎ হই। আংশিক সৎ হলে চলবে না।

আপনার যখন লাভ হবে আপনি তখন সৎ, আর আপনার যখন লাভ হবে না তখন আপনি সৎ হবেন না। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আপনাকে হতে হবে চরম দয়ালু, চরম ক্ষমাশীল, যদি আপনি মুসলিম হন। আপনাকে চরমভাবে মুসলিম হতে হবে। আপনাকে চরম দয়ালু হতে হবে, চরম সৎ হতে হবে, আপনাকে চরম ন্যায়বান হতে হবে। আপনাদের মধ্যে কেউ পারলে এটা আমাকে বলেন যদি চরমভাবে সৎ হই তাহলে সমস্যা কোথায়। আপনাকে সঠিক ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। মুসলিমদের

Contents

লজ্জা পাওয়া উচিত না যে আমি তো আধুনিক মুসলিম। আধুনিক মুসলিমটা আবার কি? কথা হলো আপনি ইসলাম মানেন কি মানেন না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ـ

"তোমরা সঠিকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর"

সূরা বাকারায় ২০৮ নম্বর আয়াতে আছে। আংশিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না। পুরোপুরি ন্যায়বান হতে হবে, হতে হবে পুরোপুরি সৎ, চরমভাবে সৎ।

Contents

ইজ ইসলাম দি সলিউশন ফর হিউম্যানিটি?

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বলা হয় যে, মুসলিমরা সন্ত্রাসী। আমি বলি ব্যাখ্যা দিচ্ছি যে, প্রত্যেক মুসলিমের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। এই সন্ত্রাসী শব্দটার আসলে অর্থ কি? সন্ত্রাসী এই শব্দের অর্থ যে মানুষ ত্রাস সৃষ্টি করে। যখনই কোন অপরাধী কোন পুলিশকে দেখে তখন সে ভয় পেয়ে যায় তাহলে সেই অপরাধীর জন্য পুলিশ হল সন্ত্রাসী। একইভাবে প্রত্যেক মুসলিম অপরাধীর সামনে সন্ত্রাসী হবে। যখনই কোন অপরাধীরা মুসলিমদেরকে দেখেবে তারা ভয় পেয়ে যাবে। যখনি চোর-ডাকাত মুসলিমকে দেখবে তারা ভয় পেয়ে যাবে। যখনি কোন দর্শক মুসলিমকে দেখবে ভয় পেয়ে যাবে। প্রত্যেক মুসলিম এভাবেই সঠিক পথে সন্ত্রাসী হতে পারে, অপরাধীরা যখন ভয় পায়, তখন আপনারা মানুষ জাতির সমাধানটা পাবেন। যদি প্রত্যেক মুসলিম, সবাই মৌলবাদী মুসলিম হয়, যদি ইসলামের মূলনীতিগুলো মেনে চলে তাহলে মানুষ জাতির সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে।

যদি প্রত্যেকেই চরমপন্থী মুসলিম হয়, চরম দয়ালু; চরম পরোপকারী, চরমভাবে সৎ, চরম ন্যায়বান তাহলে মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে। প্রায় দেখবেন যে দুটো আলাদা লেভেল দেওয়া হচ্ছে মাত্র একজন লোককে একই কাজের জন্য। যেমন ধরেন ষাট বছর আগে, সত্তর বছর আগে অনেক ইন্ডিয়ানই ছিলেন যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তখন বৃটিশরা ইন্ডিয়া শাসন করত। এই ইন্ডিয়ানদের তখন বৃটিশ সরকার নাম দিয়েছিল সন্ত্রাসী। কিন্তু একই মানুষকে একই কাজের জন্য আমরা ইন্ডিয়ানরা তাদের বলে থাকি তারা মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক, একই মানুষ, একই কাজ দুটো আলাদা লেভেল। যদি বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গিটা মেনে নেন যে, ইন্ডিয়া শাসন করার অধিকার তাদের আছে তাহলে এই মানুষগুলোকে আপনি বলবেন সন্ত্রাসী। কিন্তু যদি ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গিটা মেনে নেন যে, বৃটিশরা ইন্ডিয়াতে এসেছে ব্যবসা করার জন্য আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের নেই, তাহলে এই মানুষগুলোকে আপনি বলবেন দেশপ্রেমিক। একই মানুষ, একই কাজ, দুটো আলাদা লেভেল। ইতিহাসে এরকম আরো উদাহরণ আছে অনেক। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ১৭৭৫ সালে তখন বৃটিশ সৈন্যরা

আমেরিকা দখল করে রেখেছিল। অনেক আমেরিকান স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল, বৃটিশ সরকারের মতে তখনকার দিনের এক নম্বর সন্ত্রাসী, তিনি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। জর্জ ওয়াশিংটনকে বৃটিশ সরকার এক নম্বর সন্ত্রাসী বলত ১৭৭৫ সালে। পরবর্তীতে তিনি হলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট। চিন্তা করেন! এক নাম্বার সন্ত্রাসী তিনিই হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর তিনি আমেরিকার সব প্রেসিডেন্টের গড ফাদার জর্জ বুশেরও। বুশ সম্পর্কে আমার মন্তব্যটা দেখবেন টেররিজম এন্ড জিহাদ। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন আগেও বর্ণবাদী নেতা শ্বেতাঙ্গ শাসন করত। এই শ্বেতাঙ্গ নেতা বন্দী করেছেন নেলসন ম্যান্ডেলাকে। পঁচিশ বছর তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। বলত এই লোক হল এক নাম্বার সন্ত্রাসী।

পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবাদী সরকার ক্ষমতা হারালে নতুন সরকার গঠিত হয়। তারা ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করে দিল। এরপরে তিনি পেলেন শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার। চিন্তা করেন! এক নাম্বার সন্ত্রাসী নোবেল প্রাইজ পেলেন শান্তির জন্য। এমন না আগে খারাপ ছিলেন, পরে ভালো হয়েছিলেন, এমন না আগে খুনি ছিলেন, পরে ভালো হয়েছিলেন। সেই একই কাজের জন্য তাঁকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছে। সেই কারণে শান্তিতে নোবেল পেলেন। এখন আমরা যেটা বুঝতে পারি এটা হলো মিডিয়ার ষড়যন্ত্র। যখন যে ক্ষমতায় থাকে সে মানুষকে যে লেভেল লাগিয়ে দেয় সেটা গেথে যায়। হতে পারে সত্যি বা মিথ্যা সেটা আলাদা ব্যাপার। তারা এখন ক্ষমতায়। মিডিয়াও এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। তারা একজন মানুষকে যেভাবে তুলে ধরে সেই লেভেলটাই তখন সেখানে স্থায়ী হয়ে যায়। সেজন্য কোন লেভেল দেওয়ার আগে আপনাকে এটা দেখতে হবে লোকটার এই কাজগুলো করার পিছনে উদ্দেশ্য কি। তারপরে লেভেলটা দেন। কুরআন পরিষ্কার ভাবেই বলছে সূরা মায়েদার ৩২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.

"যদি কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে হত্যা করে, যদি সেটা নরহত্যা বা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কাজের অপরাধে না হয় তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকেই হত্যা করল।"

Contents

বেশির ভাগ ধর্মই বলে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা অন্যায়। কুরআন এখানে আরেক ধাপ এগিয়ে বলছে "যদি কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা কর তাহলে যেন পুরো মানুষ জাতিকেই হত্যা করলে।" এখানেই শেষ না। এখানে কুরআন আরো বলছে "যদি কোন মানুষ কোন মানুষকে বাঁচায় তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকেই রক্ষা করল।" আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র। আমি পবিত্র কুরআন ছাড়া আর কোন ধর্মগ্রন্থে এমন কোন কথা দেখিনি। বেশির ভাগ ধর্মগ্রন্থেই বলছেন যে, নিরীহ মানুষ হত্যা করা উচিত না। কুরআন আরেক ধাপ এগিয়ে বলছে "যদি কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা কর তাহলে যেন পুরো মানুষ জাতিকেই হত্যা করলে। আর যদি কোন মানুষের জীবন বাঁচাও, তাহলে পুরো মানুষ জাতির জীবন বাঁচালে। তারপরও ইসলামকে তারা বলে একটা অসহিষ্ণু ধর্ম। এখানে আমি বলব ইসলাম একটা অসহিষ্ণু ধর্ম। ইসলাম ধর্ম অসহিষ্ণু হয়েছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ইসলাম ধর্ম অসহিষ্ণু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ইসলাম একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু, ইসলাম ধর্ম অসততার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু, ইসলাম ধর্ম বর্ণবাদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু, ইসলাম অসহিষ্ণু অত্যাচারের বিরুদ্ধে এটা একটা অসহিষ্ণু ধর্ম।

থিউরিটেকেলি সবদেশের সরকারই বলে যে, প্রতারণা করা অন্যায়। সবদেশের সরকার আর সব দেশের ধর্ম বলবে যে, দুর্নীতি করা অন্যায়, সব মানুষেই বলবে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি অন্যায় বর্ণবাদী আচরণ অন্যায় কাউকে অত্যাচার করা অন্যায়, তবে এইগুলি শুধু থিউরী। বেশির ভাগ দেশেই দুর্নীতি আছে, বেশির ভাগ দেশেই মানুয প্রতারিত হচ্ছে। আর ইসলাম ধর্ম এইসব কাজ, এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশেও এইগুলো প্রতিরোধ করা হয়। মানছি যে, ইসলাম একটা অসহিষ্ণু ধর্ম। ইসলাম ধর্ম সহ্য করতে পারেন না সেই জিনিসগুলো, যেই জিনিসগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ জানেন এটা মানুষের জন্য ভালো না। আর এখন অনেকেই এইভাবে যে এটা সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা ভাবে যদি আমি এই কাজগুলো করি তাহলে আমি উন্নত। তাহলে ইসলাম সেইসব জিনিসের প্রতি অসহিষ্ণু যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ জানেন সেগুলো মানুষের জন্য ভালো না। আর অনেকে ভাবে সেগুলো তাদের জন্য ভালো। ইসলাম অসহিষ্ণু এলকোহলের বিরুদ্ধে, ইসলাম অসহিষ্ণু মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, যিনা করার বিরুদ্ধে ইসলাম একটা অসহিষ্ণু ধর্ম। ইসলাম একটা অসহিষ্ণু ধর্ম সমাজের খারাপ জিনিসগুলোর বিরুদ্ধে। কারণ, যদি এই জিনিসগুলোর বিরুদ্ধে

অসহিষ্ণু থাকি, শুধুমাত্র তখনি আমরা মানবতার সমস্যাগুলোর সমাধান পাব। অনেকেই হয়ত এখানে বলবে ইসলাম অসহিষ্ণু ধর্ম নয়। ইসলাম পাপের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু, যেগুলো ভালো, ইসলাম সেগুলোর প্রতি সহিষ্ণু। ইসলাম ধর্ম কারো ওপর জবরদস্তি করে না। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন–

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۔

"দ্বীন গ্রহণে কোন জবরদস্তি নাই"

মানুষ আয়াতটার এইটুকু বলেই থেমে যায়। এখানেই আয়াতটার শেষ হয়নি। আরো আছে দ্বীন সম্পর্কে জবরদস্তি নাই,

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۔

"সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে মিথ্যা থেকে।"

আমরা সত্যটাকেই তুলে ধরব। যদি আপনারা গ্রহণ করতে চান করেন, যদি আপনারা গ্রহণ করতে না চান তাহলে সমস্যা নেই। কেউ আপনাকে তরবারি বা বন্দুকের মুখে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। এইদিক দিয়ে দেখলে ইসলাম হলো সবচেয়ে সহিষ্ণু ধর্ম। যদি ভালো করে দেখেন বেশির ভাগ ধর্মই বিভিন্ন ভাল কথা বলে। তাহলে অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের পার্থক্যটা আসলে কোথায়? ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্যটা হচ্ছে যে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে আমরা সেই ভালো অবস্থান অর্জন করব। যেমন ধরেন- বেশির ভাগ ধর্মই বলে চুরি করা উচিত না। হিন্দুধর্ম বলে, খ্রিস্টান ধর্ম বলে, ইসলাম তো একই কথা বলে। তাহলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা হচ্ছে ইসলাম চুরি করতে নিষেধ করার পাশাপাশি আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে সেই অবস্থানে যাব। যেখানে কেউ চুরি করবে না।

ইসলামে যাকাত নামে একটা প্রথা আছে। ইসলাম ধর্মের একটা স্তম্ভ হল যাকাত। প্রত্যেক ধনী লোক যার সঞ্চয়ের পরিমাণ তাঁর নিসাবের পরিমাণের স্তরে অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম সোনার চাইতে বেশি। সেই লোক এখন তাঁর সম্পত্তির আড়াই ভাগ প্রতি হিজরী সালে গরীব মানুষদের মাঝে দান করে দিবে। যদি প্রত্যেক ধনী মুসলিম দান করে, যাকাত দেয় পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীতে

Contents

একটা মানুষও না খেয়ে মরবে না। যদিও এভাবে একটা মানুষও না খেয়ে মরবে না, তারপরও কিছু মানুষ থাকবে যারা তখনও চুরি করবে। সহজে বড়লোক হওয়ার জন্য তাদের অন্যায় আশা পূরণের জন্য। ইসলাম এইটারও একটা সমাধান দিয়েছে।

যাকাতের পর আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা মায়েদার ৩৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا .

"কোন চোর হোক সে পুরুষ বা নারী, চুরি করলে তার হাত কেটে ফেল।"

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এটাই দণ্ড। অমুসলিমরা বলবে হাত কেটে ফেলবেন। এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম একটা বর্বর ধর্ম, একটা নিষ্ঠুর জীবন দর্শন। আর তারা ভাবে সৌদি আরবের লোকজনদের মধ্যে প্রতি দুইজনে একজন। এই লোকগুলি মনে করে প্রতি দুইজনে একজন লোকের হাত সেখানে কাটা। আমি সৌদি আরবে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। বিশ-তিরিশ বারেরও বেশি হবে। আমি সেখানে এমন একজন মানুষকেও দেখিনি যার হাত কেটে ফেলা হয়েছে। অবশ্য সেখানে কিছু লোক আছে, যাদের হাত কেটে ফেলা হয়েছে। তবে আইনটা এত কঠিন যে কেউ চুরির আগে কয়েকবার চিন্তা করবে। এমন না যে সৌদি আরবের পুলিশ খুব বুদ্ধিমান, তারা খুব দক্ষ আসলে আইনটাই খুব কঠিন। যখনি এই আইনটা প্রয়োগ করবেন তখনি রেজাল্ট পাবেন। আর যদি আইনটাকে সহজ করে দেন। সৌদি আরবের আইনটা যদি শিথিল হত, তাহলে সৌদি আরবে চুরি চামারি শুরু হয়ে যেত। এখন আমেরিকার দিকে তাকান, পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে উন্নত দেশ। এটা কি জানেন? আমেরিকায় চুরি আর ডাকাতের ঘটনা খুব বেশি ঘটে।

আপনাদের একটা প্রশ্ন করি। এখন যদি আমেরিকায় ইসলামী শরীয়া প্রয়োগ করা হয় যে, প্রত্যেক ধনী লোক, যার সঞ্চয়ের পরিমাণ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের তুলনায় বেশি। সে তার অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই ভাগ যাকাত দিবে, তারপরে যদি কেউ চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে ফেলা হবে। আপনাদের প্রশ্ন করি তখন আমেরিকাতে চুরি আর ডাকাতির ঘটনা এটা কি বেড়ে যাবে, একই রকম থাকবে, নাকি কমে যাবে? এটা কমে যাবে। এটা একটা প্র্যাকটিকেল আইন। এখানে উত্তর দিতে আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। এইটাই যুক্তির কথা। ইসলামিক শরীয়া প্রয়োগ করেন, তারপর রেজাল্টা দেখেন। আর ইসলাম হল মানবতার সমস্যার একমাত্র

সমাধান। আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। বেশির ভাগ ধর্মেই বলা হয় যে, মহিলাদের উত্যক্ত করা উচিত না। মহিলাদের ধর্ষণ করা উচিত না। হিন্দুধর্মে এই কথা বলছে, খ্রিস্টান ধর্মে এই কথা বলছে, ইসলামও একই কথা বলছে। তাহলে অন্য ধর্মগুলোর সাথে ইসলামের পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে ইসলাম বলার পাশাপাশি যে মহিলাদের উত্যক্ত করবে, মহিলাদের ধর্ষণ করবে, তার শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, তারপর উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে আমরা এমন একটা সমাজ গড়ব, যেখানে কোন মহিলাকে উত্যক্ত করা ও ধর্ষণ করা হয় না।

ইসলাম আমাদের বলেছে হিজাবের নিয়ম সম্পর্কে। বেশির ভাগ মানুষ তারা মহিলাদের হিজাব নিয়ে কথা বলেন। তবে আল্লাহতায়ালা কুরআনে প্রথম পুরুষের হিজাবের কথা বলেছেন, তারপর মহিলার হিজাব। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ـ

"মু'মিন পুরুষদেরকে বল তারা যখন কোন মহিলাদের দিকে তাকায়, তখন মাথায় কু-চিন্তা আসলে, মাথার বাজে চিন্তা আসলে, সে যেন দৃষ্টি নিচু করে।"

এই রকম একজন মুসলিম ছিল। একজন মুসলিম সে একজন মেয়েকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল। আমি বললাম ভাই আপনি কি করছেন? ইসলামে তো এইটার অনুমতি নেই। সে আমাকে বলল আমাদের প্রিয় নবীজি বলেছেন যে, প্রথম দৃষ্টিটা ক্ষমা করা হবে, দ্বিতীয়টা নিষিদ্ধ। আমি প্রথম দেখাটাই শেষ করিনি। প্রথমটা ক্ষমা করা হবে, দ্বিতীয়টা নিষিদ্ধ এটা দিয়ে নবীজি কি বুঝিয়েছেন? তার মানে এই না যে, আপনি দশ মিনিট একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। আর বলবেন আমার প্রথম দেখাটাই শেষ করতে পারিনি। নবীজী বলেছেন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন মেয়ের দিকে তাকান, সেদিকে আবার তাকাবেন না। দ্বিতীয়বার তাকে দেখবেন না। পরের আয়াতে বলা হয়েছে মহিলাদের হিজাবের কথা। আল্লাহতায়ালা সূরা- 'নূর'-এর ৩১ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

....

"আর মু'মিন নারীদেরকে বল তারা দৃষ্টি সংযত করবে এবং লজ্জা স্থান হেফাজত করবে। সাধারণত যে অংশটা দেখা যায় তা ব্যতীত। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন মাথায় কাপড় দেয়, বক্ষ দেশ আবৃত করে। তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে তাদের বাবা, তাদের ভাই, স্বামী এবং কিছু নিকট আত্মীয়ের সামনে, সেই পুরুষদের সামনে, যাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না।"

এক কথায় হিজাবের মোট ছয়টি নিয়ম আছে। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে– হিজাবের সীমা পুরুষদের জন্য হিজাব হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরো শরীর ঢাকতে হবে। যে অংশ অনাবৃত থাকবে, সে অংশ হচ্ছে মুখ ও হাত। বাকি পাঁচটা নিয়ম পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে তাদের পোশাক এমন আঁটসাঁট হবে না যাতে শরীরে গঠন বুঝা যায়। তৃতীয় হচ্ছে, তারা যে পোশাক পরবে তা এমন স্বচ্ছ হবে না, যাতে পোশাকের ভিতরে দেখা যাবে। চতুর্থ হচ্ছে- তাদের পোশাক এতটা আকর্ষণীয় হবে না, যাতে বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ হয়। পঞ্চম হচ্ছে– পোশাক অবিশ্বাসীদের পোশাকের মত হবে না। আর ষষ্ঠ হচ্ছে– তাদের পোশাক বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতে হবে না। কুরআন বলছে সূরা আহযাবের ৫৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ـ

"হে নবী তোমার স্ত্রীদের বল, কন্যাদের বল, আর মু'মিন নারীদের বল যে, তারা যখন বাইরে যাবে তখন যেন তারা চাদর পরে নেয়, ওভার কোট পরে নেয়। যাতে তাদের সবাই চিনতে পারে। ফলে তাদের কেউ উত্যক্ত করবে না।"

কুরআন বলছে মহিলাদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তাদেরকে সবাই চিনতে পারে, আর কেউ যেন তাদের উত্যক্ত না করে। আমি আপনাদের একটা সহজ প্রশ্ন করি।

Contents

যেমন ধরেন- দুইজন বোন, তারা জমজ বোন। দুইজনই খুব সুন্দরী। দুইজন একই রকমই সুন্দরী। আর তাদের একজন সে পশ্চিমাদের মত পোশাক পরেছে, মিনি স্কার্ট আর শার্ট। আর তার জমজ বোন সে ইসলামিক হিজাব পরেছে, পুরো শরীর ঢাকা, শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জী পর্যন্ত হাত খোলা। ধরেন রাস্তা দিয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছে। মনে করেন বোম্বেতে কোন এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অনেকেই তাদের খেয়াল করছে। তখন সেই রাস্তার পাশে এক মাস্তান সেখানে শিকারের জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েদের উত্যক্ত করার জন্য। আপনাদের প্রশ্ন করি যে, কোন মেয়েটাকে উত্যক্ত করবে? সেকি মিনি স্কার্ট পরা সেই মেয়েটাকে উত্যক্ত করবে নাকি হিজাব পরা মেয়েটাকে উত্যক্ত করবে? সে কাকে উত্যক্ত করবে? মাস্তানটা উত্যক্ত করবে মিনি স্কার্ট পড়া মেয়েটাকে। কুরআন সেজন্য বলছে মহিলাদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা বাইরে গেলে চিনতে পারে, যাতে তাদেরকে কেউ উত্যক্ত না করে।

ইসলামে ধর্ষণ করার শাস্তি

এরপরে ইসলামিক শরীয়া বলছে "কোন পুরুষ কোন মহিলাকে ধর্ষণ করলে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। অনেক অমুসলিমই বলবে মৃত্যুদণ্ড। বর্তমান বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যুগে এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম একটা বর্বর ধর্ম, এটা একটা নিষ্ঠুর জীবন দর্শন। কিন্তু যদি তাদের প্রশ্ন করেন। আমি একটা প্রশ্ন করেছি- প্রায় দুই হাজার অমুসলিমকে যে, আল্লাহ না করুক ধরেন কেউ ধর্ষণ করল আপনার মাকে বা ধর্ষণ করল আপনার বোনকে। ধরেন সেখানে আপনি বিচারক এবং সেই ধর্ষককে আপনার সামনে আনা হল। ঐ ধর্ষককে আপনি কি শাস্তি দিবেন? বিশ্বাস করেন একশ পার্সেন্ট। সেই অমুসলিমদের সবাই বলেছে আমি মৃত্যুদণ্ড দিব। অনেকে আমাকে বলেছে তাকে খুব যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করব। সেখানে একজন খুব স্মার্ট লোক অন্য রকম বলেছিল। সে আমাকে বলেছিল ভাই জাকির আমি তাকে দেব পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। বললাম ভাল। তারপর বললাম যে আমেরিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেই সব লোকগুলো ধর্ষণের দায়ে যাদের সাজা হয়েছে আর যারা কারাদণ্ড ভোগ করেছে। আর তারা বের হয়ে আসলে ৯৫ পার্সেন্ট আবার ধর্ষণ করে। যদি চান আপনার মা আবার ধর্ষিতা হোক, সেটা আমরা মুসলিমরা চাই না। সে তখন বলল এই রকম যদি হয় তাহলে তো প্রথমেই মৃত্যুদণ্ড দিব। বর্তমানে আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ। আপনারা কি জানেন যে, আমেরিকাতে ধর্ষণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শুধুমাত্র FBI এর ৯০ সালের পরিসংখ্যানে বলছে প্রতিদিন এক হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন জন ধর্ষিতা হয়েছে। এরপর ৯৬ সালের পরিসংখ্যানে সেটা বলছে যে, গড়ে প্রতিদিন দুই হাজার ৭১৩ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। তার মানে আমেরিকায় প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। আমরা এই অনুষ্ঠানে আছি প্রায় দেড় ঘন্টা। আমেরিকায় হয়ত শ খানেক মহিলা ধর্ষিতা হয়ে গেছে যতক্ষণ আমরা এখানে বসে আছি।

আপনাদের একটা প্রশ্ন করি। যদি আমরা আমেরিকায় ইসলামী শরীয়া প্রয়োগ করি, যদি কোন পুরুষ কোন মহিলার দিকে তাকায়, তার মনে কোন খারাপ চিন্তা আসলেই সে দৃষ্টি নিচু করবে। এরপরে প্রত্যেক মহিলা তারা খুব ভদ্রভাবে থাকবে, পুরো শরীর ঢাকা, শুধু মুখ আর হাতের কব্জী খোলা থাকবে। তারপরেও কোন পুরুষ

Contents

ধর্ষণ করলে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে মৃত্যুদণ্ড। আমি আপনাদের প্রশ্ন করি আমেরিকাতে মহিলা ধর্ষণের হার সেটা কি বাড়বে নাকি একই রকম, না কমে যাবে? এটা কমে যাবে। সহজ প্রশ্ন সহজ উত্তর। এগুলো জানতে বিশেষজ্ঞ হওয়া লাগবে না। শরীয়া প্রয়োগ করুন তাহলেই ফলাফল পাবেন। তবে যেহেতু সমাধানটা দিচ্ছে ইসলাম তাই তারা হজম করতে পারছে না।

এই কয়েক বৎসর আগে ইন্ডিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে. আদভানি পার্লামেন্টে বলেছিলেন, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, ইন্ডিয়াতেও একজন ধর্ষকের শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড। আর আমি সেজন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। আমি হয়ত তার অনেক কথাই মানি না। তবে এই বক্তব্যটার কথা বললে আমি তার সঙ্গে একমত যে, ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হয়ত এরপরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবেন ইন্ডিয়াতে প্রত্যেক মহিলা তারা সবাই হিজাব পরবে, ইনশাআল্লাহ। যদি চান যে ইন্ডিয়াতে কোন মহিলা ধর্ষিতা হবে না। পৃথিবীর যেকোন জায়গায় সেটা হোক আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে। ইসলামি শরীয়া প্রয়োগ করুন। আপনি এর ফলাফল পাবেন তাড়াতাড়ি। এই কারণেই পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যে দেশটাতে সে দেশটা সৌদি আরব। যে দেশ ইসলামি শরীয়া প্রয়োগ করবে, তারা যে অংশটা প্রয়োগ করবে তার ফলাফলটা পাবে। আর যে অংশটা প্রয়োগ করবে না তার ফলাফল পাবে না, তারা আরো বলে যে, ইসলাম হল এমন একটা ধর্ম যে, এটা মহিলাদের উপর অত্যাচার করে, মহিলাদের সম্মান করে না। বিস্তারিত উত্তরটা জানার জন্য আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন।

ইসলামে নারীর অধিকার। এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আপনারা যদি ভালো করে দেখেন যে, পশ্চিমা সমাজ মহিলাদের সম্মান দেওয়ার নামে তারা আসলে তাদের অসম্মান করছে। তারা মহিলাদের নাকি উঁচু আসনে বসিয়েছে। কিন্তু আসলে এই ছদ্মবেশে মহিলাদের সম্মান ধূলোয় মিশাচ্ছে, তাদের প্রতারিত করছে, তাদের শরীরের উপর অত্যাচার করছে। পশ্চিমা বিশ্ব মহিলাদের উঁচু আসনে বসানোর কথা বললেও আসলে তাদের নিচের আসনে নামিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে বানিয়েছে উপপত্নী, রক্ষীতা আর আমোদ-প্রমোদের সঙ্গী। মহিলারা মনোরঞ্জন করে তাদের যারা রয়েছে আর্ট আর রঙিন পর্দার পিছনে। এই সমস্ত আর্ট কালচার আর নারী স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা বিশ্ব কি করছে দেখেন। আমাদের মেয়েদের বিক্রি করছে, আমাদের মায়েদের বিক্রি করছে, আমাদের বোনদের বিক্রি করছে। আর ইন্ডিয়ায়

Contents

আপনারা দেখবেন যে, পশ্চিমা বিশ্ব যেটা করছে, ইন্ডিয়ানরা সেটা শুরু করে দিয়েছে। ভালো কাজে অনুসরণ করলে কোন আপত্তি নাই। আমি যখন স্কুলে ছিলাম। বিশ বছরেরও বেশি সময় আগে, বেশির ভাগ নিউজ পেপারেই অশ্লীল ছবি থাকত না। তখনকার পেপারে দেখা যেত অশ্লীল ছবি কম থাকত। কিন্তু এখন আপনারা যেকোন নিউজ পেপার দেখেন হোক leading Newspaper, Daily Newspaper তাদের বেশির ভাগটাই অশ্লীল ছবি থাকবে। এমন কি খেলার পাতাতেও। সেখানে কি দেখবেন ফুটবল স্টার তার গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে। গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে ফুটবলের কি সম্পর্কটা? পেপারের কাটতি বাড়াতে চাই নারী জাতির স্বাধীনতা। রোনাল্ডডিনহু আরো কি জানি নাম। আমি ফুটবল স্টারদের বেশি নাম জানি না। তার গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে ছবি। ক্রিকেটারদের ছবি দেখবেন সেখানেও তার গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে ছবি। তাহলে এমন কি খেলার পাতাতেও মেয়েদের ছবি যেখানে থাকবে না সেখানে গার্ল ফ্রেন্ডেদের ছবি।

আর অনেক পেপারেই বিশেষ সংখ্যা থাকে। যেমন টাইমস অব ইন্ডিয়া সবচেয়ে বিখ্যাত নিউজ পেপার। পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজি ভাষায় সর্বাধিক বিক্রি হওয়া নিউজ পেপার, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পেপার। এর বিশেষ সংখ্যা হল বোম্বে টাইমস। আর বোম্বের মানুষজন জানে যে বোম্বে টাইমস কি বলতে পারে বিশেষ করে তিন নম্বর পৃষ্ঠায়। এটা তাদের কৌশল। আমি এটা মানছি এই কৌশলে কাজ করে ইন্ডিয়া টাইমসের বিক্রি বেড়ে গেছে। আমি শুধুমাত্র ইন্ডিয়া টাইমসের সমালোচনাই করছিনা, এই পত্রিকাটার নাম বলছি কারণ আমি এই পত্রিকাটা প্রত্যেক দিন পড়ি। অন্য যেকোন নিউজ পেপার নিয়েই বলেন DNA, হিন্দুস্থান টাইমস, ইন্ডিয়ান টাইমস উপর বা নিচে, কম বা বেশি আপনারা ছবি দেখবেন অর্ধনগ্ন মহিলাদের। নারী স্বাধীনতার নামে এইসব হচ্ছে। আমি একদিন আমার হকারকে বললাম যে পেপার দিয়ে যায় আমাকে তুমি শুধু টাইমস অব ইন্ডিয়া দিয়ে যাবে, বোম্বে টাইমস আর কখনও দেবে না। সে বলল স্যার এটাতো Free, Free পাচ্ছেন আপনি। বললাম এরপর বোম্বে টাইমস দিলে তোমাকে টাকা দিব না। তার কথা হলো এটা Free। আমি বললাম লাগবে না, আমাকে শুধু এটা দিবে। এটা বলেছিলাম কয়েক বছর আগে। কিন্তু এখন মেইন নিউজ পেপারেও দেখবেন বিভিন্ন মেয়ের ছবি। হোক সেটা খেলার খবরে, অথবা আন্তর্জাতিক খবরে, অথবা একেবারে প্রথম পাতায়। সব জায়গাতেই মহিলাদের ছবি দেখবেন। আর সেজন্য

Contents

নিউজ পেপারগুলোর কাটতিও বেড়ে গেছে। এইগুলো করা হয় নারী স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে। আর কালচারের দোহাই দিয়ে।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আপনারা দেখবেন, বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনেই মহিলা থাকে। যদি আপনারা মটর সাইকেলের বিজ্ঞাপন দেখেন হোক সেটা ইন্ডিয়া বা অন্যকোন দেশে। কতজন মহিলা মটর সাইকেল চালায়? পার্সেন্টে যেয়ে এক পার্সেন্টেরও কম। ইন্ডিয়াতে ১ পার্সেন্টেরও কম, আর অন্যান্য দেশেও। কিন্তু দেখবেন মটর সাইকেলের বিজ্ঞাপনে অবশ্যই মহিলা থাকবে কিজন্য? একবার আমি শুনেছিলাম, যে খুব বিখ্যাত BMW বিজ্ঞাপন। এটা BMW এর গাড়ি। এটা মার্সিটিজ ব্রান্ডের মতই দামি গাড়ি। কম বয়েসিদের জন্য BMW খুব প্রিয় গাড়ী। এর পিকাপভালো, এটি দ্রুত চলে। একবার শুনে ছিলাম যে, BMW এর একটা বিজ্ঞাপনে গাড়ির সামনে একটা মেয়ে বিকিনি পরে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির সামনে। আর লেখা আছে এখনি একে চালানো শুরু করুন। মেয়েটাকে না গাড়িটাকে? এটা আপনারা কি করছেন? বিক্রি করছেন আপনার মেয়েদের, মায়েদের, বোনদের। ইসলাম এই রকম কোন নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। যদি আপনি বলেন এটাই হলো নারী স্বাধীনতা, তাহলে এটার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের বোনদের ভালবাসি, মায়েদের ভালবাসি, স্ত্রীদেরকে ভালবাসি, ভালবাসি শ্রদ্ধা করি। তাদেরকে রক্ষা করতে চাই। আমরা তাদের সমান অধিকার দেই। ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন, ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার।

একটি ভ্রান্ত ধারনার অপনোদন

আমার লেকচার শেষ করার আগে আরেকটা ভুল ধারণা নিয়ে ব্যাখ্যা করব। যে, ইসলাম নাকি তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে। অনুবাদ করলে হবে শান্তি ছড়ানো হয়েছে তরবারি দিয়ে। ছড়িয়েছে তরবারির মাধ্যমে। আপনারা হয়ত দেখেছেন আমাদের এইখানে প্যানেল এগজিবিশনে কমন ভুল ধারণাগুলো নিয়ে বলেছি। কমন কিছু ভুল ধারণা, যেমন পৃথিবী নাকি সমতল। বর্গক্ষেত্র, আর ত্রিভুজ সমান। দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। ইসলামিক সন্ত্রাস এগুলো একই। আমাদের পৃথিবী সমতল নয়। কমন একটা ভুল ধারণা। দুই আর দুই যোগ করলে পাঁচ হয়না। একইভাবে ইসলাম আর সন্ত্রাস দুটো একের অন্যের বিপরীত। তবে অনেকের মধ্যে এই ভুল ধারনা আছে। আর এই ব্যাপারে সুন্দর একটা জবাব দিয়েছেন D.A.C.U leni খুব বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তার বিখ্যাত বই Islam at the cross road. সেই বইতে তিনি বলেছেন যে, ইতিহাসে এই রকম স্পষ্ট যে, মুসলিমরা তরবারি হাতে নিয়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাইকে জোর করে মুসলিম বানাচ্ছে। এটা ইতিহাসের সবচাইতে আষাঢ়ের গল্প। যেটা ঐতিহাসিকরা বারবার বলেছেন।

ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন যে মুসলিমরা আমরা (ইসলাম) আটশত বছর শাসন করেছি। সেখানে জোর করে মুসলিম বানাই নি, সেখানে ইসলাম ধর্মটা প্রচারও করে নি। কিছুদিন পরে ক্রুসেডরা আসলো আর মুসলিমদের তাড়িয়ে দিল। সেখানে একজন মুসলিমও ছিল না যে জনসম্মুখে "আযান" দিতে পারে। যদি চাইতাম তাহলে সেখানে তরবারির জোরে সবাইকে মুসলিম বানাতে পারতাম কিন্তু করিনি। মুসলিমরা আমরা আরো বিভিন্ন দেশগুলোকে শাসন করেছি গত ১৪শ বছর ধরে। মাঝে কিছুদিন বৃটিশরা আর ফ্রেন্সরা শাসন করেছে। তবে সব মিলিয়ে আমরা মুসলিমরা আরব বিশ্ব শাসন করেছি গত ১৪শ বছর। বর্তমানে আরব বিশ্বে আপনারা প্রায় দেড়কোটি আরব দেখবেন যারা কপটিক খ্রিষ্টান। কপটিক খ্রিষ্টান মানে বংশ পরম্পরায় খ্রিষ্টান। আরব বিশ্বের এই দেড় কোটি কপটিক খ্রিষ্টান তারাই শাহাদা দিচ্ছে, তারাই সাক্ষ্য দিচ্ছে ইসলাম ধর্মকে তরবারির মাধ্যমে ছড়ানো হয়নি। মুসলিমরা আমরা এই ইন্ডিয়া শাসন করেছি গত এক হাজার বছর, মোগলরা। যদি

Contents

আমরা চাইতাম তাহলে জোর করে প্রত্যেক ইন্ডিয়ানকে তরবারির মাধ্যমে মুসলিম বানাতে পারতাম। কিন্তু আমরা সেটা করিনি। বর্তমানে ইন্ডিয়ার জনসংখ্যার ৮০% এরও বেশি অমুসলিম। এই ৮০% অমুসলিম ইন্ডিয়ান তারাই শাহাদা দিচ্ছে, তারাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ছড়ানো হয় নি। পৃথিবীর যে দেশে মুসলিম সবচাইতে বেশি সেটা ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ায় কোন আর্মি গিয়েছিল, মালয়েশিয়ায় কোন আর্মি গিয়েছিল যে দেশের অর্ধেকেরও বেশি মুসলিম, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন আর্মি গিয়েছিল, কোন তরবারী? এটা হলো বুদ্ধির তরবারি।

আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন– সূরা নাহালের ১২৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۔

"মানুষকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করা হিকমত ও সৎ উপদেশ দ্বারা তাদের সাথে তর্ক কর আর যুক্তি দেখাও। সবচাইতে উত্তম আর গ্রহণযোগ্য পন্থায়।

এই তরবারি হল বুদ্ধির তরবারি, যেটা মানুষের মন জয় করে। লোহা আর ইস্পাতের তৈরি তরবারি না। এই তরবারি হল বিচার বুদ্ধির ও সঠিক ধারণার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে নেওয়া যায়। Plane truth ম্যাগাজিনে ছাপা হওয়া একটি আর্টিকেল অনুযায়ী যেটা পরে ১৯৮৬ সালের Readers, ডাইজেস্ট বুকে ছাপা হয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ধর্মের বিভিন্ন অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে ১৯৩৪ ও ৮৪ সালের মধ্যে সেখানে এক নম্বর ধর্ম সব চাইতে বেশি বেড়েছে সেটা ইসলাম। দুইশত পয়ত্রিশ পার্সেন্ট। খ্রিষ্টানধর্ম মাত্র ৪৭%। আপনাদের প্রশ্ন করি, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোন যুদ্ধটা হয়েছে? এই ১৯৩৪ সাল থেকে ৮৪ সালের মধ্যে। যেটার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলিম হয়েছে কোন যুদ্ধ? কোন তরবারি? এটা হলো বুদ্ধির তরবারি, যুক্তির তরবারি। বর্তমান পরিসংখ্যানে, আমাদেরকে বলছে সবচেয়ে বেশি প্রসার যে ধর্মের আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে সেটা ইসলাম। ইউরোপে সবচেয়ে বেশি প্রসার যে ধর্মের সেটা ইসলাম।

মিডিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

আপনাদের প্রশ্ন করি এই আমেরিকানদের ইসলাম গ্রহণ করতে কে বাধ্য করেছে। ইউরোপীয়ানদের কে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করিয়েছে? আর মিডিয়া প্রায়ই বলে যে ইসলাম মহিলাদের উপর অত্যাচার করে। আপনারা কি এটা জানেন যে, পৃথিবীতে যে সব মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের প্রায়ই দুই তৃতীয়াংশ ৬৫% এরও বেশি মহিলা, আমেরিকার যারা মুসলিম হচ্ছে তাদের ৬৫% এরও বেশি মহিলা, ইউরোপে যারা মুসলিম হচ্ছে তাদের ৬৫% এরও বেশি মহিলা। আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করি। যদি ইসলাম মহিলাদের উপর অত্যাচার করে তাহলে এই আমেরিকান মহিলারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে, ইউরোপিয়ান মহিলারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে, ইন্ডিয়ান মহিলারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে? কেন? কারণ ইসলামে নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান আছে। তারাও সব দেখেছে। তারা সবকিছুই দেখেছে আর বুঝেছে যে শুধুমাত্র ইসলামেই নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধানগুলো আছে। তারপরও আপনারা দেখবেন, এই কথা আমি আরো আগেও বলেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা খবর প্রচার করা হয়। আর মিডিয়ায় আপনারা দেখবেন যে, তারা মিথ্যে খবর প্রচার করছে, তবে এটা যত বাড়ছে আপনারা ৯/১১ এর পরে দেখবেন এটা আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে বই, মিথ্যা খবর প্রচার করা, ভুল ধারণাগুলো প্রচার করা বেড়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা ইমরানের ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে,

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

"তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"।

৯/১১ এর পরে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা প্রচারগুলো বেড়েছে। তবে দেখবেন ৯/১১ এর পরে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যাও বেড়েছে। মাত্র ১০ মাস সময়ের মধ্যে এটা হয়েছে। শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৯/১১ এরপরে ৩৪ হাজারেরও বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। শুধুমাত্র ইউরোপেই ২২ হাজারেরও বেশি মানুষ

Contents

ইসলাম গ্রহণ করেছে ৯/১১ এর পরে। আর আমি মাঝে মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাই। যেমন আমেরিকায় আমি দেখেছি ৯/১১ এর পরে সেখানে আমি লেকচার দেই সেখানে অনেক আমেরিকান লেকচার শুনতে আসে, এটাতো ভাল তারা জানার জন্য আসে এই ইসলাম ধর্মটা আসলে কি? কেউ আক্রমন করতে আসে, কেউ জানার জন্য আসে। আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই। আমাদের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তাদেরকেও পছন্দ করি যারা যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করে। আমি জানি যে, হযরত ওমর (রা.) তিনি প্রথমে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। নবীজী তাঁর হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তখন সে হল ইসলামের এক বিশ্বস্ত সমর্থক। সেজন্য যখন তরুণ মুসলমানরা বলে যে, বুশের মৃত্যু হোক। আমি বলি এটা বলবেন না, বলেন আল্লাহ যেন জর্জ বুশকে হেদায়েত করেন। আপনারা দেখবেন যে, তারা ইসলামকে যতবেশি আক্রমণ করছে, ইসলাম ততই ছড়িয়ে পড়ছে। দেখেন ৯/১১ এর পরে এমনকি আমার লেকচারেও বেশি মানুষ আসছে। বোম্বেতেও আপনারা এমন দেখবেন অমুসলিমরাও এখানে আসছে। আগে এইভাবে সুযোগ দিতাম যে চাইবে সে প্রশ্ন করতে পারবে। কিন্তু গত কয়েক বছরে আমার লেকচারে অমুসলিমদের সুযোগ আগে।

মুসলিমরা অভিযোগ করে যে তারা সুযোগ পান না। আর আজকেও ইনশাআল্লাহ প্রথম প্রশ্ন করবেন কোন অমুসলিম। ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে। তিন জায়গায় এটা বলা হয়েছে। সূরা "ত্বাওবার" ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা "ফাতাহ" এর ২৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এছাড়াও সূরা "সফ" এর ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে" আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্যের দ্বীন সহ, যাতে ইসলাম অন্য সব জীবন দর্শনের উপরে থাকে। অন্য সব রকম মতবাদের উপরে। তবে যদিও অমুসলিমরা এটা অপছন্দ করে, আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। এই দ্বীন, বিশ্ব শান্তির এই ধর্ম আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করা এটাই হচ্ছে মানুষ জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়। আমার লেকচার শেষ করার আগে পবিত্র কুরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দিব সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ আসমানী কিতাবে বলেছেন যে- "নিশ্চয়ই ইসলাম একমাত্র শান্তির ধর্ম"। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

এখন শুরু হচ্ছে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। অনুষ্ঠানের প্রথম প্রশ্ন করা হবে মহিলাদের মধ্য থেকে। মহিলারাই প্রথম প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন। প্রশ্ন করার সময় আপনারা আপনাদের নাম ও পেশা বলবেন। যাতে করে ডা. জাকির ভালো করে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। হ্যাঁ বোন।

প্রশ্ন ঃ আমি মিসেস ভাবনা আনসারী। আমি আগে কিছু কথা বলব। এগুলো প্রথমে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমার জন্ম হয়েছে একটি জৈন পরিবারে, বড় হয়েছি হিন্দু পরিবেশে, পড়াশুনা করেছি খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানে। আর বিয়ে করেছি একজন মুসলিমকে। আমি ইন্ডিয়ার বিবাহ আইন অনুযায়ী বিয়ে করেছিলাম। আর আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ইসলামকে যেন আমার হৃদয়ে ধারণ করতে পারি। আর এখানেই আপনার লেকচার শুনলাম আপনি যা কিছু বললেন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে। সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি অনেক কিছু জেনেছি। অনেকটা পুনর্জন্ম। তবে আপনি যেসব কথা বললেন আর ইসলামও যেগুলো বলছে। মাফ করবেন, আমি দেখি যে, মুসলিমদের বেশির ভাগই এগুলো মেনে চলে না। তারা আমাকে আকৃষ্ট করছে না। আপনি কি কোন সমাধান দিতে পারবেন? কারণ আপনি যখন ইসলামের মৌলবাদ নিয়ে বললেন। সেটা পজেটিভ। যখন অসহিষ্ণুতা নিয়ে বললেন সেটাও পজেটিভ। কিন্তু বাস্তবে এমনটা দেখিনা। এ ব্যাপারে কি কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আর প্রথমেই আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনি বললেন রিবর্ট। ইসলাম ধর্মে সঠিক শব্দটা হলো রিভার্ট। আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন প্রত্যেক শিশু দ্বীন আল ফিতর নিয়ে জন্মায়। সে জন্মায় মুসলিম হয়ে। মুসলিম মানে যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। প্রত্যেক শিশুই যখন সে জন্ম গ্রহণ করে সে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এরপর নবীজি বলেছেন তাকে প্রভাবিত করে বাবা মা, গুরুজনেরা তার শিক্ষকেরা, তারপর সে হয়ে যায় অগ্নি

উপাসক, ভুল পথে চলে যায়। তাই কেউ একজন যদি ফিরে আসে তার পুরোনো ধর্মে দ্বীন আল ফিতরাতে। এখন সঠিক শব্দ কনভার্ট হবেনা রিবর্ট হবেনা হবে রি ভার্ট। তাই আপনাকে এই শান্তির ধর্মে ফিরে আসার জন্য অভিনন্দন। যাতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন। এবারের প্রশ্নটা নিয়ে বলি আমার লেকচার শুনেছেন, তার কিছু পয়েন্টে আপনি একমত। আপনি এ সম্পর্কে পড়েছেন। তবে এখানে আপনার আপত্তিটা হলো যে, মুসলিম বা আপনার মতে মুসলিম তারা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলছে না। এখানে সমাধানটা কি? বোন আমি আপনার সাথে একমত। এব্যাপারে আমি একমত যে, অনেকেই নিয়মগুলো মানেনা। তবে পরিসংখ্যান বলছে যে ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দিক থেকে। আপনারা মাথা হিসাব করেন সংখ্যার দিক থেকে।

সংখ্যার দিক থেকে প্রথম অবস্থানে আছে খ্রিষ্টানধর্ম প্রায় দুইশ কোটি মানুষ। ইসলাম ১৩০ কোটি থেকে ১৪০ কোটির মত। তবে যদি দেখেন কতজন তাদের ধর্মটা পালন করে। বেশির ভাগ ইসলাম হচ্ছে এক নম্বর। সবচেয়ে বেশি। আমি আপনাদের সাথে একমত যে, জনসংখ্যার দিক থেকে। কারণ প্রায় ১৩০ কোটি মুসলিম। এখানে যদি পার্সেন্টেজ করেন সেটাও হবে কয়েক লক্ষ। এই মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করে না। সেজন্য কোন ইসলামকে বুঝতে চাইলে অমুসলিমের দেখবেন না প্লিজ। আমি সবসময় বলি কোন ধর্মকে বুঝতে চাইলে তার অনুসারীদেরকে দেখলে হবে না। দেখতে হবে ধর্ম গ্রন্থগুলো। প্লিজ আমাকে দেখবেন না। আপনাদের আশেপাশের মুসলিমদের দেখবেননা। আপনাদের একটি গাড়ি এবং ড্রাইভারের উদাহরণ দিয়েছিলাম আমি। একটা গাড়ি কত ভালো সেটা জানার জন্য এমন একজন লোককে গাড়িতে বসালেন। যে গাড়ি চালাতে জানে না। তারপর সে গাড়িটা নিয়ে এক্সিডেন্ট করল। দোষ দিবেন কাকে গাড়িকে না ড্রাইভারকে? ড্রাইভারকে দোষ দিবেন। তাই প্লিজ মুসলিমদের কাছ থেকে ইসলামকে বিচার করবেন না। সেজন্য এই লেকচারটা হচ্ছে মুসলিম এবং অমুসলিম সবার জন্য। যেসব মুসলিম দিশেহারা। আমরা তাদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছি। কারণ হয়ত তারা নামেই মুসলিম। আমরা চাই তারা ধর্মের নিয়ম পালন করুক।

একই সাথে ইসলাম ধর্মের বাণী আমরা অমুসলিমদের কাছে প্রচার করছি। যাতে তারা এই ধর্মটাকে বুঝতে পারে। তারপর ধরেন আপনি জন্মেছেন, হতে পারে

জৈন পরিবারে। আপনার চারপাশে অনেক মুসলিম ছিল। বিয়ে করেছেন এক মুসলিমকে। হয়ত আজকে আমার লেকচার শুনার পর ইসলাম সম্পর্কে জানার পর আপনি এই বিশ্বাসে ফিরে আসবেন। আপনি আরো বললেন যে, আপনার ক্ষেত্রে তখন শুধু নাম রাখার জন্য। আপনার নামের পরে আনসারী লিখেছেন কিন্তু এখন আপনি এই বিশ্বাসে ফিরে এসেছেন। সেজন্য অভিনন্দন জানাই। আর প্লিজ বোন যদি কোন মুসলিমকে দেখে ইসলামকে বুঝতে চান। সেরা দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ)। এই পবিত্র কুরআন আর নবীজীর কথাগুলো এখানে মানুষ জাতির সব সমস্যার সমাধান মুসলিমদেরকে দেখবেননা। কিছু মুসলিম পালন করে আর কিছু মুসলিম ধর্ম পালন করে না। তাই দেখবেন এই পবিত্র কুরআন, বুঝে পড়েন, মেনে চলেন ইনশাআল্লাহ আপনি ইহকালে শান্তিতে থাকবেন। আর পরকালেও শান্তি পাবেন।

প্রশ্ন ঃ স্যার আমার নাম প্রফেসর সেটি। আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। এছাড়া আমি শিক্ষকতাও করে থাকি। আল্লাহর রহমতে অংকে আমার মাথা খুব ভালো। প্রথমেই আমি আপনার জ্ঞানের প্রশংসা করছি। প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আপনাকে দীর্ঘায়ু করেন। আর এখনকার সব মুসলিমকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। স্যার আমি ভগবত গীতা পড়েছি, রামায়ন পড়েছি, যেহেতু আমি হিন্দু। আমি মাঝেমধ্যে মন্দিরেও যাই। তবে আমার ভগ্নিপতি একজন মুসলিম। তার কুরআনটা নিয়ে আমি দুইবার পড়েছি। এখানে দেখলাম যে, আপনারা কুরআনের কথাগুলো মেনে চলছেন। আমি নামাজের দোয়াগুলো অনুবাদ করেছি। দয়াময় পরম আল্লাহর নামে শুরু করছি। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা, কর্মফল দিবসের মালিক। আমি এই ভাবেই দশবার, পনের বার বিশবার পড়ি। তখন আমি সময়ের কথা না ভেবে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। আর এটা আমার খুব ভালো লাগে। আমার আয়ের উৎসটা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে। যেহেতু আমি অংকে ভালো, তাই স্টক মার্কেট নিয়েও অ্যানালাইসিস করি। এরেন্ডেনিও মার্কেটও আমি বেশ বুঝি। যেমন: ফিউচার এন্ড অপশন। আমি জানিনা মানুষ স্টক মার্কেট কতটা বুঝে। যেহেতু আমি হিসাব করি, ইনভেস্ট করি তাই সব সময় আমার কিছু লাভ থাকে। মাস শেষ হয় ভালো করেই। এটা একটা অংকের খেলা। এটা অনেক মানুষই বুঝে না।

Contents

এভাবে আয় করার অনুমতি কি আছে? গত তিন বছর এটা নিয়ে ভাবছি। আমি চাইলে স্টক মার্কেট দিয়ে অনেক টাকা আয় করতে পারি। তবে আমি হারাম আয় চাই না। এটা নিষিদ্ধ হলে আমি আর এটা কখনোই করব না। তাহলে আমি শুধু শিক্ষকতাই করে যাব।

উত্তর ঃ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এটাও ভালো লেগেছে যে উনি ভগবত গীতা, রামায়ন এসব পড়ার পর দুইবার পবিত্র কুরআন পড়েছেন। এর কথাগুলো মানেন। উনার ভগ্নিপতি একজন মুসলিম আর উনি হচ্ছেন অংকে খুব ভালো। আমিও এক সময় অংকে খুব ভালো ছিলাম। স্কুলে থাকার সময় ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস নাইন টেন পর্যন্ত ভালো নম্বর পেয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা কথা বলি স্যার। আপনার মত আমি কাউকে দেখিনি। আর আল্লাহ যদি চান আমিও আপনার মত একদিন হব, ঈশ্বর যদি চান, যদি আল্লাহ চান তাহলে আমি একদিন আপনার মতই হব।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আগে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। তারপর এই সম্পর্কে উত্তর দেই। আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি স্টক মার্কেটে ব্যবসা করেন। সেখানে বিভিন্ন হিসেবে নিকেশ করা হয়। আর আপনি এই গাণিতিক বিশ্লেষণে এতটাই ভালো যে, প্রতি মাসেই আপনার কিছু লাভ থাকে। আপনার প্রশ্নটা হালাল না হারাম। স্টক মার্কেটের কথা যদি বলতে হয়। স্টক মার্কেট এইটা হারাম না। আপনি যে স্টক নিয়ে ব্যবসা করছেন সেটা ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। ইসলাম ধর্মে যেটা হারাম সেটা হচ্ছে রিবা অর্থাৎ সুদ। পবিত্র কুরআনে সব মিলিয়ে আট জায়গায় বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন রিবা হচ্ছে হারাম। সূরা ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা নিসা এর ১৬১ নম্বর আয়াতে আছে, সূরা বাকারার ২৭৫ নম্বর আয়াতে আছে তিনবার, সূরা বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতে, এছাড়াও সূরা বাকারার ২৭৮ নম্বর আয়াতে আছে বলা হয়েছে "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।" আর সুদের বকেয়াটা ছেড়ে দাও।" তোমরা যদি সুদের বকেয়াটা ছেড়ে না দাও, সূরা বাকারার ২৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছে "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও"। তাহলে সুদের কারবার করা হারাম। তবে শেয়ার মার্কেট। এখানে ইসলামের কিছুটা নিয়ম মেনে চলা হয়। সেখানে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে ব্যাংক থেকে লোন দেওয়ার ব্যাপারে আমরা তখন অংশীদার হই। কারণ

Contents

ব্যাংকিং সিস্টেমে ধনী লোক আরো ধনী হয়, গরীব মানুষ আরো গরীব। এভাবে সমাজে নতুন কালচার দেখা যায়। যেমন: মেয়েদের টিজ করা। তারপর বিভিন্ন জুয়ার আসর, মদ খাওয়ার আসর। ইসলামে নিয়মনীতি আলাদা। তাহলে ইসলাম আমাদেরকে লাভ করতে উৎসাহিত করে, স্টক মার্কেটে আপনি কি করেন। শেয়ার কিনেন। এভাবে আপনি সেই কোম্পানির সদস্য হয়ে গেলেন। হোক ওয়ান পার্সেন্ট, টেন পার্সেন্ট, পয়েন্ট জিরো টু পার্সেন্ট, পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট। তাহলে ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতি ইসলামে এটার অনুমতি আছে। তাই আপনি যদি শেয়ারের ব্যবসা করেন। আর সেই ব্যবসা যদি ইসলামিক শরীয়ার নিয়মগুলো মেনে করেন। যদি আপনি এমন কোন কোম্পানির শেয়ার না কিনেন, যারা এলকোহল বিক্রি করে, যারা সুদের কারবার করে, ফাইনানশিয়াল লিজিন্ড কোম্পানি। যেসব কোম্পানি অশ্লীল ছবি বানায় বা পর্নোগ্রাফি করে। সমাজের জন্য এসব ক্ষতিকর জিনিস। কোন কোম্পানি যদি এসবে ইনভেস্ট করে। আপনি তেমন কোন জায়গায় যাবেন না।

এলকোহলিজম বা ড্রাগস বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো ঠিক আছে। ড্রাগস মানে কোকেন, ব্রাউন্স সুগার অথবা নেকেট সিনেমা বানায়। যেমন ফিল্ম কোম্পানি। আপনি যদি এমন কোন কোম্পানির শেয়ার কিনেন এটা হারাম। দ্বিতীয়ত আপনি যদি অনুমান করে থাকেন যে, এটা জুয়াখেলা। আপনিতো শেয়ার মার্কেটে আছেন। লোকে শেয়ার কিনে দুই সপ্তাহ পরে সেগুলো আবার বিক্রি করে দেয়। হয়ত আগে থেকে জানে অথবা অন্য কোন কারণে। আর ইসলামে জুয়াখেলা হচ্ছে হারাম। তাহলে আপনি যদি স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতে চান। কোন সমস্যাই নেই। সেখানে ব্যবসা করেন। এভাবে স্টক মার্কেটে আপনি ব্যবসা করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ স্যার আপনি আমার প্রশ্ন থেকে দূরে সরে গেছেন। ফিউচার আর অপশন সম্পর্কে বলছিলাম। আপনি ১০টাকা দিয়ে ১০০টাকার শেয়ার কিনলেন তারপর সেটা বছরের পর বছর রেখে দিলেন।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েকঃ বলছি, আমি সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে বলছি।

প্রশ্ন ঃ ধন্যবাদ। আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্য দুঃখিত।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েকঃ এবারে ফিউচার অপশন নিয়ে বলছি যে, আপনি কিছু শেয়ার কিনে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলেন। এরপরে সেই শেয়ার থেকে কিছুটা রেখে বিক্রি করে দিলেন। আমি জানি আপনি বিক্রি করতে পারেন, কিছু অংশ

রাখতেও পারেন। তারপর আবার কিছু শেয়ার কিনতে পারেন সেটা বিক্রি করতে পারেন আমি এটা জানি। আমি হয়ত আপনার মত Expert না তবে আমি এ নিয়ে বলতে পারব ভবিষ্যতের কথা যদি বলেন এটার অনুমতি নেই। এটা হারাম। মার্জিন ট্রেডিং যেটা দেখবেন রিয়েল ষ্ট্রেট ব্যবসায়। আপনি টেন পার্সেন্ট কিনলেন সেটার দাম বেড়ে গেল। কারণ কোন প্লট কিনতে গেলে টাকা দিবেন কিস্তিতে। কিস্তির মেয়াদ দুই বছর। এখন টেন পার্সেন্ট দিলেন পরে টুয়েন্টি পার্সেন্ট দিলেন, তারপর দাম বাড়ল আপনি বিক্রি করে দিলেন, ঠিক আছে। শেয়ারের ক্ষেত্রে এমনটা হয়না। ষ্টকের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। এই ক্ষেত্রে জিনিসটা আপনার হাতে নেই।

আপনি আংশিক টাকা দিয়েছেন। তারপর অন্য কেউ আপনার পিছনে আসল। এটা যদি পড়ে যায় তাহলে হেজ পয়েন্ট থাকে। হেজ পয়েন্ট জানেন?ইসলামে এইসব জিনিসের অনুমতি নেই। তবে পিউর ষ্টক যদি সেটাই আপনার ব্যবসা হয়ে থাকে, সেটা ইসলামিক হলে অনুমতি আছে। আর এই কারনেই শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আর মাত্র কয়েক মাস এর মধ্যেই ইনশাআল্লাহ আমরা ইন্ডিয়ায় একটা ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড চালু করব। সেখানে আমরা সবাইকে সুযোগ দিতে চাই। কারণ অনেক মুসলিমই জানেন যে, রিবা হারাম বা সুদ হারাম। কিন্তু তাদের সামনে কোন উপায় নেই। অনেকেই শেয়ারের ব্যবসা করে কিন্তু জানে না এটা হালাল না হারাম। তারপর তারা ব্যাংকের শেয়ার কিনে। অন্যান্য হারাম শেয়ার কিনে। যেমন: মিডিয়া, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি। প্রধানত এদেরকে পথ দেখানোর জন্য ইনশাআল্লাহ তাদের হালাল আয় করার সুযোগ দিতে চাই।

আর সে সময় ইনশাআল্লাহ আপনার জ্ঞান কাজে লাগলে আপনার পরামর্শও নিব। ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা আমাদের জ্ঞানকে ভালো কাজে লাগাব। এরপর আপনি আরো বলেছেন শেয়ারের ব্যবসা করে আপনি অনেক টাকা জমিয়েছেন। এটার অনুমতি না থাকলে আপনি বাদ দিবেন। এভাবে যে টাকা জমিয়েছেন এটা যদি অনুমতি না হয় আপনি বাদ দিবেন। এখানে আসল কথা হল, আমরা শান্তি চাই ইহকালে আর আখেরাতে। পরকালের যে শান্তি সেটা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি। তাহলে যদি হালাল উপার্জন করেন ইনশাআল্লাহ আপনি ইহকালেও ভালো থাকতে পারবেন পরকালেও ভালো থাকবেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন শান্তি পান পৃথিবীতে। এছাড়া পরকালেও শান্তি পান। আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন।

আমাকে এমন কোন কথা দেখান যেখানে ধর্মপট বলছে, বৌদ্ধ যেকোন গ্রন্থ বলছে যে, বুদ্ধ তাঁর মূর্তি বানাতে বলছে। তিনি কখনোই বলেন নি। বৌদ্ধ কোথায় বলছে? আগামী কাল ধরেন কোন মুসলিম নবীজী মুহাম্মদ ﷺ এর মূর্তি বানালো। সে যদি মূর্তি বানিয়ে তাঁর পূজা করে, আমি বলব সেটা ভুল। নবীজী কখনেই তাঁর মূর্তি বানাতে বলেন নি। এখন কিছু মানুষ যদি কোন ভুল কাজ করে থাকে। হোক তারা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু। সেটা তখন সত্যি হয়ে যায় না। গৌতম বুদ্ধ কখনোই তাঁর মূর্তি বানাতে বলেন নি। এখন কেউ এই মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে–সে আসলে বৌদ্ধদের ধর্ম পালনে সাহায্য করছে। শুধু বৌদ্ধের একটা বিশাল মূর্তি বানিয়েছে বলেই তাঁরা বৌদ্ধকে মানে এমনটা কিন্তু ঠিক না। সেজন্যই আমি বলেছি। যদি কোন ধর্মকে বুঝতে চান, তাহলে তাঁর অনুসারীদের দেখবেন না। ভাই মোহেশ আমাকে দেখবেন না, ধর্মগ্রন্থগুলোকে দেখেন।

পবিত্র কুরআন দেখেন, পবিত্র কুরআন পড়েন, আপনাদের বেদ পড়েন। যেগুলো কমন সেগুলো মেনে চলেন। আর যেগুলো কমন না সেগুলো পড়ে দেখবেন। আপনি নাকি সব ধর্মই মানেন। আপনি তো হিন্দুধর্ম মানছেন না, খ্রিষ্টানধর্ম মানছেন না, ইসলামধর্মও মানছেন না। সবগুলোই তো পড়ার কথা। আমি আপনাকে বলছি অন্তত কমন জিনিসগুলো মেনে চলেন। যেগুলো কমন না সেগুলো নিয়ে পরে কথা বলব। আপনি তো কমন জিনিসগুলো মেনে চলছেন না। সবগুলো মানা তো পরের কথা। যেদিন আপনি মূর্তিপূজা বন্ধ করবেন সেদিন আমি একথা বলতে পারব যে, আপনি সবগুলো ধর্মের সবচেয়ে প্রধান কথাটা মানছেন। যেদিন আপনি মুহাম্মদ ﷺ -কে সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী হিসাবে মানবেন সেদিন আমি বলতে পারব আপনি বেশির ভাগ ধর্মের প্রধান দুটো কথার একটি মানছেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তী ঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি ভাগসী শ্রাবন্ত। আমি অমুসলিম। এখানে সবার সামনে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। কারণ আমি চাই কিয়ামতের দিন আপনারাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

উপস্থাপক ঃ "আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলে দেন। ডা. জাকিরের সাথে একবার বললে ভালো হয়।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ মাশায়াল্লাহ বোন। এখন আমি বলছি। আর আমার সাথে সাথে আপনিও বলুন।

প্রতিস্তি” মহান সৃষ্টিকর্তার কোন প্রতিমা নেই, কোন ছবি নেই, কোন ভাস্কর্য নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই। আপনি কি মূর্তি পূজা করেন? হ্যাঁ আমি করি।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আচ্ছা তাহলে তো বেদ মানছেন না।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি আসলে সব ধর্মই মানি। সব ধর্মই এক। কারণ মহান ঈশ্বর সবগুলো ধর্ম সম্পর্কেই জানেন।

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ ভাই আপনি যদি সবগুলো ধর্ম বিশ্বাস করেন। তার মানে আপনি অন্য ধর্ম পালন করছেন কিনা জানি না, তবে আপনি হিন্দুধর্ম পালন করছেন না।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি আপনাকে বলি ঈশ্বরতো ঘুমাচ্ছেন না। তিনি সবই জানেন, তিনি তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু। তাই তিনি সবগুলো ধর্ম সম্পর্কেই জানেন। যেমন ইসলাম।

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ ভাই আপনি একসাথে অনেক প্রশ্ন করছেন। এরপর আপনি লাইনের পিছনে দাঁড়াবেন। কারণ লম্বা লাইন হয়ে যাচ্ছে। সবাইকে সুযোগ দিতে হবে। তারপরে আবার আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে। আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ঈশ্বর কি ঘুমাচ্ছেন? আল্লাহ এই কথার উত্তর দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহ বলছেন যে, “আল্লাহ অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর নিদ্রার প্রয়োজন হয় না, তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, আর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না।” আমাদের ঘুমানোর প্রয়োজন হয়। আমাদের বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়, আল্লাহ তায়ালার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, “তিনি যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে বানাতে পারতেন মুসলিম হিসাবে।” আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুব সোজা। শুধু তিনি “কুন ফায়াকুন” বললেই হয়ে যেত। আর এই জীবনটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করছেন আমাকেও পরীক্ষা করছেন। আল্লাহ যদি চান আপনি আর মূর্তিপূজা করবেন না, তাহলে তো পরীক্ষাটা থাকল না। পরীক্ষাটা হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে কিছু আইন দিয়েছেন। এখন আপনি সেগুলো মানবেন কি মানবেন না। আপনি নাকি সবগুলোই ধর্ম মানেন। কিন্তু আপনি তো হিন্দু ধর্ম মানছেন না, আপনি তো ইসলাম ধর্ম মানছেন না, আপনি তো খ্রিষ্টানধর্মও মানছেন না, শিখধর্মও মানছেন না, বৌদ্ধধর্মও মানছেন না।

Contents

যেমন– কিছু মুসলিম ভুল কাজ করে। যদি খ্রিষ্টানদের বাইবেল পড়েন। আর আমিও নিশ্চিত যে আপনি বাইবেল পড়েছেন।

বাইবেলে উল্লেখ করা আছে Book of Deuteronomy ৫ অধ্যায় ৭ ও ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– "তোমরা আমার কোন প্রতিমূর্তি তৈয়ারী করবে না।" মহান স্রষ্টা তিনি বলেছেন Old testament এ আছে– "তোমরা আমার কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না।" কোন কিছুই না, যেটার সাথে মিল আছে আকাশমণ্ডলের কিছু, পৃথিবীর কিছু অথবা পৃথিবীর নিচের কিছু। তোমরা তাদের সেবা করবে না, তাদের কাছে নতজানু হবে না। কারণ আমি তোমাদের ঈশ্বর এবং প্রভু খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ। এইকথা আবারও আছে Book of Exodus এর "বিশ" নম্বর অধ্যায়ের ৩-৫ অনুচ্ছেদে "যে তোমরা আমার কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না, কোন কিছুই না, যার সাথে মিল আছে আকাশের কিছুর– পৃথিবীর কিছুর অথবা পৃথিবীর নিচের কিছুর। তোমরা এদের সামনে নতজানু হবে না, সেবা করবে না। কারণ আমি তোমাদের ঈশ্বর এবং প্রভু খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ।" তাহলেও Old testament অনুযায়ী মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ কাজ।

আর যীশুখ্রিষ্ট নিজেই বলেছেন– এটা আছে Gospel of Matthew এর ৫ নম্বর অধ্যায়ের ১৭ থেকে ২০ অনুচ্ছেদে "মনে করো না আমি নবীদের আইন বাতিল করতে এসেছি, এগুলোকে বাতিল করতে আসিনি পূরণ করতে এসেছি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ, কোন একটা আইন ভাঙ্গে, আর অন্যকেও ভাঙতে বলে, সে তাহলে সরকার, রাজ্যে বাস করতে পারবে না। আর যে এই আইনগুলো মেনে চলবে সে সরকার, রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। যদি তাদের ন্যায়নিষ্ঠা তাদের গ্রন্থে বলার থেকে বেশি না হয় তাহলে তারা সরকার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" তাহলে যীশুখ্রিষ্টের কথা অনুযায়ী আপনি যদি সরকার রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, আপনাকে তাহলে Old testament এর সবগুলো আইন মানতে হবে, মুসা নবীর আইন মানতে হবে। স্রষ্টার কোন প্রতিমা বানাবেন না, তারপরও মানুষ বানায়। কেন? সব খ্রিষ্টানরা কিন্তু বানায়না, Protestant রাও কিন্তু বানায় না। খ্রিষ্টানধর্ম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান খুব কম। আপনি এখনও ছাত্র। ক্যাথলিকরা এটা করে, তারা মূর্তি বানায়। এজন্যই Protestantরা Protest করেছিল যে, আপনাদের কাজটা ভুল। তাহলে বাইবেলের কথা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার কোন প্রতিমা বানাতে পারবেন না। আপনার কথা মানি। বেশিরভাগ হিন্দু মূর্তি পূজা করে। আমি আগেও বলেছিলাম "নাতাস্তি আতিমা

প্রশ্নকর্তা ঃ আরেকটা কথা বলব। আমি পঞ্চান্নটা দেশেরও বেশি ভ্রমণ করেছি। সেখানে দেখেছি আপনাদের কুরআন আর হাদিস মূর্তি পূজাকে নিষিদ্ধ করেছে। তবে আপনি অন্য ধর্মগুলো দেখেন, খ্রিষ্টানধর্ম অথবা ধরেন বৌদ্ধধর্ম, চাইনিজধর্ম, জৈন ধর্ম অন্যসব ধর্মেই দেখবেন মূর্তি পূজা আছে। আপনারা মুসলিমরা পৃথিবীর সংখ্যায় মাত্র পনের থেকে বিশ পার্সেন্ট হবেন সব মিলিয়ে। এইটা শতকরা হিসাব। তাহলে অন্যরা কি ভুল করছে? খ্রিষ্টান ধর্মটা দেখেন। এক মিনিট। যেকোন আমেরিকান চার্চ অথবা রাশিয়ান অর্থোডকস অথবা গ্রীক অর্থোডকস ক্যাথলিক বা প্রটেস্টেন্ট। চীনে দেখেন অনেক বড় মূর্তি ঈশ্বরের। তাহলে এরা সবাই ভুল।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন পৃথিবীতে মুসলিম আনুমানিক ১৫% থেকে ২০% কেউ বলে ২৫% সে যাই হোক। আপনি বললেন ১৫ থেকে ২০% আচ্ছা মেনে নিলাম। আপনি বললেন যে, খ্রিষ্টানরা তারা মূর্তিপূজা করে। আমিও একমত। আপনি বললেন যে, বুদ্ধরা বিশাল মূর্তি বানায়। তারা কি সবাই ভুল? ভাই ইসলামের সংখ্যাগুরু হলেই জেতা যায় না। ইসলামে সত্য সবার উপরে। বেশির ভাগ মানুষ এই কয়েকশ বছর আগেও মনে করত পৃথিবী সমতল। এটা কি জানেন? ভাই মহেশ পৃথিবী কি সমতল? না। না-তাহলে বেশির ভাগ মানুযের ভুল হতে পারে। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা ইসরা এর ৮১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন-

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ -

"বল সত্য উপস্থিত হয়েছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।"

কারণ মিথ্যা প্রকৃতিগত কারণেই বিলুপ্ত হবে। সেজন্য ইসলাম ধর্মের সংখ্যাগুরু হলেই জেতা যায় না। যদি আমেরিকায় যান সেখানে দেখবেন পর্নোগ্রাফী। এটা নিষিদ্ধ না। আপনি এটা বিশ্বাস করেন? না আমি বিশ্বাস করি না। আপনি তো খুব ভালো মানুয। আপনাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষই পর্নোগ্রাফীতে বিশ্বাস করে। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, আপনি কি পর্নোগ্রাফী দেখবেন? না। আপনি খুব ভালো ছেলে। আপনি সত্যের কাছাকাছি আছেন। সংখ্যাগুরু হলেই জেতা যায় না। আপনি তখন বললেন খ্রিষ্টান ধর্মে সবাই মূর্তিপূজা করে। খ্রিষ্টান ধর্মে আসলে মূর্তিপূজা নেই, কিছু খ্রিষ্টান মূর্তি পূজা করে।

Contents

কুরআনে পঁচিশজন নবীর নাম বলা হয়েছে। আর এইখানে যতজন নবী রাসূলের নাম বলা হয়েছে তারা সবাই ইহুদী। দেখবেন যে, এই নামগুলো বাইবেলেও বলা হয়েছে। কুরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেন? এটা উদাহরণ যে, আল্লাহ তায়ালা সুবিধা দিয়েছিলেন ইসরাইলের মানুষদের।

হে বনী ইসরাইল! আমি একসময় তোমাদের অনুগ্রহ করেছিলাম কিন্তু তোমরা তখন এই কাজগুলো করেছ। পবিত্র কুরআনে এই উদাহরণগুলো দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা যে, তাঁরা নবী ছিলেন। যারা আগে এসেছিলেন। এই মানুষদের কাছে। কিছু মানুষ নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিছু মানুষ নবীকে গ্রহণ করেছিল। এখানে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কুল ইয়া আহলাল কিতাব"–বল হে কিতাবীগণ, এসো সেই কথা যেই কথা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক"। তাহলে কুরআনে কেন মুসলিমদের বলছে যে, তোমরা কিতাবীদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলবে। কিতাবীগণ মানে যারা আসমানী কিতাব পেয়েছে। এখানে পবিত্র কুরআন পরিষ্কারভাবে বলেছে– যখন কুরআনে আহলে কিতাব বলা হচ্ছে ইহুদী এবং নাসারাদের বলা হচ্ছে। ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের। তাহলে আল্লাহ বলছেন মুসলিমদের কিতাবীদের সাথে কথা বলতে। আল্লাহ আরো বলেছেন ইয়া আহলাল কিতাব হে কিতাবীগণ। তার মানে কুরআন এখানে শুধু মুসলিমদের বলছে না, শুধু আরবদের বলছে না, কুরআন এখানে কিতাবীদেরও বলছে।

সেজন্যই আমি বলেছি যে, সর্বশেষ এই চূড়ান্ত আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন। এটা শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্য নাযিল হয়নি। নাযিল হয়েছে পুরো মানুষ জাতির জন্য। যদি এটা কোন মানুষ লিখত, যদি কুরআনও কোন মানুষ লিখত, আপনি যেটা বললেন। তাহলে আল্লাহ কখনই বলতেন না যে– যাও ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের বল তাদের ধর্মগ্রন্থে এটা আছে। আর সেই সময় অনেক মানুষই এটা জানত না যে– অতীতে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের কি হয়েছিল। যখন তারা চেক করল দেখা গেল সত্যি। এরপর কুরআনে অনেক ভবিষ্যৎবাণীও করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কি ঘটবে। তাহলে এই সমস্ত কথা, এইগুলো কোন মানুষ লিখতে পারে না। বিস্তারিত জানার জন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন ইজ দ্য কুরআন গডস ওয়ার্ড। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

Contents

আল্লাহ্ লিখেছেন– সেইখানে তিনি বলবেন শ্রীকৃষ্ণের মত যেমন ভগবত গীতাই এইটা কর আর ওইটা করো না। তাই এই কিতাবটা একজন মানুষই লিখেছে। এখানে পঁচিশজন নবীর নাম আছে, এগুলো বাইবেলেও আছে, সবগুলো। এই নবীদের নামগুলোই কুরআনে আছে। তাই আমার মনে হয় যে, আল্লাহ তো অনেক বড়। তিনি পুরো বিশ্বজগত বানিয়েছেন। তিনি কখনোই এইভাবে বলবেন না যে, এরা ইহুদী বা এরা খ্রিষ্টান। কারণ ইহুদী বা খ্রিষ্টানরা তো তারই সৃষ্টি। আমার মনে হয় এই পবিত্র কুরআন কোন মানুষই লিখেছেন। এ ছাড়াও আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই। এক মিনিট।

উপস্থাপক ঃ উনি আগে উত্তর দিক। তারপর আপনি আবার প্রশ্ন করুন। প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ঠিক আছে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন। আর সত্যি বলতে আমি মোহেশ ভাইকে চিনি সেই ১৯৯১ সাল থেকে। তিনি IRF থেকে মুসলিমদের থেকেও বেশি ভিডিও ক্যাসেট নিয়েছেন। তাই IRF এর ভিডিও ক্যাসেট আর লিটারেচারের লিস্টে তার নাম সবার আগেই আছে। মোহেশ ভাই প্রশ্ন করলেন যে, আগের আসমানী কিতাবগুলো কুরআন যেমন বলছে তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল দেওয়া হয়েছিল মুসাকে, দাউদকে আর যীশুখ্রিষ্টকে। মুসলিমরা বলে এগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। তাহলে পবিত্র কুরআনে যখন ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে যে, হে কিতাবীগণ। ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা যখন তাদের এইভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, তাহলে কুরআনও কি কোন মানুষ লিখেছে? ঠিক? আপনার প্রশ্নটা হলো ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে কেন? আপনি যদি আমার আগের লেকচারটা শুনে থাকেন ইজ দ্য কুরআন গডস ওয়ার্ড। আপনি কি সেখানে ছিলেন?

প্রশ্নকর্তা ঃ না আমি সেখানে ছিলাম না।

উত্তর ঃ ডা. জাতির নায়েক ঃ সেখানে আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি। এখন আর সেগুলো রিপিট করব না। সেখানে বলেছি যে, মানুষ কিভাবে অভিযোগ করে যে নবীজী এটা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন আর কেন লিখেছেন, ক্ষমতা বা অন্য কিছু ইত্যাদি। লেকচারটা ছিল দুই ঘন্টা, সেগুলো রিপিট করব না। তবে আপনার মূল প্রশ্নে আসি। কুরআন বলছে যে, হে কিতাবীগণ। এর মানে দাঁড়াচ্ছে কুরআন লিখেছে একজন মানুষ। ভাই কুরআন পড়লে দেখবেন, আর আপনি ঠিকই বলেছেন–

Contents

মুসলিম ভাই-বোনেরা ইসলাম ধর্ম পালন করবে পুরোপুরি। আর ইন্ডিয়াকে গর্বিত করবে। ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনাকেও ধন্যবাদ–।

আমি অনুরোধ করবো মুসলিম ভাই-বোনকে। আপনারা অনুসরণ করবেন মহানবী ﷺ কে। আর সর্বশেষ আসমানী কিতাব এই পবিত্র কুরআনকে। এখানে ভাই আপনি বললেন যে, মুসলিমদের উচিত আমাকে অনুরসণ করা, আমি বলব তখনই আমাকে অনুসরণ করবেন যখন আমি কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলব। তাই আমি বলব আমাকে অনুসরণ করার কথা বললেন, আমাকে অনুসরণ করবেন কুরআন ও সহীহ হাদীস এর সাথে মিললে। যদি কুরআন আর সহীহ হাদীসের সাথে না মিলে তাহলে ডা. জাকির নায়েকও জিরো। জাকির নায়েকেরও তখন কোন মূল্য নেই। আমি যা বলছি সেটা যদি চূড়ান্ত আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআনের সাথে মিলে, আর শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কথার সাথে মিলে তাহলে অনুসরণ করবেন। আমি অনুরোধ করব, আমার কথার সাথে কুরআন ও হাদীস এর মিল থাকলে তবেই অনুসরণ করবেন।

উপস্থাপক ঃ ভাই অভিষেক এসেছেন। যিনি একটু আগেই প্রশ্ন করলেন। তিনি মঞ্চের পিছনেই আছেন। তিনি ডা. জাকির নায়েকের কাছ থেকে আরেকটা কুরআন নেওয়ার সুযোগটা হারাতে চান না। তাই উনি মঞ্চে আসছেন। উনি মঞ্চের পিছনে এসে ভলান্টিয়ারের কাছে প্রথমে বললেন। আর আমরা শুনে বললাম আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাই প্রশ্ন করেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ জাকির ভাই, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। এখানে যেসব মুসলিম ভাই ও বোনেরা আছেন তাদের অনুভূতিতে আঘাত লাগলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমার নাম মোহেশ মেহতা। আর আমি ব্যবসা করি। আপনাদের পবিত্র কুরআন এটা আল্লাহর পাঠানো আসমানী কিতাব না। কেন? কারণ হলো আগে যে তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল এসেছে। তাওরাত মুসার উপর নাযিল হয়েছিল, যাবুর দাউদের উপর নাযিল হয়েছিল। আর যীশুর উপর নাযিল হয়েছিল ইঞ্জিল। এই কিতাবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। তিনটা কিতাবই আপনারা মুসলিমরা বলেন যে বইগুলো বিকৃত হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও আপনারা দেখবেন কুরআনে আহলে কিতাব বলে সম্বোধন করা হয়েছে ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের, আর খ্রিষ্টানদেরকে। তাহলে যে বইটা মানে পবিত্র কুরআন

একটা বইতে–তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রভাবশালী ১০০ মানুষের কথা বলেছেন। এক নম্বরে তিনি বলেছেন– মুহাম্মদ ﷺ এর কথা। শুধুমাত্র এই জন্যই কথাটা বলছি না। তিনি এখানে আরো বলেছেন– মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে। মাইকেল এইচ হার্ট খুব বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইতিহাসের একজন প্রভাবশালী মানুষের কথা বলার পরে তিনি সেখানে বেশ কিছু কথা বলেছেন। এখানে তিনি তখন মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর এই সত্যগ্রহ আন্দোলন, যেটা ছিল তখনকার গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এটার জন্যই নাকি বৃটিশরা তখন ফিরে গিয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, যদি এই আন্দোলনটা না হত তারপরও ইন্ডিয়া ঠিকই স্বাধীন হয়ে যেত। এটা বলেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট। তাহলে যেটা বুঝতে পারি, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কাজের পদ্ধতিটা ঠিক করতে হবে। সবসময় অহিংসা নীতি চলবে না। মাঝেমধ্যে দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়। যেমন দেখেন প্রত্যেক দেশেই পুলিশ বাহিনী থাকে, আইন প্রয়োগ করে। কেউ যদি কোন কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, ধর্ষণ করে, ডাকাতি করে, নিরীহ মানুষদের ক্ষতি করে তখন শেষ উপায় হিসেবে প্রত্যেক দেশের পুলিশ যেমন বল প্রয়োগ করে, একইভাবে ইসলাম বলছে যে শেষ উপায় হিসাবে, শেষ অবলম্বন হিসাবে মাঝেমধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য বল প্রয়োগ করতে হয়। আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন। আর কিছু বলতে চাইলে এখন বলতে পারেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ না স্যার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ সেজন্য আমি বলেছিলাম বাধা দিবেন না। এটা আমার পেশা, আমি এ কাজটাই করি। পুরো উত্তরটা শুনলে তারপর বুঝতে পারবেন। আমি শুরু করলেই যদি হাত তোলেন, যখনই আপনি আপনার হাতটা তুলছেন আপনার মাথায় তখন প্রশ্নটা ঘুরছে–আমার উত্তরটা শুনছেন না। যখন আপনি শুনেছেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন, ইনশাআল্লাহ তাহলে বুঝতে পারবেন, না পারলে ইনশাআল্লাহ আপনি আরো সুযোগ পাবেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ এ ছাড়া আমি এখানে উপস্থিত সব মুসলিম ভাই-বোনদের অনুরোধ করব। আপনারা ডা. জাকির নায়েকের মত একজন অসাধারণ মানুষ পেয়েছেন। দয়া করে আপনারা সবাই তাকে অনুসরণ করবেন। অবশ্য এমন অনেক মানুষই আছে, যারা ঠিক পুরোপুরি মেনে চলে না, আশা করি সেই

গ্রেফতার করবেন না, ইন্ডিয়া সরকার কি এটা মানবে? সবদেশেই দেখবেন যে, পুলিশ বাহিনী আছে। এই পুলিশ সেদেশে শান্তি আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাঝেমধ্যে তারা বল প্রয়োগ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে, যাতে শান্তি বজায় থাকে। আপনি ইন্ডিয়ার সরকার কিংবা বোম্বের পুলিশ কমিশনারকে বলতে পারবেন না যে, দেখেন মহাত্মা গান্ধী অহিংসার কথা বলেছেন, তাই যে ডাকাতি করছে তাকে করতে দিন, তাকে শুধু বলেন ডাকাতি করবেন না। ধরুন– কেউ আপনার বোনকে ধর্ষণ করেছে শুধু বলেন ধর্ষণ করবেন না, এটা হচ্ছে অহিংস নীতি। এই নীতিতে সব কাজ হয় না। ইসলাম ধর্মে জুলুম বলে একটা শব্দ আছে–জুলুম। জুলুম আরবিতে এই শব্দটার অর্থ হতে পারে উৎপীড়ন। আর যে এই উৎপীড়ন করে তাকে বলা হয় জালিম। আর কোন লোকটা বেশি জালিম? যে মানুষ এই উৎপীড়ন বন্ধ করতে পারে কিন্তু তারপরেও বন্ধ করে না।

নবীজী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ আছে– "যদি খারাপ কাজ হতে দেখ তোমার হাত দিয়ে তা থামাও, যদি হাত দিয়ে থামাতে না পার, তাহলে তোমার মুখ দিয়ে থামাও, যদি মুখ দিয়ে থামাতে না পার তাহলে মনে মনে অভিশাপ দাও, আর মনে মনে অভিশাপ দিলে তুমি হবে সবচেয়ে নিচু স্তরের মু'মিন, সবচেয়ে নিচু স্তরের মুসলিম।" যদি আপনি দেখেন যে, কেউ ধর্ষণ করছে, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ধর্ষণ করবেন না। তখন যদি আপনার তাকে থামানোর সামর্থ্য থাকে– আপনার হাত দিয়ে তাকে থামান, সে হয়তো আপনার বোন না, হয়ত আপনার মা না। যদি দেখেন কেউ ধর্ষণ করছে তাকে হাত দিয়ে থামাতে পারলে আপনার হাত দিয়ে থামান। যদি সেটা না পারেন, যদি দুর্বল হন, শরীরে শক্তি না থাকে মুখে বলেন ভাইসাব ধর্ষণ করবেন না, বলাৎকার করবেন না। ভাই ধর্ষণ করবেন না– আপনার মুখ দিয়ে তাকে বলেন। যদি ভাবেন আমি মুখে বারণ করলে লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে, অন্ততপক্ষে মনে মনে অভিশাপ দেন। তাহলে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কাজের পদ্ধতিও বদলাবে। নবীজী যখন মদিনায় গেলেন। একসময় শান্তি বজায় ছিল। তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি করল।

মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে একটা চুক্তি করল। মুশরিকরা চুক্তিভঙ্গ করল। তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। আল্লাহ তায়ালা তখন বললেন– "যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফিরদের দেখলে ভয় পেয়ো না, তোমরা লড়, হত্যা কর। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথা অনুযায়ী মাইকেল এইচ হার্ট, তাঁর

প্রশ্ন ঃ – দুঃখিত। আমি পরিষ্কার করে বলি। মহাত্মা গান্ধীর যেকোন নীতি।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বললেন নীতিগুলো। মানে সবগুলো নীতি। তারপর বললেন যেকোন নীতি। আমি দুটোই উত্তর দিব। মহাত্মা গান্ধীর যে নীতিগুলো আছে যেগুলো কুরআনের সাথে মিলে যায়, আল্লাহর কথার সাথে মিলে, আমাদের নবীজীর কথার সাথে মিলে যায়। আমার কোন আপত্তি নেই। মুসলিমদেরকে বলব সেই নীতিগুলো পুরোপুরি মেনে চলেন। যেমন ধরেন সত্যগ্রহ আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন। একই কাজ নবীজীও করেছিলেন। এমন না যে তিনি মহাত্মা গান্ধী কে অনুসরণ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী নবীজীকে অনুসরণ করেছেন। এই ব্যাপারে পরে বলছি।

আমাদের নবীজীর নবুওয়াত লাভের পরবর্তী সময়টা যদি দেখেন তখন আনুমানিক ১৩টা বছর তিনি মক্কায় ছিলেন। তিনি অনুসারীদের বললেন খুনাখুনি নয়। অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যারা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি বললেন " তোমাদের জিহাদ হলো সবর।" সবর মানে ধৈর্য ধরা। অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিল। মক্কার পৌত্তলিকরা দুর্বল মুসলিমদেরকে টার্গেট করত। তাদের অত্যাচার করত, তাদের মেরে ফেলত। যাদের শক্তি ছিল তারা ক্ষেপে গেল। তারা বলল যে, আমাদের ভাইকে খুন করেছে, আমরা এখন প্রতিশোধ নিব। নবীজী বললেন "তোমাদের জিহাদ হল সবর"। দেখবেন কারো হয়ত শক্তি আছে লড়াই করার, সে যদি লড়াই করে সেটা ভালো। কিন্তু কারো লড়াই করার শক্তি আছে, তখন বলা হলো তোমরা লড়াই করো না, তারা নিজেদের সামলে রাখল, এটাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ"। আরবি জিহাদ শব্দটার অর্থ সংগ্রাম করা। এর অর্থ চেষ্টা করা। তখন আমাদের নবীজী বলেছিলেন– খুনাখুনি নয়, তারা রাস্তায় নেমে পড়তেন, আর বলতেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। মানুষ পাথর মারল, তাঁরা তাদের কিছু বলল না, তাদের অত্যাচার করা হলো কিন্তু তাদের কিছু বলা হল না। নবীজী 'তায়েফে' গেলেন লোকে পাথর মারল, তিনি কিছুই বললেন না। তাহলে এইটা হল একটি পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিটাই সব নয়।

মহাত্মা গান্ধীর নীতি। এই অহিংস নীতি অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে কিন্তু যদি এখন ইন্ডিয়া সরকারকে বলেন যে, এই লোকটা ডাকাতি করছে, এটা অপরাধ। একে গ্রেফতার করবেন না, এই লোকটা ধর্ষণ করছে এটা অপরাধ কিন্তু একে

Contents

তাহলে বিভিন্ন প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে যেটা জানতে পারি, আমরা বিশ্বাস করব এক ঈশ্বরে। তাঁর কোন ছবি নেই, তার কোন প্রতিমা নেই। আমরা বিশ্বাস করব সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবীকে। আসুন এগুলো মেনে নেই। আমরা অমিলগুলো নিয়ে কথা বলবনা। আসুন আমরা সেটা মানি যেটা এক হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, ফার্সি ধর্মগ্রন্থে, খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে। আপনি বললেন হিন্দু মুসলিম। আমি ফার্সি ধর্মের কথাও বলছি। আমি ইসলামের কথা বলছি। যেগুলো এক সেগুলো আমরা মেনে নেই। আর ইনশাআল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা যদি এটা মানে যে ঈশ্বর একজন, তাঁর কোন প্রতিমূর্তি নেই। আর যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই হবে চরমভাবে শান্তিকামী মানুষ, আল্লাহর কাছে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সমর্পণ করবে। তাহলে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তী ঃ হ্যাঁ, ধন্যবাদ স্যার।

উপস্থাপক ঃ এবারে পুরষদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করবেন একজন অমুসলিম।

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ Good evenign ডা.। আমার নাম জায়জাদিজিয়া। আমি এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি। আর প্রথমেই বলি, আমি এই প্রথম বারের মত আপনার লেকচার শুনতে এসেছি। আর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উপর আপনার দখল সত্যিই প্রশংসনীয়। আপনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। আর অনেক মুসলিম আছেন, তারা আপনার কথা মানেন। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হল, আপনি মুসলিম ভাই-বোনদের এই উপদেশ দিবেন যে, তারা মহাত্মা গান্ধীর নীতিগুলো অনুসরণ করবে। যেমন ধরেন – অহিসং আন্দোলন ও সত্যগ্রহ আন্দোলন। এই সব আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি। আমি সবগুলো ধর্ম গ্রন্থকেই শ্রদ্ধা করি। যেমন : কুরআন, গীতা, বাইবেল। তবে আমার মনে হয়, আমার প্রথম পরিচয়টা হলো আমি একজন ইন্ডিয়ান। তাহলে মুসলিম ভাইবোনদের উপদেশ দিবেন? মহাত্মা গান্ধীর নীতিগুলো অনুসরণ করতে। যেমন– অহিংস আন্দোলন সত্যগ্রহ অথবা মহাত্মা গান্ধীর অন্য যেকোন নীতি।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আমি কি মুসলিম ভাই-বোনদের মহাত্মাগান্ধীর নীতি অনুসরণ করতে বলব। তারপর বললেন যে, মহাত্মা গান্ধীর যেকোন নীতি যেমন ধরেন অহিংস নীতি আর সত্যগ্রহ।

একটি শহরে। অর্থাৎ মক্কায়, তাঁর বাবার নাম হবে বিষ্ণুইয়াশ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার ভৃত্য আরবিতে আব্দুল্লাহ। আর নবীজীর বাবার নামও ছিল আব্দুল্লাহ, তাঁর মায়ের নাম হবে সুমতি অর্থাৎ শান্তিপ্রিয়, প্রশান্ত আরবিতে বললে হবে আমিনা। আর আমাদের নবীজীর মায়ের নামও ছিল আমেনা। সে জন্মাবে মাধব মাসের দ্বাদশ দিনে নবীজী ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মেছিলেন, তাঁর চারজন সঙ্গী থাকবে, উনারা হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। আমি এভাবে আরো বলে যেতে পারি। আমি এখানে সংক্ষেপে হিন্দুইজম আর ইসলামের সাদৃশ্যগুলো বললাম।

আমি আপনাকে যেটা বলব আসুন এটা মেনে নেই। অন্তত একটা বই ঈশ্বর পাঠিয়েছেন হিন্দুরা বলবে যে বেদ হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী, খ্রিষ্টানরা বলবে বাইবেল ঈশ্বরের বাণী মুসলিমরা বলবে কুরআন ঈশ্বরের বাণী। ধর্মগ্রন্থগুলোতে সে কথাগুলো এক। আসুন সেই সাদৃশ্যগুলো দেখি। “এসো সেই কথায় যাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক”, এখন যেখানে সাদৃশ্য নেই, সেটা নিয়ে এখন লড়াই করব না। পরে কোন একদিন করব। হ্যাঁ, আসুন আগে আমরা এটা মানি যে সবগুলো ধর্মগ্রন্থ, সবগুলো প্রধান ধর্মগ্রন্থ। হোক সেটা বাইবেল, হোক সেটা বেদ, হোক সেটা কুরআন, হোক ফার্সি ধর্মগ্রন্থ, হোক শিখধর্ম গ্রন্থ – সবাই বলছে ঈশ্বর কেবল একজনই।

বেশির ভাগ প্রধান ধর্মগ্রন্থই একথা বলেছে যে শেষ একজন নবী আসবেন। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে Book of Deutoranamy এর ১৮ নম্বর অধ্যায়ের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে, Book of Deuteranamy এর ১৮ নম্বর অধ্যায়ের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ, Book at Isaiah এর ২৯ নম্বর অধ্যায়ের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের, Song of Soluman এর ৫ অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদের, এরপর New testament এ Gospel of John এর ১৪ অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৫ অধ্যায়ের ২৬ অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৬ অধ্যায়ের ৭ অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৬ অধ্যায়ের ৭ অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৬ অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, “যীশুখ্রিষ্ট বলেছেন তোমাদের আমি অনেক কথাই বলব। কিন্তু তোমরা সবকিছু বুঝতে পারবে না। কারণ যখন সত্যের বার্তাবাহক আসবে, সে তোমাদের সত্যের পথে পরিচালিত করবে, সে তাঁর নিজের কথা বলবে না – যা শুনবে তাই বলবে।

Contents

বুঝানো হয়। কিন্তু এখন শব্দটাকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করা হয় একটা ধর্মকে বুঝানোর জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের কথা অনুযায়ী, তিনি বলেছেন এই ধর্মের অনুসারীদের বলা উচিত বেদান্তবাদী। কারণ তারা বেদের কথা মেনে চলে।

হিন্দু শব্দটা একটা মিশ্রমার। বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞেস করেন, আপনি বললেন একজন হিন্দু কি মুসলিম হতে পারে? ভৌগোলিক অবস্থান বললে আমি একজন হিন্দু, আমি ইন্ডিয়াতে বাস করি, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমি একজন শান্তিকামী মানুষ। তবে প্রত্যেক মানুষ আমেরিকানরাও ভালো মানুষ হতে পারে, ইংরেজরাও ভালো মানুষ হতে পারে, যদি বলি পৃথিবীর সব মানুষ ইন্ডিয়ায় থাকবে সেটা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে সবাই হিন্দু হতে পারছে না। আপনি যে শব্দটা বলেছেন সেটার অর্থ জানা উচিত। যদি পৃথিবীর সবাই ইন্ডিয়ায় থাকে, ইন্ডিয়ার সরকার সমস্যায় পড়ে যাবে। তারা বলে হামদো, হামারেদো এক্কেবাদ আবী নেহি, দুকেবাদ কাবী নেহী। ফেমেলি প্লেনিং-এর কথা বলে।

আমরা দুইজন সন্তান দুইজন হামদো হামারেদো, এক্কেবাদ আবীনেহি, দুকেবাদ কাবী নেহি এক সন্তানের পরে একটু বিরতি, দ্বিতীয় সন্তানের পরে আর কোন সন্তান নিবেন না। ফেমেলি প্লেনিং এই সম্পর্কে বলেছি কুরআনের মডার্ন সায়েন্সে। তাই বোন আপনি যে শব্দটা বলেছেন সেটার অর্থ না জানলে আপনি ভুল বুঝতে পারেন। আপনি যদি একজন হিন্দু হন, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর যদি বেদ মেনে চলেন, আমার লেকচার যদি দেখে থাকেন ইসলাম ধর্ম আর হিন্দুইজমের মধ্যে সাদৃশ্য নিয়ে। বেদ বলছে তোমরা এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে। যদি বেদের কথা মানেন উপনিষদে উল্লেখ আছে Chardogya upanishad এর ৬ নম্বর অধ্যায়ের ২ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নম্বর পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে এক কাম ইবিদিগম – ঈশ্বর কেবল একজন, দ্বিতীয় কেউ নেই। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে Yujurved এর ৩২ নম্বর অধ্যায়ের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি – ঈশ্বরের কোন আকার নেই।”

প্রতিমা মানে ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফ। বেদের কথা অনুযায়ী মহান সৃষ্টিকর্তার কোন ছবি নেই, কোন ফটোগ্রাফ নেই, কোন ভাস্কর্য নেই, কোন মূর্তি নেই। যদি এমনি হিন্দু হয়ে থাকেন, বেদে উল্লেখ আছে যে, আরেকজন আবতর পৃথিবীতে আসবে, সর্বশেষ রাসূল তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ (সাঃ)। একথা বলা হয়েছে ‘কলকি আবতরে’ ২ নম্বর অধ্যায়ের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে ৭ অনুচ্ছেদে, ৯ অনুচ্ছেদে, ১১ অনুচ্ছেদে, ১৫ অনুচ্ছেদে যে, এই কলকি আবতর অবস্থান করবে শান্তি নগরে

হলে সমাধান, তাহলে সেই ধর্ষক খুশি হবেন। সেতো একজন চরমপন্থী ধর্ষক তাই না? অথবা একজন চরমপন্থী সন্ত্রাসী এটা অন্য অর্থে। অপরাধীদের সন্ত্রাস তো করার কথা এখানে বলছি না। নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্ত করার কথা এখানে বলছি। কারণ সাধারণত সন্ত্রাসী বলতে বুঝানো হয় যারা নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে। এদিক থেকে কোন মুসলিমেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিত না। বোন আমি যদি পুরো ব্যাপারটা অনুবাদ করি তাহলে আপনি ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আমি যেটা বলেছিলাম প্রত্যেক মানুষ যদি চরমপন্থি মুসলিম হয়। অর্থাৎ যদি প্রত্যেক মানুষ একেবারে চরমভাবে শান্তিকামী হয়। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে। যেহেতু আরবি শব্দটা ব্যবহার করেছি, এটা আবার অনেকে হজম করতে পারেনা, আপনার কথা বলছিনা বোন। আমি মিডিয়ার কথা বলছি। ইসলাম অথবা মুসলিম তারা হজম করতে পারে না, তাই আমি এই কথাগুলো অন্যভাবে বলছি। যাতে করে অমুসলিমরাও এটা বুঝতে পারে। যদি প্রত্যেক মানুষ একেবারে চরমভাবে শান্তিকামী হয়, আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পন করে, মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ হোক সে মানুষ মুসলিম, হিন্দু বা খ্রিষ্টান।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ এরপরও যদি বলেন হোক সে মানুষ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, ধর্ষক, ডাকাত তাহলে কোন কাজ হবে না বোন। কারণ মুসলিম মানে যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাকে মুসলিম হতেই হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ হিন্দু যদি কেউ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে কি সেটা গ্রহণযোগ্য হবেনা?

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ না না না।

প্রশ্ন ঃ সেটা আবার কিরকম কথা।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আমাকে বলতে দেন। পরে প্রশ্ন করেন, তখন উত্তর দিব। আপনি ঠিকই বলেছেন। হিন্দু শব্দটার মানে কি জানেন আপনি? হিন্দু হলো একটা ভৌগোলিক অবস্থান, হিন্দুমানে সেই মানুষগুলো যারা থাকে ইন্ডিয়ায়। এভাবে বললে আমিও একজন হিন্দু বোন, আমিও একজন হিন্দু মুসলিম। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে। তবে এই হিন্দু শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছে আরবরা। যখন তারা ইন্ডিয়ায় এসেছিল। যখন সৌদি আরবে গিয়েছিলাম তখন তারা বলে যে, হিন্দিয়া, হিন্দিয়া, হিন্দু। এটা জানেন, হিন্দু বলতে ভৌগোলিক অবস্থানকে

ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার রাখে। জবরদস্তি করে কোন ধর্মে বাধ্য করা এটা নিষিদ্ধ। ইন্ডিয়ার সরকারের আইন অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। আর ইসলাম অনুযায়ীও এটা নিষিদ্ধ। জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো যাবে না। আপনি তাকে বুঝান সে যদি বুঝে তাহলে খুব ভাল। আর রাজি না হলেও কোন সমস্যা নেই। তবে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর কাছে একথা বলতে পারব যে, আমি আপনাদের মাঝে ধর্ম প্রচার করেছি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্নকর্তী ঃ Good evenigng sir. আমি ডঃ পূজা। আমি একজন ফিজিওথ্যারাপি। স্যার আপনি আপনার লেকচারে এই কথাগুলো বলেছিলেন আমি সেইগুলো আরেকবার বলছি। আপনি বলেছেন যে, সব মুসলিম যদি চরমপন্থী হয় তাহলেই মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। আমি ছোট একটা কারেকশন করেছি। আপনার চাইতে আমি অনেক ছোট। সেজন্য ক্ষমা চাইছি। তবে আমার কাছে মনে হয় যে, আপনি যদি এভাবে বলতেন তাহলে কথাটা আরো গ্রহণযোগ্য হত। যদি সব মানুষ চরমপন্থী হয় তাহলে মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। হতে পারে সেই মানুষ মুসলিম বা হিন্দু বা খ্রিষ্টান বা অন্য ধর্মের।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ডঃ পূজা খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি ভুল বলে থাকলে সেটা স্বীকার করাতে কোন আপত্তি নেই। এই প্রশ্নগুলোর পর্বটা সেই জন্যই। যদি বলি দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আপনি সাদরে বা ঠিক করে দিতে পারেন পাঁচ না চার। আমি একজন মানুষ আমি কম্পিউটার না, আর আমারও ভুল হতে পারে। সেজন্য প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আপনার মন্তব্যটা সম্পর্কে বলি। আমি বলেছি সবাই যদি চরমপন্থী মুসলিম হয়, সব সমস্যার সমাধান হবে। আপনি সেটা ঠিক করে দিয়ে বললেন যে, আমি যদি এখানে বলতাম যে সব মানুষ যদি চরমপন্থী হয় সব সমস্যার সমাধান হবে। চরমপন্থী হবে কোন ক্ষেত্রে?

প্রশ্নকর্তী ঃ আপনি বলেছেন যেভাবে। আপনি যেমনটা বলেছেন, চরমপরোপকারী, চরম দয়ালু।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন যদি আমার লেকচারটা শুনে থাকুন। আমি বলেছি যে, চরমপন্থী মুসলিম সেই হতে পারে, যে চরম দয়ালু, চরম ক্ষমাশীল, চরম পরোপকারী চরমভাবে সৎ, চরম ন্যায়বান। একজন ডাকাত ততো চরমপন্থী হতে পারে, যে ডাকাতি করে। ধর্ষকও চরমপন্থী হতে পারে, যদি বলি সবাই চরমপন্থী

প্রশ্নকর্তা ঃ ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার কথাগুলো মেনে চলব

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার নাম অভি শেখ। আমি ১৪ বছর বয়সে বাসায় ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সৌদি আরবের এক লোক আমাকে তখন নিয়ে যায়। তার কাছেই প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জেনেছি। দুই বছর আগে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি এখন সব দর্শক শ্রোতার সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

উপস্থাপক ঃ আপনার প্রশ্নটা। আপনি কি কোন প্রশ্ন করবেন? না স্যার প্রশ্নকর্তা। ডা. জাকির কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ হ্যাঁ ভাই। আপনাকে অভিনন্দন জানাই, আপনাকে স্বাগত জানাই এই শান্তির ধর্মে। আর আপনিও সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, সৌদিরা তরবারি ব্যবহার করেনি, আপনাকে কি জোর জবরদস্তি করা হয়েছিল?

প্রশ্নকর্তা ঃ না, আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। ডা. জাকির মাশাআল্লাহ উনি স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়েছেন। আপনাকে কুরআনের একটা অনুবাদ দিতে চাই। আপনি কি মঞ্চে আসবেন?

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি একটি পেয়েছি। আমি এই মঞ্চে এসেছিলাম আটদিন আগে, সে দিনও একবোন ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আমি তাঁর চেহারাটাও দেখতে পাইনি। আমি শুধু বাম দিকে মাইকের প্রশ্নকর্তাদের চেহারাটা দেখতে পাই। বাম দিকের মাইক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাই না। প্রথম দিনের সে মহিলাকেও আমি দেখিনি। আর শনিবারে IBS এ প্রশ্ন করল গোয়েন্দারা। যে সেই মহিলা কোথায়। বললাম আমিতো তাকে চিনি না, আপনারা হয়ত টিভিতে তাকে দেখেছেন। এখানে অনেক মানুষ আছেন। টেলিভিশনে দেখলে হয়ত আপনারা সেই মহিলাকে চিনতে পারেন। আপনি এখানে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আপনাকে জবরদস্তি করা হয় নি, এখানে জবরদস্তি করা যায় না, মুসলিম বানানো যায় না, সেচ্ছায় করলে হতে পারেন। আমাদের এই দেশ, আমাদের এই ইন্ডিয়া।

পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই আছে, যে দেশের সংবিধানে লেখা আছে যে, ইন্ডিয়ার প্রত্যেক নাগরিকেরই তার ধর্ম প্রচার ও পালন করার ন্যায্য অধিকার আছে। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। এই জন্য আমি গর্বিত। কারণ এই দেশে মানুষ তার নিজের

"আশহাদু আল্লা ইলাহা, ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর নবীজী মুহাম্মদ হলেন মহান আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত পুরুষ।" শান্তির ধর্মে আপনাকে স্বাগতম বোন। আমাদের এই এগজিবিশন এবং কনফারেন্সে এই দশ দিনে অনেক মানুষই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমাদের বক্তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে। তাঁরা বুঝেছেন যে, এটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান মানুষের জন্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বোন। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন আপনি জান্নাতে যেতে পারেন, পৃথিবীতে শান্তি পান আর পরকালেও শান্তি পান। ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নকর্তী ঃ প্রশ্নটা আমার অমুসলিম বান্ধবীর। সে তার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক।

প্রশ্নকর্তী ঃ আমার বান্ধবী একজন MBA এর ছাত্রী। তার প্রশ্ন হলো আল্লাহকে কেন আল্লাহ বলে ডাকা হয়? অন্য কোন নামে ডাকা হয় না কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আল্লাহকে কেন আল্লাহ নামে ডাকা হয়, অন্য নামে কেন ডাকা হয় না? এর উত্তর আছে পবিত্র কুরআনে সুরা ইসরার ১১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

"তোমরা তাঁকে ডাক আল্লাহ বলে অথবা রহমান বলে। তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাক না কেন সকল সুন্দর নামগুলোত তাঁরই।"

আপনি মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালাকে ডাকতে পারেন যে কোন নামে সেটা হতে হবে সঠিক নাম, সেটা হবে বিশুদ্ধ নাম, এমন নাম হবে যেটা তিনি নিজেই দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম উল্লেখ আছে ৯৯টি। আর রাহমান, আর রাহিম, আল ক্বারীম, আল হাকীম, পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, পরম জ্ঞানী সব মিলিয়ে ৯৯টি। আর সবার উপরে সেটা 'আল্লাহ'। আর এই কথাটা যে সুন্দর নামগুলো আল্লাহর এটা সূরা ইসরার ১১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, এছাড়াও সূরা "ত্বহার' ৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা আ'রাফ এর

Contents

১৮০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, সূরা হাশরের ২৪ নম্বর আয়াতে আছে এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى -

"সুন্দর নামগুলি সেগুলো আল্লাহর।"

আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম আল্লাহ। এখন আমরা মুসলিমরা কেন আল্লাহ তায়ালাকে আরবিতে আল্লাহ বলে ডাকি? কেন ইংরেজি God বলে ডাকি না। আসলে এর কারণটা হচ্ছে অন্যসব নামগুলো আর শব্দগুলোকে আমরা বিকৃত করতে পারি। যেমন ধরেন ইংরেজিতে God এরপর একটা s লাগালে এটা হবে Gods। ঈশ্বরের বহুবচন। আল্লাহর কোন বহুবচন হয় না। "কুলহু আল্লাহু আহাদ" বল তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। যদি God এর পরে Godes যোগ করেন এটা হবে Goddess. মহিলা ঈশ্বর। ইসলামে পুরুষ আল্লাহ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালার কোন লিঙ্গ নেই। যদি God এর পরে father যোগ করেন তাহলে God father, সে আমার অভিভাবক। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ আব্বা বা আল্লাহ father বলে কিছু নেই। যদি God এর পরে mother যোগ করেন সেটা হবে God mother ইসলাম ধর্মে আল্লাহ mother বা আল্লাহ আম্মি বলে কিছু নেই। যদি God এর পূর্বে তিন শব্দটা জুড়ে দেন তাহলে হবে তিন God। তিন আল্লাহ বলে কিছু নেই ইসলামে। আর এই জন্যই আমরা মুসলিমরা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকি আরবি শব্দ আল্লাহ বলেই। আর এই কারণেই আল্লাহ শব্দটা বেশির ভাগ প্রধান ধর্ম গ্রন্থগুলোতে দেখতে পাবেন। যদি শিখধর্ম গ্রন্থ পড়েন সেখানে মহান সৃষ্টিকর্তার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে আল্লাহ।

যদি খ্রিস্টানদের বাইবেল পড়েন Gospel of Mark এর ১৫ অধ্যায়ের ৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে, Gospel of Mather ২৭ অধ্যায়ের ৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে বলা আছে যে, "যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হলো। তিনি বলেছিলেন– এল্লাই এল্লাই লামা সাবাকতানি'– ঈশ্বর ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে।" এই এল্লাই এল্লাই লামা সাবাকতানি শুনে কি মনে হয় ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? না। তবে যদি এর আরবি করেন এটা হবে এল্লাই এল্লাই লামা তারাকতানি" একই রকম। এই হিব্রু এবং আরবি ভাষা দুটো একই রকম। আর আপনারা ধর্মীয় ডিকশনারিতে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ বা এল্লাই। একই কথা Allah

তাহলে আল্লাহ শব্দটি বাইবেলেও আছে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও আছে, বেদেও উল্লেখ করা আছে। একটা আলাদা উপনিশদ আছে। যার নাম আল্লাহ উপনিষদ। তাহলে আল্লাহ শব্দটা। এই শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রধান ধর্মগ্রন্থে। এটাই হলো স্রষ্টার সব চাইতে সঠিক ও শুদ্ধ নাম। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

উপস্থাপক ঃ কোন অমুসলিম ভাই কি প্রশ্ন করবেন? হ্যাঁ ভাই।

প্রশ্নকর্তা ঃ স্যার আমার নাম গিল রয়। বোম্বেতে থাকি। আমি ব্যবসা করি। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। প্রশ্ন করার জন্য অনুষ্ঠানটা বেশ উপভোগ করছি। এই প্রথম এসেছি। আমার প্রশ্নটা ধর্মান্তরিত হওয়া প্রসঙ্গে। ইসলামে আসা অথবা বের হয়ে যাওয়া। এখন অনেক মুসলিম দেশেই ইসলাম থেকে কেউ অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না। কিছু দেশে জবরদস্তি করা হয় বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তবে ভুল হলে শোধরে দিবেন, আমি ঠিক জানি না। তবে যে দেশে অমুসলিমের সংখ্যা বেশি, সেখানে অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে আসতে বাঁধা দেওয়া হয় না। এখন ইসলাম ধর্মে সঠিক নিয়মটা কি? কারণ আপনার লেকচারেই বললেন ইসলাম ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। আর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। তাহলে ধর্মান্তরিত হতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে কেন? তারা কি ঠিক করছে? এখানে অনুমতি দিলে অসুবিধা কোথায়? কেউ যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া হবে কেন? আপনি আমেরিকাকে দেখেন, সেখানে বেশির ভাগ মানুষ খ্রিষ্টান, তাদের বেশির ভাগই খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী। যদি তারা ধর্ম পরিবর্তনে বাধা দেয়, যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধা দেয় সে রকম হলে আপনি কি বলবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রশ্নটার দুটি অংশ প্রথম অংশে আপনি বলেছেন যে, কিছু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কেন ধর্ম পরিবর্তন করতে দেওয়া হয় না। সেখানে অন্য ধর্ম প্রচার করতে পারবে না, ধর্মান্তরিত নিষিদ্ধ। সেখানে কোন মুসলিম তাঁর ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে না মূল প্রশ্ন। এটা প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশে ধর্মান্তরিত হলে মৃত্যুদণ্ড কেন? আমেরিকাতে যদি এখন ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়, ধর্মান্তর নিষিদ্ধ হয় তখন আমি কি বলব। খুব সুন্দর প্রশ্ন। ভাই আপনি যদি কোন ধর্ম প্রচারের কথা বলেন।

এমন কিছু দেশ আছে যেমন ধরেন সৌদি আরব। সেখানে অন্য ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ। আমার জানামতে একটা দেশই আছে যেখানে অন্য ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ, সেটা সৌদি আরব। এর কারণ হলো যে, ধরেন ভাই আপনি একটা স্কুল শুরু করেছেন। স্কুল চালু করতে গিয়ে আপনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন একজন অংকের টিচারের। যখন আপনি অংকের টিচারদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, আপনি প্রশ্ন করলেন দুই যোগ দুই সমান কত? একজন অংকের টিচার বলল দুই যোগ দুই সমান তিন, পরের জন এসে বলল দুই যোগ দুই সমান চার। আর পরের জন এসে বলল দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। অনেক মানুষ বলে এখানে সমস্যা কোথায়? আপনি আপনার ধর্ম প্রচার করেন, যারা গ্রহণ করতে চায় তারা গ্রহণ করবে। আমি আপনাকে বলি, আপনার স্কুলে অংকের টিচার কেমন রাখবেন? সে বলে দুই যোগ দুই সমান তিন, নাকি তাকে রাখবেন যে বলে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আমি বলব না আমিও অংক জানি। আমি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত অংকে দুই যোগ দুই সমান চার। আর কিছুই না। তাহলে ধর্মের কথা অনুযায়ী সৌদি আরব তাঁরা একেবারে নিশ্চিত। আর মেনে নিয়েছে কুরআনের এই আয়াতটা। সূরা ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

"আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম"

তারা সৌদি আরবে ভুল কোন কিছু প্রচার করতে দিবে না। তবে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা আমেরিকানদের স্বাগত জানিয়েছে, আপনারা চলে আসেন। স্বাগত জানিয়েছে ইংল্যান্ডের মানুষদের, স্বাগত জানিয়েছে ইন্ডিয়ার মানুষদের সমস্যা নেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তারাই উপরে আছে। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা বিশেষজ্ঞ আনছে আমেরিকা থেকে, ইংল্যান্ড থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, ফিলিপাইন থেকে, ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে। কিন্তু যদি ধর্মের কথা বলা হয় তাঁরা একেবারেই নিশ্চিত, তারা পুরোপুরিই শিউর এটা সত্যি। একইভাবে আপনিও নিশ্চিত যে দুই যোগ দুই সমান চার। আপনি অংকে ভুল শিখাতে দিবেন না। একইভাবে সৌদি আরবে এমন। আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র। পবিত্র কুরআন বাদে এই পৃথিবীতে আর একটা ধর্ম গ্রন্থও পাবেন না। যেটা বলছে যে এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ধর্ম। আপনি হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো পড়ে দেখেন, আপনি খ্রিষ্টানদের

পবিত্র বাইবেল পড়ে দেখেন, বাইবেলেও বলা হয়নি যে খ্রিষ্টানধর্মই সঠিক। খ্রিষ্টানদের বাইবেলে খ্রিষ্টান শব্দটি নেই, এটা কি আপনি জানেন? পবিত্র বাইবেলে খ্রিষ্টান বলে কোন শব্দ পাবেন না। এরপর হিন্দু শব্দটা আপনি বেদে পাবেন না। এটা কি জানেন? বেদের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, এটাই হলো একমাত্র সঠিক ধর্ম। বাইবেলের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, এটাই হচ্ছে সঠিক ধর্ম। কুরআন হলো এই পৃথিবীর বুকে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ। যেখানে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ইন্নাদ্বিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।" ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। তাহলে যদি ধর্ম প্রচারের কথা বলি, অন্য কোন ধর্ম প্রচারের কথা বলি এটুকু বলতে পারি যে, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত, তারা সেখানে অন্য কাউকে, অন্য ধর্ম প্রচার করতে দিবেনা।

এই ইন্ডিয়া একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। এটা কোন হিন্দু রাষ্ট্র না, এদেশের সংবিধান সেটাই বলছে। এখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। আমি একজন ইন্ডিয়ান। ভৌগোলিকভাবে আমি হিন্দু। কারণ আমি ইন্ডিয়ান। তবে আমি ইসলাম ধর্ম পালন করি, ইসলাম ধর্ম আমি মানি। এটা আমার জন্মগত অধিকার যে, আমার ধর্ম প্রচার, প্রসার এবং পালন করতে পারব। ইন্ডিয়ার সংবিধান সেটাই বলছে। আগে তাহলে সংবিধানটা বদলাতে হবে। আমরা সবাই জানি যে, আমেরিকা একটা গণতান্ত্রিক দেশ, তাদের সংবিধানে এটা আছে যে, বাক স্বাধীনতা থাকবে। আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে, আমেরিকায় যদি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে বাধা দেয় তাহলে আমার কেমন লাগবে? এটা তো তাদের খ্রিষ্টানধর্ম গ্রন্থে নাই। আমি বলব তারা খ্রিষ্টানধর্ম মানছে না, তারা তো বাইবেল মেনে চলছে না। আপনি বলবেন এটা একটি হিন্দু রাষ্ট্র। আসলে কিন্তু তা নয় এটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। হিন্দুরাষ্ট্র কোথাও বলা হয়নি, আপনি তো খ্রিষ্টান। আপনি আমাকে বাইবেল থেকে মাত্র একটা কথা দেখান যেটা বলছে যে খ্রিষ্টানধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম। হ্যাঁ বলেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ স্যার তখন বাইবেলের এরকম ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। Old আর New testament এ তখনকার দিনের খ্রিষ্টান বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের ব্যাখ্যা করেছিল যে, বাইবেল বলছে কেউ যদি খ্রিষ্টান ধর্মত্যাগ করতে চায় তাকে তখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। অনেক আগে স্পেনে খ্রিষ্টানরা এরূপ করেছিল। সেটা প্রায় ৫০০ বছর আগে। তবে এখন মানুষ অনেক উন্নত হয়েছে। আমি এমন কোন খ্রিষ্টান সংখ্যাগুরু দেশের কথা জানি না যারা

Contents

এইটাতে বাধা দেয়। আমি ধর্ম প্রচারের কথা বলছি না, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলছি। ধরেন একজন মুসলিম। কোন একটা মুসলিম দেশে যদি ধর্ম ত্যাগ করতে চাই–

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই এইটাতো আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় দিক। এজন্যই বলছি আগে উত্তরটা শেষ করতে দিন, আপনি কি করছেন। আপনি হাত উপরে তুলছেন। আমি তো শুরুতেই বলছি আপনার প্রশ্নটা দুটো ভাগ আছে। প্রথম অংশের উত্তর দিয়েছি। আর আপনি শুরু করলেন। যখন আপনি হাত উপরে তুললেন তখন আমি কি বুঝি আপনি আমার উত্তরটা মনোযোগ দিচ্ছেন না ঠিক? আমরা আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়েছি, আমাকে উত্তর দেবার সুযোগটা দেন। ঠিক আছে?

আমি তো বলেছিলাম আপনার প্রশ্নের দুটো ভাগ আছে। আর আমার উত্তর শেষ করার আগে আপনি হাত শুধু উপরে তুলছেন। আমি যদি কথা বলে যাই অন্য সবাই বুঝবে আপনি বুঝবেন না। আমিতো চাই আপনিও সেটা বুঝেন, আমিতো চাই আপনি যেন শান্তির ধর্ম গ্রহণ করেন। ঠিক আছে ভাই?

এবারে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আসি। যদি কেউ অন্য ধর্মে যেতে চায়, যদি কেউ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে চায় পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে সূরা বাকারায় ২৫৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -

"দ্বীন সম্পর্কে কোন জবরদস্তি নেই, সত্য হচ্ছে সুস্পষ্ট মিথ্যা থেকে।"

তাহলে কোন মানুষ যদি ইসলাম ধর্ম থেকে অন্য কোন ধর্মে যেতে চায়- ভালো। কিয়ামতের দিন সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে থাকবে। আর মৃত্যুদণ্ডের কথা যদি বলেন তাহলে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যদি সেই লোক ধর্মান্তরের পরে যদি তার নতুন ধর্ম প্রচার করতে থাকে, আর ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আর এই একই রকম আইন, প্রায় একই রকম আইন পৃথিবীর সব দেশেই দেখবেন, ইন্ডিয়াতেও দেখবেন। এখানে আপনি দেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না। ইন্ডিয়াতে ধরেন কোন একজন লোক সে দেশের কোন তথ্য বিক্রি করল কোন শত্রুর কাছে ঠিক আছে? তার তথ্যগুলো সত্যিও হতে পারে, হয়ত কোন ব্লুফিল্ম কিছু দেশ মৃত্যুদণ্ড

Contents

দিবে অন্যরা দিবে যাবত জীবন কারাদণ্ড, যদিও সে সত্যি কথা বলেছে। নিজস্ব আইন প্রত্যেক দেশেরই আছে। তাহলে ইসলামে যদি কোন মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে। তারপর সেটা প্রচার করে, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, যদি সেটা কোন ইসলামিক দেশ হয়, যদি ইন্ডিয়ায় কেউ এমনটা করে কেউ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না। যদি সে এমন দেশে থাকে যারা ইসলামিক শরীয়া মেনে চলে। এখানে সে কি করছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে সে তাহলে সেই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। এমন অবস্থা হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

সব মুসলিম দেশ কিন্তু ইসলামিক শরীয়া মেনে চলে না। এই কথাটা জেনে রাখেন। হাতেগোনা কয়েকটা দেশ কেউ এই আইনগুলো মানেন, কেউ ঐ আইনগুলো মানে না। আমি এমন দেশের কথা জানি না যারা ১০০% ইসলামি শরীয়া পালন করেন। তাহলে আপনার এই কথা বুঝতে হবে সেই মুসলিম দেশে ইসলামিক শরীয়া প্রচলিত আছে। আর তেমন দেশে যদি এরকম কোন ঘটনা ঘটে, যেমন ঃ ইন্ডিয়ায় কেউ যদি দেশের গোপন তথ্য বিক্রি করে দেয়, তাহলে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হবে কত বছরের আমি জানি না। মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে, আমেরিকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। সেই একইভাবে এই মুসলিম দেশের আইন হলেও এটা, সে দেশে ইসলামিক আইনে শাসন কাজ চালানো হয়। তাহলে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

উপস্থাপক ঃ ধন্যবাদ। এবারে প্রশ্ন মহিলাদের ভিতর থেকে। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই। আমার নাম নিলম শেঠী। আমার জন্ম হিন্দু পরিবারে। আমি একদিন আজাদ ময়দানে হিন্দুইজম ও ইসলামিক সাদৃশ্য নিয়ে আপনার লেকচারটা শুনেছিলাম। সেই দিন থেকেই আমি ইসলাম পছন্দ করি। আজকে সবার সামনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মাশায়াল্লাহ বোন আপনাকে অভিনন্দন, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন। তিনি বললেন কয়েক বছর আগে বোম্বের আজাদ নগরীতে প্রথম আমার লেকচার শুনেছিলেন। বিষয় ছিল হিন্দুইজম ও ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য। আর সেই দিন থেকেই তিনি ইসলাম পছন্দ করেন। আর আজকে সবার সামনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আপনাকে এই শান্তির ধর্মে স্বাগত জানাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি রহমত দান করেন। আর ইনশায়াল্লাহ আপনি জান্নাতে যাবেন, ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাবেন। ধন্যবাদ।

Contents

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ। আমি ছিলাম সন্ধ্যা। এখন আমি জারা বিলাল খান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনি আপনার লেকচারে বললেন যে, ইসলাম মূর্তি বা মূর্তি পূজা বিশ্বাস করে না। তবে কেরালায় এমন একটা জায়গা আছে সেখানে একটা মূর্তি দেখা যায়। যেটা পাথর থেকে উঠে এসেছে। আর এটা বাড়ছে। এইটা তাহলে এইরকম কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন ইসলামে মূর্তিপূজা নেই। কিন্তু তিনি জানেন কেরালার কোন একটা জায়গায় সেখানে কোন একটা পাহাড়ের ভিতর থেকে মূর্তি বের হয়ে আসছে আর সেটা বাড়ছে, কিভাবে সেটা বাড়ছে? আপনার প্রশ্ন। তার মানে মূর্তিটার ভিতর কিছু একটা আছে। বোন আপনি কি জানেন যে পাহাড়ও বড় হয়? এটা কি জানেন। হ্যাঁ এটা যদি জানেন তাহলে মূর্তিওতো বেড়ে উঠতে পারে। তার মানে এই নয় যে সেই মূর্তির ভিতর জীবন আছে।

প্রশ্নকর্তী ঃ না। মূর্তিটা পাথরের ভিতর থেকেই এসেছে। ওখানে আগে কোন মূর্তি ছিল না। পাথরের মধ্যে থেকেই মূর্তিটা বের হয়েছে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ আমি সে কথাটাই বলছি মূর্তিটা পাথরের মধ্যে থেকে বের হয়েছে। পাহাড়-পর্বততো আকারে বড় হয়। কিভাবে সেটা বাড়ে আমরা তা Geology তে পড়েছি। যে পাহাড় পর্বত বাড়ে। এমন অনেক উদাহরণ আছে। যেমন ধরেন এই কয়েক বছর আগে শুনা গেল যে গনেশের মূর্তি দুধ খাচ্ছে। এটা একটা সহজ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। অ্যাফসিস এটা একটা সহজ ব্যাপার। আপনি একটি জগ ভর্তি দুধ একটা চারাগাছ রাখেন তাহলে সেই চারাগাছ দুধ শুষে নিবে এটা অ্যাফসিস। তার মানে এই না যে সেই মূর্তি দুধ খাচ্ছে। তখন অনেক টিভি চ্যানেলেই এইটা দেখানো হয়েছিল এখানে আপনাকে বুঝতে হবে যে এগুলো হলো সব জড় বস্তু। বেদে পরিষ্কার করেই বলা আছে– Yajurved এর ৩২ অধ্যায়ের ৩ অনুচ্ছেদ "নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি" মহান স্রষ্টার কোন প্রতিমা নেই।" তাঁর কোন ছবি নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই, তাঁর কোন ভাস্কর্য নেই, কোন ফটোগ্রাফ নেই। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তী ঃ কিন্তু একটা কথা। পাথরটা এরকম আকার পাচ্ছে কোথা থেকে। পাথরটার আকার তাহলে একটা মূর্তির মত হচ্ছে কেন?

ডা. জাকির ঃ বোন। আজকের কথা যদি বলেন, তাহলে মানুষও কোন আকার দিতে পারে, যন্ত্রপাতি দিয়ে, প্রাকৃতিকভাবে কোন আকার তৈরি হতে পারে। এটা

খুবই স্বাভাবিক। এমনও অনেক কথা শুনা যায় যে, একটা গাছ আছে দেখলেন লেখা আছে "ওম" অথবা কোন গাছে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এই সমস্ত ব্যাপার আসলে একেবারেই গুরুত্বহীন। আমরা এখানে কথা বলছি সত্য নিয়ে। বোন অনেক পাহাড় আছে দেখতে অনেকটা মানুষের মুখের মতন এমনটা দেখেছেন আপনি? এটা প্রকৃতির খেলা। পাথরের আকার মানুষের মত থাকলেই এটা অলৌকিক হয়ে যায় না। আমরা মেনে চলব বেদের কথা, কুরআনের কথা, বাইবেলের কথা যেটা বলছে সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি নেই। পাথরত একটা মানুষের মত হতে পারে, তার মানে এই না সেটা ঈশ্বর। ধন্যবাদ ঠিক আছে প্রশ্নকর্তী। আর এইসব পাথর দেখবেন বিভিন্ন ছবি, মূর্তি এগুলো পড়ে গেলে ভেঙ্গে যায়। যখন সে নিজেকে সাহায্য করতে পারে না তখন সে কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ Thank you sir. আমি ডঃ রাজেস। একজন হোমিও প্যাথিক ডা.। আমার প্রশ্ন দুইটা। আমি পড়েছি যে নবী মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী। এই সর্বশেষ আর চূড়ান্তের উপর এত জোর দেয়া হচ্ছে কেন? আপনারা নতুন কোন নবীকে কি ভয় পাচ্ছেন? আল্লাহ যদি নতুন কাউকে মনোনীত করে পাঠান তাকে কি মেনে নিবেন না? আর আমি যদি সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে চাই, ইসলাম এই ক্ষেত্রে কি বলে? ধন্যবাদ স্যার।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই দুটো প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্নটার উপর এত জোর দিচ্ছি কেন যে তিনিই শেষ নবী। আল্লাহ আরেকজন নবী পাঠাতে চাইলে কি পারতেন না? আর শেষ প্রশ্ন যদি আমি আল্লাহকে দেখতে চাই তাহলে আমি কি করব। আপনার এই প্রশ্নে আমি পরে আসছি। প্রথম অংশটা যে জোর দিচ্ছি কেন? যে মুহাম্মদ (স) শেষ নবী। শুধু আমি জোর দিচ্ছি না বেদও জোর দিচ্ছে, কুরআনও জোর দিচ্ছে, বাইবেলও জোর দিচ্ছে। আর কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে জোর দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াত,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا .

"যে মুহাম্মদ (স) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল, তিনি নবুয়তের শেষ সীলমোহর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে জানেন।"

এখন আল্লাহ বলেছেন, তবে আল্লাহ নতুন কাউকে পাঠাতে চাইলে পাঠাতে পারতেন। তবে আল্লাহ কখনো মিথ্যা কথা বলেন না– পবিত্র কুরআনে একথা উল্লেখ করা আছে সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– তিনিই হলেন শেষ নবী। তাই আল্লাহ জানেন। যদি নতুন কাউকে পাঠাতেন তাহলে মুহাম্মদ (স) কে শেষ নবী উল্লেখ করতেন না। যেহেতু মুহাম্মদকে শেষ নবী বলা হয়েছে, আমি বিশ্বাস করেছি। আর আল্লাহ তায়ালাতো ভবিষ্যতও জানেন। আপনি আমি জানি না। তিনি বলেছেন মুহাম্মদই শেষ নবী। সেজন্য আমি সেটা বিশ্বাস করি। এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালা ঠিক সেটাই দিয়েছেন আমাদের। কিছু মানুষ বলেন আল্লাহ নবীকে কেন সৃষ্টির প্রথম দিনই পাঠালেন না। আমার ছেলে কয়েকদিন আগে বলছিল, আমাকে প্রথমেই কেন মেডিকেল কলেজে ভর্তি করলেন না, বললাম আগেতো স্কুলে যেতে হবে ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু, ক্লাস থ্রি, কলেজ তারপর মেডিকেল ঠিক আছে। তাই মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ বিভিন্ন রাসূল পাঠিয়েছেন। আমরা চারটা কিতাবের নাম জানি। এছাড়াও আরো অনেক আছে।

তাওরাত যাবুর, ইঞ্জিল এগুলোর নাম জানি। এরপর আল্লাহ তায়ালাই ঠিক করলেন যে, ১৪০০ বছর আগে মানুষ পবিত্র কুরআন বুঝার পর্যায়ে এসেছে। তখন তিনি পাঠালেন তাঁর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল মুহাম্মদ (স) কে এবং চূড়ান্ত কিতাব হলো কুরআন। এখন আল্লাহ চাইলে নতুন কাউকে পাঠাতে পারেন। তবে যেহেতু তিনি বলেছেন আর কাউকে পাঠাবেন না, তাই পাঠাবেন না। এই দ্বীন তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। আগে ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণ ছিল না। সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

“আজ এই দ্বীনে তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহগুলো সম্পূর্ণ করলাম। তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে আমি সম্পূর্ণ করলাম।”

ইসলামকে সম্পূর্ণ করার পর এখানে নতুন কিছু যোগও হবে না অথবা এখান থেকে বাদ দেওয়া যাবে না, এটা সম্পূর্ণ। আর সেজন্য যদি আজকের দিনে কেউ বলে যে সে আসমানী কিতাব পেয়েছে, আর যদি সে বলে সে আল্লাহর রাসূল তাকে

মানসিক ডাক্তার দেখাতে হবে। এখন অনেক মানুষই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, অনেকে ঈশ্বরের নবী বলে দাবি করে। মানসিক ডাক্তার দেখাতে হবে তাকে। কারণ কুরআনের পরে নতুন কোন আসমানী কিতাব আসবে না, মুহাম্মদের পরে নতুন কোন নবী আসবে না। এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহকে দেখতে চাইলে তখন আপনাকে কি করতে হবে? এই পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখতে পাবেন না। পবিত্র কুরআনে বলা আছে যে, মূসা (আ.) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে বলেছিলেন পাহাড়ের দিকে তাকাও। আমি এই পাহাড়ে আমার একটা ঝলক দেখাব। সেই পাহাড়ের তখন কি অবস্থা হল। সেই পাহাড়ের আগুন থেকে মূসা নবীর চোখ ধাঁধায় গেল। পৃথিবীতে দেখতে পাবেন না, তবে পরকালে দেখতে পাবেন, যদি আপনি জান্নাতে যান। সবকিছুই সেখানে পাবেন, খাবার, সবকিছুই, লোকজন- হাদীসে লেখা আছে। তখন তারা আল্লাহকে দেখার জন্য অনুনয় বিনয় করবে। যদি আপনি আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে চান তাহলে আল্লাহর এই চূড়ান্ত আসমানী কিতাব পড়তে হবে, এই পবিত্র কুরআন এর কথাগুলো মেনে চলতে হবে এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদের কথাগুলো মেনে চলবেন। যদি মুহাম্মদ (স) আর কুরআনের কথাগুলো আপনি মেনে চলেন ইনশাআল্লাহ আপনি জান্নাতে যাবেন। যদি আমি মানি তাহলে আমিত জান্নাতে যাব। আর ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর আইন মেনে চললে জান্নাতে যাব। আর ইনশাআল্লাহ আমরা সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাব। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। ধন্যবাদ।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার নাম কিশোর। আমি মনিপুর থেকে এসেছি। ইন্ডিয়ার দক্ষিণ থেকে। আপনারা জানেন যে, কাশ্মিরে যেমন আপনাদেরকে সবাই সন্ত্রাসী বলে তেমনি মনিপুরে আমরা যারা স্থানীয়, আমরা ওখানে কাজগুলো করছি সেজন্য আমাদেরও সবাই সন্ত্রাসী বলে ডাকে। এই কারণে গত ১৫ দিন আমি এইখানেই আছি। মনিপুরে খবর ছড়ানো হয়েছে যে, আমি মারা গেছি। আমার মা বাবাও জানে যে আমি মারা গেছি। আসলে সেই ভয়েই আমি বোম্বেতে চলে এসেছি। আর মনিপুরে এখন পর্যন্ত আমরা কেউ পিস টিভি দেখিনি। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে বলে বেশ কিছুটা জানি। আমি গুরু দুয়ারাতে গেছি, চার্চে গেছি। তারপর বাইবেল পড়েছি। সব জাগাতেই গেছি। তবে আমি এখন পর্যন্ত এটা জানি না যে, মুসলিমরা কেন দাঁড়ি রাখে? আর ইসলাম ধর্মে কি আছে সেটা কোন হিন্দি বইতেও

Contents

পাইনি, ইংরেজি বইতেও পাইনি, মনিপুরেও পাইনি। তাই আমি বলব আপনারা যদি এই বইগুলো মনিপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তাহলে খুব ভালো হয়। আর আমি যদি এখানে হিন্দি বা ইংরেজিতে কোন বই পাই তাহলে আমি সেটা কিনতে রাজি আছি।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে কাশ্মিরে যেমন মুসলিমরা জিহাদ করছে। একইভাবে মনিপুরের অধিবাসীরাও লড়াই করছে। উনি মনিপুর থেকে চলে এসেছেন, এখানে এসেছেন। মনিপুরের বিভিন্ন ঝামেলার কারণে ১৫ দিন এখানেই আছেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। আর উনি জানতে চেয়েছেন মনিপুরে কেন পিস টিভি দেখা যায় না। আর জানতে চেয়েছেন যে মুসলিমরা কেন দাঁড়ি রাখে। আপনার প্রশ্ন দুটো। ভাই কাশ্মিরের কথা আমি আগেও বলেছি যে, সবাই জিহাদ করছে আমি এই কথা বলব না। সবাই কিন্তু জিহাদ করছে না।

প্রশ্নকর্তা ঃ এক মিনিট, এক মিনিট। আমার কথাটাকে ভুল বুঝেছেন। আমি বলছি আপনারাই ঠিক করছেন। ডা. জাকির আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি ভাই। আমি কখনই বলিনি আপনি ভুল। আর আপনার প্রশ্নটাও খুব সুন্দর। তবে এটাও পরিষ্কার করি। কাশ্মিরে যেসব মানুষ যুদ্ধ করছে, অনেকেই হয়ত সত্যিকারের জিহাদ করছে না। কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য খারাপ কাজ করছে। যারা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করছে তাদের যুদ্ধকে বলতে পারেন "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"। আমি ঢালাওভাবে বলতে পারি না যে, কাশ্মিরে সব মুসলিম জিহাদ করছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এবারে মনিপুরের বিষয়টা নিয়ে বলি। আমি জানি যে মনিপুরে এখন খুব যুদ্ধ চলছে আর সেই যুদ্ধের কারণেই আপনি এখানে। হতে পারে এটা আল্লাহর ইচ্ছা, হয়ত এমনটা আল্লাহর ইচ্ছা। যুদ্ধের কারণে আপনি এখানে এসেছেন। হয়ত এই দুনিয়ায় শান্তিতে থাকার পাশাপাশি পরকালেও শান্তিতে থাকবেন। ঠিক আছে। আপনি আমার লেকচার শুনলেন শান্তির উপর। পৃথিবীর শান্তিটা হলো সাময়িক, চিরস্থায়ী না। কিন্তু পরকালের শান্তিটা হলো চিরস্থায়ী।

এবারের প্রশ্নে আসি আমরা দাড়ি রাখি কেন? আর মনিপুরে পিস টিভি দেখতে পারেন না কেন? মনিপুরে পিস টিভি দেখার প্রসঙ্গে বলি। আপনি

Contents

ফ্রিকোয়েন্সিটা চেক করে দেখতে পারেন। যদি ডিশএন্টেনা লাগান। হতে পারে আপনাদের ডিশ অপারেটররা চ্যানেলটা আনেনি। একটা ডিশএন্টেনা কিনতে কয়েক হাজার টাকা লাগবে। এন্টেনাটা এখন পূর্ব দিকে ৬৮ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেন। আর ফিকোন্সিটা টিউন করেন ইনশাআল্লাহ পিস টিভি দেখতে পাবেন। আপনাদের ক্যাবল অপারেটরকে বলে দেখেন। আমরা মনিপুরে গিয়ে তাদের বাধ্য করতে পারি না। এবার বলি মুসলিমরা কেন দাঁড়ি রাখে। আমি এখানে বলব যে, পোশাকে আপনার যে উদ্দেশ্য বুঝাবেন সেই পোশাকই আপনি পরেন। একটা লেকচারে বলে দিলাম– "ইফ দি লেভেল শো'জ ইওর ইনটেন্ট ওয়ার ইট"। যেমন ধরেন যদি কোন কনফারেন্সে যান বিশেষজ্ঞদের। দেখবেন তাঁরা লেভেল পরেছেন আমি ডাক্তার অমুক, আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি একজন বিজ্ঞানী এটা হলো অনুষ্ঠান ছাড়াই পরিচয়। যদি আপনি শুধু ডাক্তারদের কোন কনফারেন্স যান তাদের স্পেসালিটি লেখা আছে– যেমন ডা. অমুক, কার্ডিওলোজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, নেফরোলজিস্ট। হার্টের সমস্যা হলে কার্ডিওলোজিস্ট। যদি আপনার সমস্যা হয় কিডনিতে তাহলে নেফরোলজিস্ট, যদি ব্রেইনে সমস্যা হয় তাহলে নিউরোলজিস্ট আনুষ্ঠানিক পরিচয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– কুরআন বলছে– "যদি তাদের কাছে আস যারা আমার আয়াতে ঈমান আনয়ন করে তাদের বল সালামালাইকুম। তাদের বল শান্তি বর্ষিত হোক। "ইসলাম আমাদের বলে তোমরা বল আসসালামু আলাইকুম" এটা শান্তির ধর্ম। কমপক্ষে প্রতিদিন প্রত্যেক মুসলিম অন্ততপক্ষে পাঁচবার সালাত আদায় করে। যখন সে দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়ে, যদি সে শুধুমাত্র ফরজ নামাজগুলো আদায়ও করে, যেটা আবশ্যকীয়। পাঁচবার গুণ দুই। নামাজ আদায় শেষ হলে বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার ডান দিকে যত লোক আছে সবার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার বাম দিকে যতলোক আছে সবার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রত্যেক নামাজে দুইবার বলি। কমপক্ষে পাঁচবার নামাজ পড়ি। কমপক্ষে দশবার সালাম দিচ্ছি ডান পাশের মানুষদের আর পাশাপাশি বাম দিকের মানুষদের। যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও পড়ি তাহলে আরো দশবার। এভাবে অন্ততপক্ষে বিশবার আমি সালাম জানাচ্ছি আমার ডান দিকের

Contents

মানুষদের আর বাম দিকের মানুষদের যদি সাধারণ সুন্নতও পড়ি তাহলে আরো বেশি হবে।

যখনি আমি কোন মুসলিমকে দেখি তাকে বলি আসসালামু আলাইকুম- আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পবিত্র কুরআনেও এই কথা আছে সূরা নিসার ৮৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– বলা হয়েছে "যদি কেউ তোমাকে অভিবাদন করে উত্তম অভিবাদন করে তুমি আরো ভালোভাবে অভিবাদন কর, অথবা তাঁর সমান।" কেউ যদি আমাকে বলে আসসালামু আলাইকুম। আমি তখন বলব ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেউ আমাকে বলল শান্তি বর্ষিত হোক, আমি তখন বলব শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। কেউ যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি তখন বলব ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আরো ভালোভাবে দিব। যদি কেউ বলে যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি অন্ততপক্ষে একইভাবে বলব ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেউ আমাকে বলল আসসালামু আলাইকুম, আমি বললাম ওয়া আস সালামু আলাইকুম। কথাগুলো একই কিন্তু বললাম হৃদয়ের গভীর থেকে। এমনটা হলেও ভালো।

তেমনি আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন আরো ভালোভাবে অভিবাদন কর। এখন ধরেন ভ্রমণ করছি, মুসলিমদের সাথে দেখা হবে, এটা কিভাবে বুঝব যে কোন লোকটা মুসলিম? এই জন্য আমাদের লেভেল আছে– দাড়ি। কিন্তু এখন মিডিয়াতে দেখবেন মুখের মধ্যে দাঁড়ি থাকলে আপনি সন্ত্রাসী। যদি শিখরা দাঁড়ি রাখে আর পাগড়ী পড়ে তাহলে বলা হয় ঐতিহ্য মানছে। আর মুসলিমরা দাঁড়ি রাখলে বলা হয় সন্ত্রাসী। খ্রিষ্টানরা দেখবেন তারা মাথা ডেকে রাখে, তাদের বলা হয় তারা ধার্মিক। আর মুসলিমরা মাথা ডেকে রাখলে তাদের বলা হয় নিপীড়িত। মিডিয়া, মিডিয়া। এই দাঁড়ি একটা মাছিরও ক্ষতি করতে পারবে না, আমার মাথার টুপি একটা মাছিরও ক্ষতি করতে পারবে না। কুরআন পড়লে দেখবেন কুরআনের কোথাও দাঁড়ি রাখার কথা বলা হয়নি। কুরআনে দাড়ি নিয়ে একটা আয়াত আছে সূরা ত্বোহার মধ্যে।

এখানে ৯৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেখানে মূসা (আ) তিনি তখন দাড়ি ধরেছিলেন তাঁর ভাই হারুনের। ইহুদীরা বলে এরুন। হারুন তখন বললেন হে আমার সহোদর তুমি কেন আমার মুখের দাড়ি ধরেছ।" শুধুমাত্র এই আয়াতটাতেই দাড়ির কথা উল্লেখ আছে। আমাদের প্রিয় নবীজী বলেছেন সহীহ বুখারীতে আছে ৭

নম্বর খণ্ডের ৭৮০ এবং ৮১ নম্বর হাদীসে। আমাদের প্রিয় নবীজি বলেছেন “পৌত্তলিকরা যে কাজ করে তার বিপরীতটা কর।” তোমাদের গোঁফ ছোট করে রাখ আর দাড়ি রাখ। যেহেতু এটা নবীজীর নির্দেশ। আর আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে মান্য কর।” নবীজী নির্দেশ দিয়েছেন আমরাও মানব। আর এই দাড়ি থাকলে আমরা সহজেই চিনতে পারি। অনেক লোক বিভিন্ন সময়ে আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, আমি যখন বিদেশ যাই, তারা আমার টুপি এবং দাড়ি দেখে আসসালামু আলাইকুম বলে এটা অনানুষ্ঠানিক পরিষ্কার আমি শান্তি প্রচার করছি। আমাদের বুঝতে হবে যে, এটা একটা অনানুষ্ঠানিক পরিচয়। আর একটা উদাহরণ দেই, একটা গাড়ি কিনলেন। আপনি যদি ডাক্তার হোন তাহলে গাড়িতে ক্রস লাগানো থাকে। কেন? এটা বুঝাতে যে গাড়ির মালিক একজন ডাক্তার। যদি আপনার ইমার্জেন্সি কাজ থাকে তাহলে গাড়ি থামাতে পারেন। তারপর সাহায্য চাইতে পারেন, সেখানে যদি কারো মুখে দাড়ি দেখেন, আর মাথায় টুপি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে সে মুসলিম।

আমার মনে আছে দাদা-নানাদের জিজ্ঞেস করলে জানবেন, তাদের জিজ্ঞেস করলে দেখবেন পঞ্চাশ বছর আগে, একশ বছর আগে তারা আপনাকে বলবে যে অমুসলিমরা তারা যখন কোন ট্যাক্সি ভাড়া করতে চাইত, তখন একজন এমন ড্রাইভার খোঁজ করত যার মাথায় টুপি আর মুখে দাড়ি আছে। মুসলিম ড্রাইভার এই লোক আমাকে ঠকাবে না। যদি তারা মুদি দোকানে কেনাকাটা করতে যেত তারা এমন লোকের কাছ থেকে জিনিস কিনত যার মালিকের মুখে দাড়ি আছে মুসলিম। এই লোক ঠকাবে না কিন্তু এখন যদি মাথায় টুপি থাকে মুখে দাড়ি তার মানে এই লোক সন্ত্রাসী। তাহলে ইসলাম সম্পর্কে অনেক বদনাম। এখন আমাদেরকে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। ঠিক? এটা আমাদের একটা লেভেল, এটা আমাদের নবীজীর নির্দেশ। তিনি বলেছেন সেজন্য আমরা এটা করি। এতে একটা মাছিরও ক্ষতি হবে না, এটা অনানুষ্ঠানিক পরিচয়ের একটা মাধ্যম। যে আমরা মুসলিম, যাতে সালাম জানাতে পারি। আর যদি কোন সমস্যায় পড়ি, যদি সাহায্যের দরকার হয় প্রতিবেশীকে সাহায্য করা মুসলিমদের কর্তব্য। সাহায্য চান তার কাছে যার মুখে দাড়ি মাথায় টুপি। ইনশাআল্লাহ আপনি সাহায্য পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি ডাক্তার বলবন্ত শাস্ত্রী। বিহারে সরকারি ডাক্তার হিসেবে ছিলাম। আমি বোম্বেতেও অনেক দিন যাবৎ আছি। এখানকার অনেক অতিথিকেই আমি ব্যক্তিগতভাবেই চিনি। তাদের সাথেও কথা হয়। আপনাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরেছি বলে আমি সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার জানাচ্ছি। আমি এখানে আপনার কাছে শুধু একটা ব্যাপারেই জানতে চাইব। হিন্দু দর্শনে একটা কথা আছে বাসুবেই বা কুটুম্বাকাম। পুরো পৃথিবীই আমার আত্মীয়, পরিবার। হিন্দু দর্শনে আমরা এমনটাই দেখি। আর স্বর্গে ভবান্তসুখী না ভবান্ত নিরাময়, সব্বাই সুখে থাকুক সবাই আনন্দে থাকুক, সবাই ভালোভাবে জীবিকা অর্জন করুক, সবাই ভালো থাকুক, হিন্দু দর্শন থেকে আমরা এমনটাই জানতে পারি। আমার ধারণা আপনাদের ইসলাম ধর্মে দর্শনে এরকম কোন কথা আছে। আর এই কথাগুলো আপনারা মানুষের কাছে প্রচারও করে থাকেন। তবে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সাথে আমি দেখছি। আর আপনাকেও একথাটা বলছি। এই ব্যাপারে আপনারা পবিত্র কুরআনের অর্থ ঠিকভাবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারেন নি। এখন কুরআনের এই কথাগুলো আর আপনাদের কথা মানুষতো তাহলে ভুল বুঝবে। এখন আপনি দেখবেন যে পুরো পৃথিবী জুড়েই যেভাবে সবগুলো মিডিয়ায় কুরআন আর ইসলাম সম্পর্কে যেসব খারাপ খবর শুনা যায়, এগুলো আগে তেমনটা শুনা যেত না। যেমন ধরেন কট্টরপন্থী, চরমপন্থী, আতংকবাদী। এটা সব জায়গাই। তাহলে আমি কি বুঝব এখানে আপনার কথার মাঝে ভুল আছে, নাকি মানুষ কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করছে, নাকি আমাদের সামনে যে খবর তুলে ধরা হচ্ছে সেটা ভুলভাবে তুলে ধরা হচ্ছে? ইসলামতো সব সময় শান্তির কথা বলে। কিন্তু এখন পৃথিবীর সামনে ইসলামের ইমেজ খুব খারাপ। ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই সুন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। আপনি বললেন যে, হিন্দু দর্শনে আপনারা মানেন যে, পুরোপৃথিবীর মানুষ পরিবারের মত। এই পরিবারের সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করবে, আর আনন্দ করবে, উপভোগ করবে, এটাই উনার প্রশ্ন। ইসলামেও কি এমন কিছু আছে? উনি বললেন যে, ইসলামেও ঠিক একই রকম কথা আছে। তারপরও তিনি আমাকে প্রশ্নটা করলেন যে, এই কুরআনের কথা সব মানুষের কাছে পৌছানো উচিত। এখন মুসলিমরা কি

পবিত্র কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করছে, নাকি মানুষজনই পবিত্র কুরআনের কথাকে ভুল বুঝছে? এখন আমরা দেখি মুসলিমদের সবাই বলছে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, চরমপন্থী, এখানে আসলে সমস্যাটা কোথায়? আপনার প্রথম প্রশ্নের সাথে আমি একমত যে হিন্দুধর্মে আছে পুরো পৃথিবীর মানুষ একই পরিবারে থাকবে, তারা সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করবে, ইসলামও এরকমই কথা বলছে শুধু শেষেরটা আলাদা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ـ

"হে মানুষজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি, বিভিন্ন জাতি আর গোত্রে যাতে তোমরা অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার।"

এজন্য না যে একে অন্যকে ঘৃণা করবে তাহলে কুরআন বলছে যে পৃথিবীর সব মানুষ তাদের পূর্ব পুরষ তাদের সবার আর আমাদের সবার পুরুষ একজন আদম ও হাওয়া। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। পরে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভাগ করেছেন বিভিন্ন জাতি আর গোত্রে, রং আলাদা, ভাষা আলাদা, যাতে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারি। আর আল্লাহ তায়ালা যেটা দিয়ে আমাদের বিচার করবেন সেটা আমাদের সম্পদ না, গোত্র না, বর্ণ না, গায়ের রং না, আমাদের লিঙ্গ না সেটা হলো 'তাকওয়া'। আর আল্লাহ বলেছেন তোমাদের মধ্যে এই সূরা হুজরাতের ১৩ নম্বর আয়তেই আছে– আল্লাহ তায়ালা এখানে বলেছেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ـ

"তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেই ব্যক্তি যার তাকওয়া আছে।"

আল্লাহ তায়ালা যে জিনিস দিয়ে সবার বিচার করবেন। ভাই কথা বললে আমার উত্তরটা শুনতে পাবেন না। আপনি আরেকটা প্রশ্ন করবেন? ভাই আমাকে আগে উত্তর দিতে দেন। আপনি এখন আপনার প্রশ্নটা নিয়ে আরেকজনের সাথে কথা বলছেন। এটা আমার পেশা ভাই। আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি এখনো শেষ করিনি। সবে শুরু করেছি, আমি শেষ করলে আপনি বুঝতে পারবেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি বলছি। আমি ইংরেজি ভাষা বেশি বুঝি না। আমি অনুরোধ করব যে, আপনি তো যথেষ্ট জানেন। আপনার পাশে যদি আর কেউ থাকে যে হিন্দিতে ব্যাখ্যা করে দিবে অথবা উর্দুতে ব্যাখ্যা করবে তাহলে আমার পক্ষে সেটা বুঝা সহজ হবে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ ভাই আপনার বুঝার জন্য হিন্দিতে বলতে পারি। কিন্তু হিন্দিতে যদি আমি উত্তর দেই অন্যদের সাথে অবিচার করা হবে। আপনি তো আপনার প্রশ্নটা হিন্দিতে করেছেন। সেটার তরজমা করে আমি ইংরেজিতে উত্তর দিচ্ছি। যদি বুঝতে না পারেন পরে ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন অথবা পরে অন্য কাউকে বলে দিব তিনি আপনাকে উত্তরটা হিন্দিতে বুঝিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে?

তাহলে কি দিয়ে আল্লাহ আমাদের বিচার করবেন? হিন্দু ধর্মে উনি বললেন যে, আমরা জীবন যাপন করব সুখের সাথে, আয় করব, ইসলাম ধর্মেও আমরা সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করব। তবে সেটার ভিত্তি হলো তাকওয়া। যেটা দিয়ে আপনি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারেন সেটা তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা আল্লাহকে মেনে চলা। সম্পদ না, লিঙ্গ না, গোত্র না, বর্ণ না। আপনি প্রশ্ন করেছেন যে কুরআন এত ভালো কথা বলে তাহলে এখানে কুরআনের ব্যাখ্যায় কি সমস্যা হচ্ছে, মুসলিমরা কি ভুল ব্যাখ্যা করছে নাকি আমরাই কুরআনের কথা ভুল বুঝছি। এজন্যই আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। ইসলাম কি মানুষ জাতির জন্য সমাধান? সমস্যা হলো মিডিয়া এইভাবে তুলে ধরছে ইসলামকে। আমরা মুসলিমরা দোষটা আমাদের। আমি আপনার সাথে একমত। আমরা মিডিয়ার ব্যাপারে পারদর্শী নই। দোষটা আসলে মুসলিমদেরই। আর এটা প্রত্যেক মুসলিমেরই দায়িত্ব সে ইসলাম ধর্ম প্রচার করবে, কুরআনের কথাগুলো প্রচার করবে পুরো মানুষ জাতির জন্য। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি, চেষ্টা করছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখন সাধারণ মানুষকে জানানোর ভালো উপায়। এখানে দেখেন কত মানুষ, হাজার হাজার মানুষ আজ এই অনুষ্ঠানে। আমি জানি না কত জন, তবে আমাদের এই সংখ্যাটা অনেক কম। এক লাখ মানুষ সেটাও আমার জন্য অনেক কম।

আমার দরকার লক্ষ লক্ষ দর্শক। সেজন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলে সরাসরি অনুষ্ঠান করি, সেখানে দর্শক প্রায় ৬ কোটি। এক লাখ বা দুই লাখ মানুষতো নসিব। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি মানুষের কাছে ইসলামের বাণী আমি পৌঁছে

Contents

দিয়েছি। আর ৬ কোটি হলো মাত্র ১%। এটা আসলে কম। পৃথিবীর জনসংখ্যার ১%। মোট জনসংখ্যা ৬০০ কোটি। যেটা করতে হবে আমাদের মুসলিমকে এখন মিডিয়ার সামনে আসতে হবে। আরো চ্যানেল খুলতে হবে, প্রচারের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। আর আমি আপনার সাথে একমত মানুষের মধ্যে কিছু ভুল ধারণা আছে। আর সেজন্যই আপনি যেমন বললেন মুসলিমদের এখন বলা হচ্ছে চরমপন্থী বলা হচ্ছে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী। আর আমার লেকচারটাও এটা নিয়েই যে কি উত্তর দিবেন যদি কেউ আপনাকে বলে আপনি চরমপন্থী, আপনি সন্ত্রাসী, আপনি মৌলবাদী আশা করি এই লেকচারটা শেষ হওয়ার পরে আপনি হিন্দিতে উত্তরটা পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ গুরু। আমার নাম বিলাস কারাত। আমি নায়ার মেডিকেল হসপিটালের ছাত্র। আমার মতে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে মানুষ হিসাবে জন্মাতে পেরেছি। প্রাণী হিসাবে আমরা আলাদা। লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাই আপনার মতে আমাদের এই মূল্যমান জীবন কোন কাজে লাগানো উচিত। মানে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কি? আমাদের এই জীবনের আসল উদ্দেশ্যটাই কি হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই বললেন আপনি নায়ার মেডিকেলের হসপিটালের একজন ছাত্র। আপনাকে বলি আমিও নায়ার হসপিটাল থেকে পাস করেছি ১৯৯১ সালে। আনুমানিক ১৬ বছর আগে। ভাই প্রশ্ন করলেন যে, আমরা এই মানুষের জীবন পেয়েছি। এখন এই জীবনটাকে কিভাবে কাজে লাগাবো। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য" ইবাদত মানে তাঁকে মেনে চলা। তাই পৃথিবীতে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য আল্লাহ তায়ালার নির্দেশগুলো মেনে চলা। যাতে শান্তিতে থাকতে পারি ইহকালে এবং পরকালে। মানুষ জাতির যিনি স্রষ্টা তিনিই এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। পবিত্র কুরআনে সূরা মূলকের ২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে "আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন"পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম।" পৃথিবীতে আমাদের এই জীবন এটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। আমরা সবাই পরীক্ষা দিচ্ছি। আর আপনি যদি আল্লাহ তায়ালার আদেশগুলো মানেন। আর তাঁর কথামত

Contents

যদি জীবন যাপন করেন। আর শান্তি বজায় রাখেন, আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করেন তাহলে আপনি ইহকালেও সফল হবেন পরকালেও সফল হবেন।” আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ। কিন্তু আমরা যারা তরুণ, আমাদের কোন কাজটা করা উচিত?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আচ্ছা আপনারা কি করবেন। আপনারা এই কুরআন পড়বেন। পবিত্র কুরআন পড়েন, পবিত্র কুরআনের কথাগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন। যদি আপনারা বেদ পড়েন তাহলে বেদেও দেখবেন যে বলা হয়েছে এক ঈশ্বরের কথা, মূর্তিপূজা চলবে না। পবিত্র বেদ বলছে ভবিষ্যতে একজন ঋষি আসবেন, ভবিষ্যতে কলকী অবতার আসবেন, সবাইকে ভালো কথা বলবেন। এই কলকী অবতার হলেন মুহাম্মদ (স)। এই কুরআন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী কিতাব। নাযিল হয়েছে শেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (স)-এর উপর। এই কুরআন পড়েন, মেনে চলেন তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবেন ইহকালে। আর পরকালেও শান্তিতে থাকতে পারবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার নাম আরেথী। আমি একজন অমুসলিম। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো, তার আগে আমি আপনাকে এই জ্ঞানপর্ব অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আজকে ইসলামধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। আপনার লেকচার শুনেছি। আমি যতখানি বুঝেছি। আর ইসলাম এমনটা ধর্ম যেটা বিশ্বাস করে শান্তি, সাম্যবাদ এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী চিন্তায়। এমনটা যদি হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম কিভাবে আল্লাহর ধারণায় বিশ্বাস করে। অথবা ইসলাম কিভাবে বেহেশত বা দোযখে বিশ্বাস করে? যদি সেটা যুক্তিবাদী হয়।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনার এটা ভালো লেগেছে যে ইসলাম একটা শান্তির ধর্ম, এটা একটা বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম, যুক্তির ধর্ম। তারপর বললেন যদি ইসলাম যুক্তির ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে ধর্মটা কিভাবে বিশ্বাস করে ঈশ্বরে, কিভাবে বিশ্বাস করে বেহেশত আর দোযখে। বোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন বিজ্ঞানের মাধ্যমেই। যদি কোন নাস্তিককে প্রমাণ দেখাতে চাই, কুরআনের সত্যতা যদি প্রমাণ করতে চাই, তাহলে বিজ্ঞানের সাহায্য নিব। বর্তমানে এটা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ

উপায়। আগেকার দিনে এটা ছিল অলৌকিক কাজ ও সাহিত্য আর কবিতার যুগ। প্রত্যেক যুগেই কুরআন হলো অলৌকিকের ও অলৌকিক। কুরআন সব সময়ের জন্য অলৌকিক। এই কারণে বলছি। আমার কথা শুনলেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে যদি সে নিরপেক্ষ হয় তাহলে সে মানতে বাধ্য হবে যে কুরআন হল আল্লাহর বাণী। যদি সে বিজ্ঞান বিশ্বাস না করে, যদি সে নিরপেক্ষ না হয়, যদি বুঝতে না চায় তাহলে সম্ভাবনা বেশি যে সে পবিত্র কুরআন বিশ্বাস করে না। সেজন্য আমি বলেছি যে আজকের বিজ্ঞান ঈশ্বরকে বাতিল করছে না, ঈশ্বরের কিছু ধারণাকে বাতিল করছে। আপনি যদি বিজ্ঞানের কথা বলেন, ঈশ্বরের কথা যদি বলেন, বেশির ভাগ বিজ্ঞানী ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এখন।

আগেকার দিনে Francies drake এর মতে তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জ্ঞান থাকলে আপনি হবেন নাস্তিক তবে বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক জ্ঞান থাকলে আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেন। এরপর বেহেশত আর দোযখ নিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেই। আপনি কুরআন পড়লে দেখবেন কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে। আনুমানিকভাবে বলতে পারেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কে এইসব কথার ৮০% একেবারে ১০০% সঠিক হয়েছে। বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হলো, পৃথিবীর আকার কেমন, চাঁদের আলোর কথা, সূর্য তাঁর নিজের চারপাশে ঘুরে, পানিচক্র, ভূগোল ইত্যাদি। বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআনের এইসব কথার ৮০% একেবারে ১০০% সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের বাকি ২০% সেটা এখনো প্রমাণিত হয় নি, সঠিক না ভুল। আমার যুক্তি বলে যখন ৮০% সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের বাকি ২০% সেটা এখনো প্রমাণিত হয়নি সঠিকও না, ভুলও না। আমার যুক্তি বলে যখন ৮০% একেবারে পুরোপুরি সঠিক আর বাকি ২০% সঠিকও না ভুলও না। এই ২০% এ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও ভুল প্রমাণিত হয় নি। আমার যুক্তি বলে যে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছা বাকি ২০% ও সঠিক হবে। তাহলে বেহেশত আর দোযখ।

ফেরেশতা, জিন, বিজ্ঞান এখনও ততটা উন্নত হয়নি, বিজ্ঞান হয়ত এতটা উন্নত হয়েছে যে কুরআনের ৮০% বৈজ্ঞানিক কথাগুলো যাচাই করে দেখতে পারবে। আর আগামী ৫০ বছর অথবা ১০০ বছর বা ২০০ বছর পরে বিজ্ঞান হয়তবা বেহেশত নিয়ে কথা বলবে। দোযখ নিয়ে কথা বলবে, জিন নিয়ে কথা বলবে। আমার বিচার বুদ্ধি বলে এটা কোন অযৌক্তিক বিশ্বাস না, বিশ্বাস হলো যুক্তিসঙ্গত। যখন ৮০% পুরোপুরি সঠিক বলে প্রমাণিত বাকি ২০% এর পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও ভুল বলে

Contents

প্রমাণিত হয়নি। কোন বিজ্ঞানই প্রমাণ করতে পারবে না যে বেহেশত বলে কিছুই নেই, দোযখ বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান এটাও প্রমাণ করতে পারবে না যে এগুলো বলতে কিছু নেই শুধু বলতে পারবে আমি জানি না, থাকতেও পারে, আবার না থাকতেও পারে, এটা প্রমাণিত হয়নি। আমার যুক্তি বলে এই ২০% এখনো ভুল বা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। বাকি ৮০% পুরোপুরি সঠিক হওয়ার কারণে একজন বিজ্ঞানসম্মত মানুষ হিসাবে একজন যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে আমি বলব ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় বাকি ২০% ও সঠিক হবে। সেজন্য আমি বিশ্বাস করি দোযখে, বিশ্বাস করি বেহেশতে। এছাড়াও আমি ফেরেশতা ও জিন বিশ্বাস করি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তী ঃ আমার কিছু ব্যাপার পরিষ্কার করা প্রয়োজন, কিছু ব্যাপারে জানা দরকার।

প্রশ্নকর্তী ঃ হ্যাঁ স্যার। আপনি এখন বললেন যে বিজ্ঞানও আল্লাহর ধারণাই বিশ্বাস করে, ইসলামও সেটাই বিশ্বাস করে। সেখানে এইসব ব্যাপার নিয়ে কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে? আল্লাহ আর বেহেশত দোযখ সম্পর্কে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি আমার পুরো লেকচার শুনেছেন? মহিলা– হ্যাঁ। আপনি কি আমার গত লেকচারটা শুনেছেন ইজ দ্যা কুরআন গডস ওয়ার্ড? মহিলা- না স্যার। আজকেই প্রথম এসেছি। আচ্ছা। এখানে আমি পনের মিনিট সেই কথাগুলো বলেছি যেটা আসলে দুই ঘন্টার লেকচার। আপনাকে আমি অনুরোধ করব আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেটা জোগাড় করেন ইজ দ্যা কুরআন গডস ওয়ার্ড। সেখানে প্রমাণ করেছি যে কুরআন আল্লাহর বাণী। নাস্তিকের সামনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেখানে প্রমাণ করেছি। সেই কথাগুলো এখানে সংক্ষেপে বলেছি আমি। সেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। যদি স্রষ্টা বলে কেউ না থাকত, তাহলে কুরআন কে লিখেছে? ১৪শ বছর আগে এই কুরআন কে লিখেছে?

প্রশ্ন ঃ মহিলা ঃ এই প্রশ্নটা আমারও। কুরআন কে লিখেছেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ কে লিখেছে কুরআন আল্লাহ লিখেছেন। ঈশ্বর লিখেছেন, মানুষ এটা লিখতে পারবে না। মহিলা ঃ এই কথাটা ব্যাখ্যা করে বলেন। ডা. জাকির ঃ এই কথাটা আমি দুই ঘন্টা ব্যাখ্যা করেছি। আপনি ভিডিও ক্যাসেটটা দেখেন। আর '৯৫ সালে বোম্বেতে এই বিষয়ের উপর লেকচার দিয়েছিলাম। আমি

Contents

বলান্টিয়ারদেরকে অনুরোধ করব। মহিলা বলান্টিয়ারকে বলব এই মহিলাকে ঐ ক্যাসটাও দিবেন সেখানে বোম্বেতে '৯৫ সালে আমি এই লেকচার দিয়েছিলাম। লেকচারগুলো দেখেন ইনশাআল্লাহ এখানে বিস্তারিত পাবেন, এখানে কুরআনের ব্যাখ্যাগুলোও পাবেন ঈশ্বর আর ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। আর কুরআনের সত্যতার প্রমাণ। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ Good evening sir. আমার নাম সুভাস কামরে। আমি ক্যামেস্ট্রি বিভাগের লেকচারার থানা কলেজের। আপনার লেকচারের শুরুতেই আপনি বললেন যে কুরআন মানুষ জাতির জন্য শান্তির কথা বলে। আর আমার প্রশ্নটা হলো ইসলাম যদি শান্তির কথা বলে তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তরুণ সব মুসলিম সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে কেন? এইসব করেছে জিহাদের নামে। এই জিহাদ বিষয়টা আসলে কি? ধন্যবাদ স্যার।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে ইসলাম আর কুরআন যদি শান্তির কথা বলে মানুষের জন্য তাহলে বিভিন্ন দেশে কেন তরুণ মুসলমানরা আর বিভিন্ন বয়সের মুসলিমরা যুদ্ধ করছে। আর জিহাদের কথা বলছে। এই জিহাদ কথার অর্থ কি।

এই জিহাদ কথাটার যদি অর্থটা জানতে চান। জিহাদ এসেছে আরবি শব্দ জাহাদা থেকে। যার অর্থ চেষ্টা করা, এর অর্থ সংগ্রাম করা। তাহলে জিহাদ শব্দটার অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। জিহাদের অর্থ পবিত্র যুদ্ধ না। পবিত্র যুদ্ধ এটার আরবি শব্দ হচ্ছে হারবুন মুকাদ্দাসা। পবিত্র কুরআনের কোথাও হারবুন মুকাদ্দাসা পাবেন না, আর হাদীসেও লেখা নেই। এটা একটা ভুল অনুবাদ যেটা করেছে মিডিয়া, পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা। পবিত্র যুদ্ধ শব্দটা নেই। জিহাদের অর্থ পবিত্র যুদ্ধ না। জিহাদ অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। এরপরে ইসলামিক পরিভাষায় এর অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা মানুষ জাতির উন্নতির জন্য, এর অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা পৃথিবীর মানুষের শান্তির জন্য। আরেকটা অর্থ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। আরেকটা অর্থ অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা।

জিহাদের অর্থ হচ্ছে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। এভাবে আপনার প্রশ্নটাতে আমি যাই যে, তাহলে এইসব তরুণ মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করছে। এক নম্বর পয়েন্ট এমন সম্ভাবনা আছে। আর কথাটা সত্যি যে কিছু মুসলিম আছে যারা

আসলে বিপথগামী। তারা বিপথে চলে গেছে। তারা বলে যে, ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি আছে, প্রসঙ্গ ছাড়াই উদ্ধৃতি দেয়। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। আমার মতে প্রধান কারণটা হল মিডিয়াও আমাদের এইভাবে দেখাচ্ছে। যেমন ইন্ডিয়ায় খবরের কাগজগুলোতে আমরা প্রায়ই দেখি যে কাশ্মিরের মুসলিম সন্ত্রাসীরা অনেক মানুষ মেরেছে হেড লাইন। প্রত্যেক দিন দেখবেন আমি কাশ্মিরে প্রথম গিয়েছিলাম ২০০৩ সালে। তখন ভাবছিলাম আমি যাব কি যাব না, ওখানে অনেক গোলযোগ।

প্রথম বারের মত কাশ্মিরে ১৪ বছর পরে কাশ্মিরের সরকার কোন পাবলিক লেকচারের অনুমতি দিল। সেই লেকচারে অনেক মানুষ ছিল প্রায় এক লক্ষ মানুষ। সেখানে পলো গ্রাউন্ডে সেটা ছিল শ্রীনগরে। আর যখন সেখানে গেলাম দেখলাম চারপাশে বন্দুক নিয়ে দেহরক্ষী। ভাবলাম এটা আবার কি? তবে সেখানে কোন সমস্যা হয়নি। পরের বৎসর আসামে গেলাম। যখন এয়ারপোর্টে নামলাম। বন্দুক হাতে চার দেহরক্ষী আসল। বললাম এটা আবার কি? অবস্থা ভাল না এই আসামে। কেন? কি হয়েছে? সেখানে দেহরক্ষী না থাকলে আজ আমি এখানে থাকতাম না। কিন্তু খবরের কাগজে আমরা কি দেখি যে আসামে হত্যা আর অরাজকতা চলছে? কাশ্মিরের চাইতে আসামে অনেক বেশি মানুষ মারা গেছে। এলটিটিই এর ব্যাপারে কি বলে? এলটিটিই চিনেন? তামিল। তাদের বলা হয় তামিল টাইগার। কিন্তু তাদের সন্ত্রাসী বলা হয় না। কিন্তু কেন? যখন কাশ্মিরের মুসলিমরা করে তখন তারা বলে মুসলিম সন্ত্রাসী, যখন আসামের হিন্দুরা করে তখন সেটা স্থানীয় সমস্যা, যদি এলটিটিই করে তাহলে স্থানীয় সমস্যা।

ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়ার অবস্থা জানেন এমন কাউকে জিজ্ঞেস করেন সে আপনাকে বলবে বেশির ভাগ হত্যা সেটা করেছে মাউহিষ্ট্রিরা। এদের কথা কাগজে কতবার দেখি আমরা। এদের খবরটা হয়ত আসবে ছোট করে যে এতজন লোক আসামে মারা গেছে, ছোট করে। মুসলিমরা যদি করে হেডলাইন। কেন? সব জায়গাতে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। একবার একজন আমাকে বলেছিল, কাশ্মিরের ব্যাপারটা এটা আসলে আমাদের দেশের জন্য সমস্যা। আসাম কি দেশের জন্য সমস্যা না? শুধু কাশ্মিরই কি দেশের জন্য সমস্যা? দুই জায়গাতেই স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। আর নিরীহ কাশ্মিরীরা নাজেহাল হচ্ছে। সব জায়গায় তারা অপদস্ত হচ্ছে। যদি আফগানিস্তানে যান সেখানে আপনি কি দেখবেন? আমেরিকানরা সেখানে গেল আর তাদের বলা হল, সন্ত্রাসী তারপর আপনি দেখেন প্যালেস্টাইন।

ইহুদীরা হিটলার তাদেরকে বের করে দিয়েছিল, জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল। প্যালেস্টানিরা আরব জ্ঞাতি ভাইয়েরা তারা বলল আহ্লান ওয়া সাহ্লান "আমাদের ঘরে আপনাদের স্বাগতম" চিন্তা করেন একজন লোকের ঘর নেই, মাথায় ছাদ নেই আপনি তাকে আপনার ঘরে নিয়ে আসলেন। কয়েকদিন পর সে আপনাকে তাড়িয়ে দিল। আপনি দরজায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ও আমার ঘর কেড়ে নিয়েছে, আমার ঘর ফিরিয়ে দাও তখন আপনি সন্ত্রাসী। এটা কি? দেখতেই পাচ্ছেন এই হলো মিডিয়া। এটা মিডিয়া। তাহলে দেখবেন বসনিয়াদের কি হয়েছিল। মুসলিমদের হত্যা করা হলো। আমি আপনার সাথে একমত মুসলিমরা সেখানে যুদ্ধ করছিল কিন্তু তাদের উপর অবিচার হয়েছে। মানবতা বলে কিছু নেই। প্যালেস্টাইনের ঘটনার কি উত্তর দিবেন? অথবা ধরেন ইরাক তাদের নাকি রাসায়নিক অস্ত্র আছে। আমি সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে বলছি না আমি তাকে ভালো মুসলিম মনে করি না। তবে সাদ্দামের সময় ইরাকে কিছু সমস্যা ছিল, আমেরিকানরা আসার পরে সেগুলো অনেক গুণ বেড়ে গেছে? সেই রাসায়নিক অস্ত্র কোথায় গেল? যেহেতু জর্জ বুশ বলেছে যাও আক্রমণ কর তাই আক্রমণ। যে লোকটা মানুষের মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী সে হল জর্জ বুশ। এক নাম্বার সন্ত্রাসী হল জর্জ বুশ।

তাহলে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এটা মিডিয়ার খেলা। মুসলিমদের অপদস্ত করা হচ্ছে, অত্যাচার করা হচ্ছে তাদেরকে বলছেন সন্ত্রাসী। আমি সেজন্যই বলছি, মুসলিমদের মধ্যেও কিছু কুলাঙ্গার আছে। তবে কুলাঙ্গারের সংখ্যা অনেক কম। পুরোটাই মিডিয়ার কারসাজি। IR এর নাম শুনছেন আইরিশ রিপাবলিকান পার্টি ইংল্যান্ডে। এটা আসলে ক্যাথলিক আর Protestain দের ভিতরে লড়াই। তাদের কেউ ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলে না। কেন? একশ বছরেরও বেশি।

তবে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার মুসলিম সন্ত্রাসীদেরকে বেশি ভয় করছেন। IR নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন চিন্তা নেই যারা এখন পর্যন্ত অনেক মানুষ মেরেছে, অনেক বোমা ফাটিয়েছে। কিন্তু এরা দরজা বন্ধ করে মিটিং করে কিভাবে মুসলিম সন্ত্রাসীদেরকে থামাবো। ব্যাপারটা খুবই কমন। কোন রাজনীতিবিদের ভোটের দরকার হলেই নতুন প্রধানমন্ত্রী আসলেন আর তখনই ঘটল গ্লাসকো বন্দী। সাবিল আহমেদকে চিনেন? সাবিল আহমেদের নাম শুনেছেন? খুব ভালো। আমি নাম পেপারে শুনেছি। কখনো দেখি নি। ইন্ডিয়ার পেপারে এসেছিল। এই সাবিল আহমেদ কে? সাবিল আহমেদ হল ডা. জাকির নায়েকের ভক্ত। আর ব্যাঙালোরে ডা.

Contents

জাকিরের লেকচারের অর্গানাইজার ছিল। পুরো আর্টিকেলটাই সন্ত্রাসের উপর। তারপর সাবিল আহমেদের নাম তারপর ডা. জাকির নায়েকের নাম। কেন? কারণ জাকির নায়েক জনপ্রিয়। আর্টিকেলটার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। তারপর সেখানে লেখা আছে যদিও ডা. জাকির নায়েক পুরোপুরিভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এই আর্টিকেলে আমার নামটা জুড়ে দিল।

আপনারা কি লাল মসজিদের ঘটনা জানেন? পাকিস্তানে। সেখানে জাকির নায়েকের চিঠি পাওয়া গেছে। তাহলে তো খুশি হবেন। যখন ইন্ডিয়ান প্রেস বলছে ডা. জাকির নায়েক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, তাহলে তো খুশি হবেন- সাবিল আহমেদের কাছে আমার চিঠি আছে, লাল মসজিদে আমার চিঠি আছে। আমি যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে থাকি তাহলে এইটাও ভাবেন যে হাজার হাজার মুসলিম সন্ত্রাসী কাজ করছে তারা যেহেতু আমার ভক্ত তারা এগুলো বাদ দিবে। তালেবান ওয়েবসাইটে যান। সেখানে ডা. জাকির নায়েকের নাম আছে। হয়ত দেখবেন আল কায়দা ওয়েবসাইটেও আমার নাম দেওয়া আছে। কেউ অসুস্থ হলে সেতো ডাক্তারের কাছে যাবে ঠিক এটা বলতে পারবেন না শুধু অসুস্থরাই হাসপাতালে যাই। অসুস্থ হলে তো হাসপাতালে যাবেই।

যদি ধরে নেন এরা সবাই সন্ত্রাসী আমার লেকচার শুনে ইন্ডিয়ার সরকারও খুশি হবে। ডা. জাকির নায়েক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের খুশি হওয়া উচিত যে এই লোকগুলো আমার কথা শুনছে। আমি হয়ত সবাইকে বুঝাতে পারব না। তবে কিছু লোককে তো বুঝাতে পারছি। কিন্তু সেই আর্টিকেলে আমার নামটা লেখে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য। আসলে ব্যাপারটা কি যদি ইসলামের বিরুদ্ধে লেখেন আপনার আর্টিকেলটা তাহলে চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। এইটা খুবই কমন। খুশবন্ত সিংয়ের একই অবস্থা। খুবশবন্ত সিংকে চিনেন? এখনকার বয়স ৯৪। তিনি আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্টিকেল লিখেছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে এই নভেম্বরেও আমার বিরুদ্ধে লিখে ছিলেন। তিনি বলেছেন প্রথম আর্টিকেলে তিনি লিখেছেন যে আমি ডা. জাকির নায়েকের প্রোগ্রাম প্রতিদিন মনোযোগ দিয়ে দেখি। তিনি আমার প্রশংসা করলেন, আমার স্মরণ শক্তির কথা বললেন, তারপর তার নিজের স্টাইলে সমালোচনা করলেন।

এরপর আর্টিকেলটা লিখলেন যে "দিল্লিতে একটা বই মেলা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে ডা. জাকির নায়েকের বই। যেখানে অমুসলিমদের করা ২০টা

Contents

কমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে।" ও এই লোকের স্মরণশক্তি অসাধারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমি তার চারটা প্রশ্নের উত্তর দিব। তারপরে বললেন শূকরের মাংস, এলকোহল বহু বিবাহ আর পর্দা নিয়ে (হিজাব)। সেই আর্টিকেলটা পড়ে দেখেন। এখানে বিস্তারিত বলার মত সময় নেই।

শূকরের ব্যাপারে বলেছি এটা নির্লজ্জ প্রাণী, সত্তরটার বেশি রোগ ছড়ায়। আর শূকর হলো যথেচ্ছা যৌনাচারের একটা প্রতীক। আমি বলেছিলাম শূকরের মাংস খেলে আপনার ব্যবহার শূকরের মত হবে। এই শূকরের মাংস হচ্ছে যথেচ্ছ যৌনচারের একটা প্রতীক। তিনি বললেন আমি এটা জানতাম না। তারপর বললেন যে পশ্চিমা দেশগুলোতে সবাই শূকরের মাংস খায় সেখানেও তো কাউকে অসুস্থ হতে দেখি না। দেখেন ডাক্তাররা আমাদের বলে পতিতালয়ে গেলে এইডস হতে পারে, তবে পতিতালয়ে যারা যায় তাদের সবার এইডস হয় না। পার্সেন্টেস খুবই কম, খুব কম মানুষেরই সেটা হয়। একইভাবে শূকরের মাংস যারা খায় তাদের সবারই এই রোগগুলি হয় না। তবে এখন আমেরিকানদেরও অর্ধেক মানুষ হাইপারটেনশনে ভুগছে। এর একটা কারণ শূকরের মাংস খাওয়া।

তারপর এলকোহল নিয়ে ডা. জাকির নায়েক বলেছেন এলকোহল খেলে এ রোগগুলো হতে পারে। তিনি বলেন যে, কুরআন আসলে এলকোহলের বিরুদ্ধে না। কুরআন আসলে মাতাল হওয়ার বিরুদ্ধে। এখন তিনিই কুরআনের ব্যাখ্যা করছেন। এই হলো মিডিয়া। তিনি লিখলেন আমার বয়স এখন ৯৪ বছর। আমার জীবনে আমি প্রত্যেক দিনেই মদ খেয়েছি। আমি কখনই মাতাল হইনি, কখনও অসুস্থ হয়নি। আর আমি কখনই কোন মানুষকে আহত করিনি। এখন উনার এই কথাগুলো ৯৪ বছর বয়স জীবনে কখনও মাতাল হননি। আমি এখন অনেকের কথা জানি যারা আমাকে বলেছে যে মদ খেয়ে অনেকেরই আমরা মাতাল হতে দেখেছি। জীবনে কখনও অসুস্থ হননি। হয়ত ভুলে গেছেন ৯৪ বছর বয়স। কখনও কাউকে আহত করেননি আহত করেছেন আমাকে। তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনি যদি ইসলামের বিরুদ্ধে আর্টিকেল লেখেন। বিখ্যাত কারো বিরুদ্ধে লেখেন। আর্টিকেলটা গুরুত্ব পাবে। লোকজন খবরটা পড়বে। একইভাবে এটাও দেখেন পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের ইমেজ হলো তারা সন্ত্রাসী। কেউ কেউ হয়ত স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে। কিন্তু করেন যদি আপনাকে বলি ব্রিটিশ সরকার বলেছে ভগত সিংহ সন্ত্রাসী। কিন্তু ভগত সিংহ সন্ত্রাসী? আপনার মতে কি সন্ত্রাসী? না। তবে কাজটা সন্ত্রাসীর মত। আমার মতেও তিনি

সন্ত্রাসী ছিলেন না। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার বলেছে ভগত সিং একজন সন্ত্রাসী। তার মানে এই না যে সে কথাটাও আমাদের মেনে নিতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা আসলে মিডিয়ার একটা কারসাজি। সেই জন্য আজকের লেকচারের Topicটা সে রকম ছিল। যেন শান্তিতে থাকতে পারি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ আসসালামু আলাইকুম ডা. নায়েক। আমার নাম নিতা। আমি মিডিয়ায় কাজ করি। আমার প্রশ্নটা হলো পূজার প্রস্বাদ খাওয়া কি মুসলিমদের জন্য হারাম? আর যদি হারাম হয় কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন পূজার প্রস্বাদ খাওয়া কি মুসলমানদের জন্য হারাম? প্রস্বাদ এই খাবারটা দেওয়া হয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। হিন্দুরা বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেশ্যে প্রস্বাদ দেয়। পবিত্র কুরআনে মোট চ'র জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে সূরা বাকারার ১৭৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, সূরা আন-আমের ১৪৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা নাহলের ১১৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۔

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস খাওয়া। আর যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে?"

তাহলে যে পশু জবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয় সেটা আমাদের জন্য হারাম। আর এই কারণেই পূজার প্রস্বাদ নিয়ে খাওয়া হারাম ইসলামে। আপনি বেদেও দেখবেন বেদও এই কথাই বলছে। কারণ বেদ পরিষ্কারভাবেই বলেছে "নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি" মহান স্রষ্টার কোন প্রতিমূর্তি নেই"। তার কোন ছবি নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই, তাঁর কোন ভাস্কর্য নেই, তাঁর কোন ফটোগ্রাফ নেই, কোন পেইন্টিং নেই, তাই বেদ অনুযায়ী ঈশ্বরকে খাওয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। তাহলে দেখছেন যে বেদও এর বিরুদ্ধে কথা বলছে। এটা ভুল। মূর্তির উদ্দেশ্যে খাবার দেওয়া ভুল। একইভাবে যেহেতু কুরআন নিষেধ করেছে। মুসলিমদের নিষেধ করেছে নেওয়া যাবে না, খাওয়া যাবে না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

Contents

প্রশ্ন ঃ মহিলা ঃ স্যার। আরেকটা ব্যাপার। আমি একজন শিখ। মাঝেমধ্যেই গুরু দুয়ারায় যাই। গুরু দুয়ারাতে কোন মূর্তি নেই। মূর্তিপূজা হয় না। গুরু দুয়ারাতেও প্রস্বাদ বিলানো হয়। এটাকে বলে কানা প্রস্বাদ। এই প্রস্বাদও খাওয়া যাবে না। এই রকম করার কারণটা কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। বোন আমি আপনাদের গুরুগ্রন্থেরই একজন ছাত্র। আর দেখবেন যে শিখদের কথা অনুযায়ী ধর্মগ্রন্থ প্রথমে আদি গ্রন্থ, গুরুগ্রন্থ। এখানে ঈশ্বরের একত্ববাদ নিয়েই বলা হয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, মহান স্রষ্টার কোন মূর্তি নেই, ছবি নেই। মহান স্রষ্টাকে সেখানে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে। রাহীম, কারীম, আল্লাহ অনেক নামেই। এখানে আমাদের মিল আছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে যখন গুরু দুয়ারায় যাবেন। যদিও শিখরা এমন কোন স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে না, যার কোন ছবি আছে। তারপরও তারা উপাসনা করে গ্রন্থকে মনে করে গুরু। কারণ গুরু এখন নেই, আর সেখানে যে প্রস্বাদ দিচ্ছেন সেটা পরোক্ষভাবে একই জিনিস। শিখধর্ম গ্রন্থ বলছে মূর্তিপূজা করা নিষেধ। এখানে তারা পরোক্ষভাবে খাবারগুলো স্রষ্টাকে দিচ্ছে। আর এমনকি গুরুগ্রন্থ বলছে- স্রষ্টার খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাহলে আপনারা স্রষ্টার সামনে কেন খাবার দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ -

"আল্লাহ সবাইকে খাওয়ান কিন্তু তাঁর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।"

তাহলে স্রষ্টাকে খাবারগুলো কেন দিচ্ছেন? তাহলে বোন আপনারা আদিগ্রন্থ মেনে চলছেন না, আপনারা গুরুগ্রন্থও মেনে চলছেন না। মহান স্রষ্টার কোন খাবারের প্রয়োজন হয় না। তিনি কোন খাবার ছাড়াই টিকে থাকবেন। তিনি সবাইকে খাবার জোগাড় দেন। আশাকরি উত্তরটা পেয়েছেন।

উপস্থাপক ঃ আমি দর্শকদের আরো কিছুক্ষণ ধরে বসে থাকতে বলব। কারণ মঞ্চে আসছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা যারা এসেছেন আমেরিকা-কানাডা আরো বিভিন্ন দেশ থেকে। আমরা সবাই তাদের একটু এক নজর দেখতে চাই। তাই আমি অতিথিদের অনুরোধ করব ইয়াসির ফাসাদা, শেখ জাফর ইদ্রিস দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে আসুন। দর্শক শ্রোতারা আপনাদের দেখবেন। এইসব বিখ্যাত ভক্তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। তারা ডা. জাকির নায়েকের চাইতে অনেক

বিখ্যাত। এই কয়দিন তাঁরা এখানেই ছিলেন। অনেক দর্শকই হয়ত তখন তাদেরকে দেখেন নি। তাই ভক্তদের অনুরোধ করছি। আমি দর্শকদের অনুরোধ করব একটু ধৈর্য ধরে বসেন। আমরা এখনি অনুষ্ঠান শেষ করব।

মঞ্চে আসছেন ডা. বেলাল ফিলিপস ইয়াসির ফাজাগা। শেখ জাফর ইদ্রিস, ডা ওসমান সিদ্দিকী আলি ক্বারী, ক্বারী শেহেরজা এবং ডা. মামদু মুহাম্মদ, আসুন মুম্বাইয়ের পক্ষ থেকে আমরা এই বিখ্যাত বক্তাদের অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ আকবার।

জাযা কাল্লাহু খায়ের। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। গত দশ দিন ধরে এইসব বক্তাগণ আমাদের এখানে বিভিন্ন লেকচার দিয়েছেন প্রতিদিন। আমাদের এইখানে তাদেরকে পেয়ে আমরা আসলেই গর্বিত। তাদের সাথে আমাদের সময়টা আমরা সবাই উপভোগ করছি। আমরা এই এগজিবিশন আর কনফারেন্সে ইসলাম ধর্মের কথাগুলো সবার কাছে পৌছে দেবার চেষ্টা করেছি। আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাগুলো দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমরা।

এখন ডা. জাকির নায়েককে অনুরোধ কবর আমাদের পক্ষ থেকে এই অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। ডা. জাকির এবার অনুষ্ঠান শেষ করবেন।

ডাক্তার জাকির নায়েক ঃ প্রথমেই আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমরা এই দশদিনে ইসলামিক কনফারেন্সটা সফলভাবে শেষ করতে পেরেছি। আল্লাহ সাহায্য করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এরপর আমি ধন্যবাদ জানাব বিজ্ঞবক্তা আর বিশেষজ্ঞদের তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব থেকে, আরব আমিরাত থেকে, তারপর মালয়েশিয়া থেকে, এরকম বিভিন্ন দেশ থেকে। তারা না থাকলে অনুষ্ঠানটার আয়োজন করা সম্ভব হত না। আর যদিও তাঁরা খুবই ব্যস্ত মাসায়াল্লাহ। অনেকেই পুরো দশদিনই ছিলেন। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাদের রহমত করছেন। দোয়া করি আল্লাহ তাদের জান্নাতে পাঠান। আর অন্যান্য সবার পাশাপাশি আমি ধন্যবাদ জানাব এখানে উপস্থিতে দর্শক শ্রোতাদের। এছাড়াও বোম্বের মানুষদের ধন্যবাদ জানাই। ইন্ডিয়ার মানুষদের ধন্যবাদ, যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। ধৈর্য ধরে লেকচার শুনলেন। শান্তির ধর্মের কথা শুনলেন। সবাইকে ধন্যবাদ।

"ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"

সমাপ্ত